নেতাজি সম্পর্কে তথাকথিত জাপানি সাক্ষীরা নানা বিচিত্র কথাও বলেছেন

বরুণ সেনগুপ্ত

এরপর আসুন আমরা দেখি, সেই তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনার পর গুরুতর আহত নেতাজি এবং হবিবুর রহমানকে বিমানবন্দরের কাছের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর থেকে কী কী হয়েছিল।

খোসলা কমিশনের সামনে নোনোগাকি বলেছিলেন : দুর্ঘটনার পরেই আমি হাসপাতালে পৌঁছে মিলিটারি পুলিশ এবং তাইওয়ানের স্টাফ অফিসারকে খবর দিয়েছিলাম। মিলিটারি পুলিশ থেকে লেফটেন্যান্ট কর্নেল তাকামিয়া এসেছিলেন। আমি তাকামিয়াকে বলেছিলাম যে, বোসের জখম খুব গুরুতর। সুতরাং, একজন দোভাষী নিয়ে আসা উচিত। তাকামিয়া একজন দোভাষী নিয়েও এসেছিলেন। বোস সেই দোভাষীর মাধ্যমে বলেছিলেন : তিনি জাপানের সম্রাট এবং জেনারেল তেরোচিকে শ্রদ্ধা জানাতে চান।

তাকামিয়ার এই বিবরণ কি বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়? 'ওইরকম গুরুতর আহত অবস্থায়' তিনি দোভাষীর মাধ্যমে একমাত্র জাপানের সম্রাট এবং জেনারেল তেরোচিকেই শ্রদ্ধা জানাতে চেয়েছিলেন! এটা বিশ্বাসযোগ্য? যদি সত্যিই সেই আহত ব্যক্তি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস হবেন, তাহলে তিনি জাপানের সম্রাট এবং জেনারেল তেরোচিকে শ্রদ্ধা জানানোর আগে কি আজাদ হিন্দ বাহিনীর উদ্দেশে তাঁর বক্তব্য বলতেন না? তাদের জন্য কোনও নির্দেশ দিতেন না? নেতাজির কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল কোন বিষয়টি? আজাদ হিন্দ বাহিনীর ভবিষ্যৎ? ভারতীয় মুক্তি সংগ্রামের ভবিষ্যৎ? না, জাপানের সম্রাট এবং জেনারেল তেরোচিকে শ্রদ্ধা জানানো?

আরও মজার দেখুন, এই লেফটেন্যান্ট কর্নেল তাকামিয়াই কিন্তু খোসলা কমিশনের সামনে এসে সম্পূর্ণ অন্য কথা বলেছিলেন। খোসলা কমিশনে তিনি বলেছিলেন : আমি হাসপাতালে পৌঁছে নোনোগাকির সঙ্গে কথা বলি। সম্পূর্ণ দেহঢাকা এবং মুখে ব্যান্ডেজ করা এক ভদ্রলোককে দেখিয়ে নোনোগাকি আমাকে বললেন, ইনিই চন্দ্রবোস।

খোসলা সাহেব তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন : সেই চন্দ্রবোস কি কোনও কথা বলছিলেন? বা, কথা বলতে পারছিলেন?

তাকামিয়া জবাবে বলেছিলেন : না, তিনি কথা বলছিলেন না।

অথচ, নোনোগাকি কিন্তু খোসলা কমিশনের সামনে এসে বলেছিলেন : তাকামিয়া দোভাষীকে সঙ্গে নিয়ে হাসপাতালে মারাত্মকভাবে আহত চন্দ্রবোসকাকার সামনে আসতেই তিনি প্রথমে জাপানের সম্রাট এবং জেনারেল তেরোচিকে শ্রদ্ধা জানাতে চান। খোসলা কমিশনের সামনে কিন্তু সেই তাকামিয়া নিজ মুখে বলছেন, সম্পূর্ণ দেহঢাকা এবং মুখে ব্যান্ডেজ করা এক ভদ্রলোককে দেখিয়ে নোনোগাকি তাঁকে বলেছিলেন, ইনিই চন্দ্রবোস এবং সেই ব্যক্তি কোনও কথা বলতে পারছিলেন না।

তাকামিয়ার বক্তব্যে আরও একটা বড় অসংগতি ধরা পড়েছিল। হবিবুর রহমান বরাবর বলে এসেছেন, তাঁকে এবং নেতাজিকে হাসপাতালে নিয়ে প্রথমে পাশাপাশি দুটো বিছানায় রাখা হয়েছিল। অন্যান্য জাপানি সাক্ষীদের মধ্যেও দু'-একজন সেই কথা বলেছিলেন। কিন্তু, তাকামিয়াকে খোসলা সাহেব জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তিনি কি হাসপাতালে আহত অবস্থায় আর কোনও ভারতীয়কে দেখেছিলেন? তাকামিয়া জবাবে জানিয়েছিলেন, না, দেখেছি বলে আমার মনে পড়ছে না। তবে, কয়েকজন আহত জাপানিকে ওই ঘরে দেখেছিলাম। চন্দ্রবোস একদম চুপ ছিলেন।

তাকামিয়া এবং নোনোগাকির বক্তব্যে এত পার্থক্য কেন? লেফটেন্যান্ট কর্নেল সিবুইয়ার কথা এর আগেই আমরা উল্লেখ করেছি। কর্নেল সিবুইয়া খোসলা কমিশনে জানিয়েছিলেন যে, তাইহোকুতে যখন সেই বিমান দুর্ঘটনা ঘটেছিল, সেই সময় তাইহোকুর সামরিক দপ্তরে তিনি স্টাফ অফিসার পদে নিযুক্ত ছিলেন। খোসলা সাহেবকে সিবুইয়া জানিয়েছিলেন, দুর্ঘটনার খবর পেয়েই তিনি বিমানবন্দরে ছুটে গিয়েছিলেন। এবং সেখানে গিয়ে শুনেছিলেন যে, আহতদের সবাইকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তারপর তিনিও হাসপাতালে ছুটে গিয়েছিলেন। এই সিবুইয়া একজন দায়িত্বশীল সামরিক অফিসার হয়েও এই তথাকথিত দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যু সম্পর্কে দু'রকম বিবৃতি দিয়েছিলেন। তিনি শাহনওয়াজ কমিটির কাছে যে লিখিত বিবৃতি দিয়েছিলেন তাতে বলেছিলেন, যখন হাসপাতালে গিয়ে পৌঁছেছিলেন, তার আগেই শ্রীবোস মারা গিয়েছিলেন। আবার, খোসলা কমিশনে বলেছেন, তিনি যখন হাসপাতালে পৌঁছান, তখন শ্রীবোস জীবিত ছিলেন।

আরও একবার উঠে এসেছে নেতাজির অন্তর্ধান প্রসঙ্গ। এর আগে যখন এই ইস্যু নিয়ে গোটা দেশে তোলপাড় পড়ে গিয়েছিল, তখন বর্তমানের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক বরুণ সেনগুপ্ত নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের অন্তর্ধান নিয়ে কলম ধরেছিলেন। ২০০৫ সালের ৫ ডিসেম্বর থেকে প্রকাশিত সেই ধারাবাহিক আজও প্রাসঙ্গিক।

খোসলা কমিশনের সামনে কৌসুলি তিরিখা সিবুইয়াকে বিস্তর জেরা করেছিলেন। এবং বলাবাহুল্য, তিরিখার সেই জেরার জবাবে সিবুইয়া নানা উলটো-পালটা কথা বলেছিলেন। এখানে খোসলা কমিশনে তিরিখার জেরার একটা ছোট্ট অংশ তুলে ধরা হচ্ছে।

সিবুইয়াকে তিরিখা : আপনি শাহনওয়াজ কমিটিতে বলেছিলেন, আমরা হাসপাতালে পৌঁছে শ্রীবোসের মৃতদেহ দেখলাম। আজ বলছেন, না। আপনি যতক্ষণ হাসপাতালে ছিলেন, শ্রীবোস তখনও জীবিত। কোনটা সত্য?

সিবুইয়া : আমার মনে হয়, আমার আগেরবারের বিবৃতি সত্য।

তিরিখা : তাহলে আপনি আজ যা বলছেন, তা ভুল এবং অসত্য?

সিবুইয়া : হ্যাঁ। (খোসলা কমিশনে সাক্ষ্যের বিবরণ, পৃঃ ২৪৩৪)

আমার সবচেয়ে হাস্যকর মনে হয়েছে, খোসলা কমিশনের সামনে নোনোগাকির কতগুলি কথা শুনে। তিনি বলেছিলেন, দুর্ঘটনার পরেই মিলিটারি পুলিশ থেকে লেফটেন্যান্ট কর্নেল তাকামিয়া হাসপাতালে এসেছিলেন। দোভাষীর মাধ্যমে তাকামিয়া নেতাজিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তিনি কিছু বলতে চান কি না? নেতাজি সেই দোভাষীর মাধ্যমেই জবাব দিয়েছিলেন, তিনি জাপানের সম্রাট এবং জেনারেল তেরোচিকে শ্রদ্ধা জানাতে চান। ব্যাস, আর কিছু না!

ভেবে দেখুন, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস একটি বিমান দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়ে মৃত্যুশয্যায়। কিন্তু, তখনও তাঁর জ্ঞান আছে। সেই সময় তিনি দোভাষীর মাধ্যমে শুধু জাপানের সম্রাট এবং জাপানের এক সেনাপতিকে শ্রদ্ধা জানাতে ব্যস্ত! আই এন এ'র অফিসারদের জন্য বা ভারতের মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দেশে তাঁর কোনও বক্তব্য নেই! এসব বিশ্বাস করা যায়?

গোটা ব্যাপারটাকে কি গাঁজাখুরি মনে হয় না?

যিনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ওই ডামাডোলের মধ্যেও ইউরোপ থেকে সাবমেরিনে করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারতীয় মুক্তিযুদ্ধকে সংগঠিত করতে ছুটে এসেছিলেন, যিনি ভারতীয় আজাদ হিন্দ বাহিনী গঠনের জন্য দীর্ঘ সাবমেরিন যাত্রার ঝুঁকি নিতেও এতটুকু কুণ্ঠাবোধ করেননি, তিনি কিনা তাঁর শেষ অবস্থায় পৌঁছে শুধু জাপানের সম্রাট এবং একজন জাপানি জেনারেলকে কৃতজ্ঞতা জানাতে ব্যস্ত! ভারতীয় মুক্তিযোদ্ধাদের সম্পর্কে, আই এন এ'র কর্মকর্তাদের কাছে তাঁর কোনও বাণী বা বক্তব্য নেই! এ জিনিস বিশ্বাস করা যায়?

(চলবে)

ইঙ্গ-মার্কিন গোয়েন্দারা ১৯৪৬-৪৭ সনেও বিমান দুর্ঘটনার গল্প বিশ্বাস করেনি

বরুণ সেনগুপ্ত

আজাদ হিন্দ সরকারের একজন খুব গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী ছিলেন আয়ার। নেতাজি তাঁকে খুব বেশি বিশ্বাস করতেন। বহু সময় আয়ার নেতাজির বিবৃতির খসড়াও তৈরি করে দিতেন।

এই আয়ারকেও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী গ্রেপ্তার করেছিল। কিন্তু আয়ার পরে অন্যান্যদের সঙ্গে ছাড়া পেয়ে গিয়েছিলেন। তারপর নেহরু আয়ারকে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রচার দপ্তরের একটা বেশ কাজও দিয়েছিল। এরপর আয়ার চলে গিয়েছিলেন মুম্বইয়ে, রাজ্য সরকারের প্রচার দপ্তরের একজন বড়কর্তা হয়ে।

আয়ারের সঙ্গে জওহরলাল নেহরু বরাবরই যোগাযোগ রাখতেন। ১৯৫১ সনে নেহরু একবার আয়ারের জাপান যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। আয়ার জাপান ঘুরে এসে ২৪-৯-৫১ তারিখে নেহরুকে একটি গোপন রিপোর্টও দিয়েছিলেন। সেই রিপোর্টের মূল বিষয় ছিল, 'নেতাজির অন্তর্ধান রহস্য'। নেহরুকে দেওয়া গোপন রিপোর্টে আয়ার বলেছিলেন: ১৯ আগস্ট, অর্থাৎ নেতাজির সায়গন ত্যাগের দু'দিন পরে জাপানিরা এসে, আমরা যাঁরা নেতাজির সঙ্গে যেতে পারিনি তাঁদের বলল, পরদিন একটা বিমান জাপানের দিকে যাচ্ছে। এবং সেই বিমানে ওরা একটা মাত্র আসন দিতে পারে। ওরা এমনও ইঙ্গিত দিল যে, যিনি ওই বিমানে যাবেন, শীঘ্রই নেতাজির সঙ্গে তাঁর দেখা হবে। ওরা আরও বলল, আজাদ হিন্দ সরকারের অন্যান্য কর্তাব্যক্তিকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আর একটা বিমানে করে নিয়ে যাওয়া হবে। এবং সেই বিমানও পরদিন একই সময় ছাড়বে। জাপানিরা আরও বলল, হ্যানয় গিয়ে আমাদের স্থানীয় জাপানি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করতে হবে। এবং তখনই ওরা নেতাজির কাছে পৌঁছানোর জন্য বিমানের ব্যবস্থা করে দেবে। তখনও পর্যন্ত কিন্তু জাপানিরা আমাদের বিমান দুর্ঘটনার খবর কিছুই বলেনি। আমরা সবাই মিলে স্থির করলাম, আমি ওই জাপান অভিমুখী প্রথম বিমানে যাব। কারণ, নেতাজি যেখানেই থাকুন, তাঁর চিঠিপত্র এবং বিবৃতি ইত্যাদি লেখার জন্য আমার মতো একজন লোককে বিশেষভাবে প্রয়োজন আছে। আমার সঙ্গে সেই বিমানে এলেন ফিল্ড মার্শাল তেরোচি, স্টাফ অফিসার টাডা এবং ক্যাপ্টেন আওকি। আমরা যখন বিকাল ৫টা নাগাদ ক্যান্টনে গিয়ে পৌঁছালাম তখন কর্নেল টাডা একপাশে নিয়ে গিয়ে আমাকে বললেন, ১৮ তারিখ দুপুরে নেতাজির বিমান তাইহোকু বিমানবন্দরে বিধ্বস্ত হয়েছে। এবং আহত নেতাজি সেইদিনই হাসপাতালে মারা গিয়েছেন। এই প্রথম আমি দুঃসংবাদটি শুনলাম। অথচ, ১৯ তারিখেও জাপানিরা আমাকে যে ইঙ্গিত দিয়েছিল তার মানে ছিল যে, আমরা নেতাজির কাছেই যাচ্ছি। আমি কর্নেল টাডাকে পরিষ্কার বললাম যে, পূর্ব এশিয়ার ভারতীয় বা ভারতের কেউ এই বিমান দুর্ঘটনার কাহিনি বিশ্বাস করবে না, যতক্ষণ না স্পষ্ট প্রমাণ পাচ্ছে। আমি তাঁকে একথাও বার বার বললাম যে, আমাকে তাইহোকু নিয়ে চল। যাতে আমি নিজে নেতাজির মৃতদেহ দেখতে পারি। এবং যাতে হবিবুর রহমানের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পারি। আমি আরও বললাম যে, হবিবুর ছাড়া আরও অন্তত একজন ভারতীয় চাই, যে বলতে পারবে, তাইহোকু গিয়ে আমরা দেখে এসেছি নেতাজি বিমান দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়ে কিছুক্ষণ পরেই মারা গিয়েছেন। কর্নেল টাডা আমাকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, তাইহোকু নিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু বিমান যখন এরপরের বিমানবন্দরে গিয়ে নামল তখন আশ্চর্য হয়ে শুনলাম, সেটা তাইহোকু নয়, তাইচু। আমি আবার দাবি করলাম, আমাকে তাইহোকু নিয়ে যাওয়া হোক। কিন্তু অত্যন্ত বিরক্তি এবং হতাশার মধ্যে ওদের কাছ থেকে শুনলাম, বিমান তাইচু থেকে সোজা জাপান যাবে। আর কোথাও থামবে না। (খোসলা কমিশন, একজিবিট নং ২৯/এইচ)

অর্থাৎ, আমরা দেখতে পাচ্ছি জাপনিরা শুধু যে আহত বা নিহত নেতাজির ছবি রাখেনি তাই নয়, তারা আয়ারকেও কিছুতে তাইহোকু নিয়ে যেতে রাজি হয়নি। আজাদ হিন্দ সরকারের একজন মন্ত্রীর মুখে এত সতর্কবাণী শোনা সত্ত্বেও জাপানিরা নেতাজির মৃত্যুর কোনও প্রমাণ রাখলেন না কেন? বিশেষ করে তারা যখন জানত যে, এই প্রমাণ না পেলে দখলদার ইঙ্গ-মার্কিন গোষ্ঠী এবং ভারতের মানুষ কিছুতেই নেতাজির মৃত্যুসংবাদ বিশ্বাস করবে না।

জাপানিরা শুধু ওই চারটি সাংকেতিক বার্তা রেখে গিয়েছিল। নেতাজির যাত্রা এবং বিমান দুর্ঘটনার সম্পর্কে অন্য কোনও কাগজপত্রও তারা কোথাও রেখে যায়নি।

তাদের প্রথম বার্তাটা ছিল এইরকম: আজ বিকাল ৫টায় (১৭ আগস্ট) 'টি', জেনারেল সিদেয়ি এবং অন্যান্যরা ফরমোজা ও দাইরেন হয়ে টোকিও যাত্রা করেছেন। স্থানীয় ভারতীয়দের এই খবর দেওয়া প্রয়োজন।

দ্বিতীয় বার্তা: ২৮ আগস্ট রাজধানী যাওয়ার পথে বেলা দুটোয় এক বিমান দুর্ঘটনায় 'টি' গুরুতর আহত হন এবং সেদিনই মাঝরাতে, মারা যান। ফরমোজার জাপানি সেনাবাহিনী তাঁর মৃতদেহ বিমানে টোকিও নিয়ে গিয়েছে।

আরও একবার উঠে এসেছে নেতাজির অন্তর্ধান প্রসঙ্গ। এর আগে যখন এই ইস্যু নিয়ে গোটা দেশে তোলপাড় পড়ে গিয়েছিল, তখন বর্তমানের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক বরুণ সেনগুপ্ত নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের অন্তর্ধান নিয়ে কলম ধরেছিলেন। ২০০৫ সালের ৫ ডিসেম্বর থেকে প্রকাশিত সেই ধারাবাহিক আজও প্রাসঙ্গিক।

তৃতীয় বার্তা: ২৪ আগস্ট ভারতীয়রা যাতে 'টি'র মৃত্যুসংবাদ শুনতে পায়, তেমন ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন।

এবং চতুর্থ বার্তা: ২৭ আগস্ট কর্নেল হবিবুর রহমানের অবস্থা সবাইকে জানাও।

ব্রিটিশ গোয়েন্দা বাহিনী জাপানি গোয়েন্দা বাহিনীর ফাইলে এই গোপন সাংকেতিক বার্তাগুলি পেয়েছিল। 'টি' ছিল নেতাজির সাংকেতিক নাম। এই বার্তাগুলি পাওয়ার পর ইঙ্গ-মার্কিন গোয়েন্দা বাহিনীর সন্দেহ আরও বেড়ে যায়। তারা প্রশ্ন তোলে, তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনা এবং মৃত্যুর দু'দিন পরেও হিকারি কিকান, অর্থাৎ জাপানি গোয়েন্দা সংস্থা এই ভুল সাংকেতিক বার্তা পাঠালো কেন যে, নেতাজির মৃতদেহ টোকিও নিয়ে যাওয়া হয়েছে? অথচ জাপানিরা পরে বলেছে, মৃতদেহ দাহ করা হয়েছিল তাইপেতেই। ইঙ্গ-মার্কিন গোয়েন্দা বাহিনী গোড়া থেকেই সন্দেহ করেছিল, অনুসন্ধানকারীদের বিপথে চালিত করার জন্যই জাপানিরা ওই বানানো গোপন সাংকেতিক বার্তাগুলি রেখে গিয়েছিল। তাছাড়া, জেনারেল ইশোদা ইঙ্গ-মার্কিন গোয়েন্দা বাহিনীর হাতে ধরা পড়ার পরও বলেছিল যে, নেতাজির সৎকার করা হয়েছিল টোকিওতে। এই জন্যই ১৯৪৬ সনের ১ মার্চ ব্রিটিশ গোয়েন্দা দপ্তর লিখেছিল: এখনও মনে হচ্ছে, গোটা জিনিসটাই সন্দেহজনক এবং সাজানো। বোসকে সায়গনে বিমান পালটাতে হল কেন? বলা হচ্ছে, সেখানে একটি বিমানে তাঁর জন্য দু'টি মাত্র আসন সংগ্রহ করা গিয়েছিল। বোসের মতো গুরুত্বপূর্ণ একজন ব্যক্তিকে তখন একটা বিশেষ বিমানে চলাফেরা করতে দেওয়াই স্বাভাবিক। মৃতদেহ সৎকারের বিবরণ আরও সন্দেহজনক। ইশোদা এবং প্রাপ্ত গোপন সাংকেতিক বিবরণ বলছে যে, ১৮ আগস্ট মাঝরাতে তাইহোকুতে তিনি মারা যান এবং তাঁর মৃতদেহ বিমানে টোকিও নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। টোকিও থেকে 'ডোমাই' নিউজ এজেন্সি ২৩ আগস্ট যে সংবাদ প্রচার করে তাতেও বলা হয়েছিল, বোস জাপানে মারা গিয়েছেন। আবার, হবিবুর রহমান আমাদের কাছে বলেছেন যে, বোস তাইপেতেই মারা যান এবং সেখানেই তাঁর মৃতদেহ সৎকার করা হয়। এই ধরনের পরস্পর-বিরোধী বিবৃতি ও সংবাদ অত্যন্ত সন্দেহজনক... । শেষ পর্যন্ত এটুকু বলা যায় যে, বোস সায়গন নিশ্চয় ত্যাগ করেছিলেন এবং হয়তো তাইহোকুতে একটা বিমান দুর্ঘটনা সাজানোও হয়েছিল এবং হয়তো তারপর বোস অন্য কোথাও পালিয়ে গিয়েছেন। (খোসলা কমিশন, একজিবিট নং ক ম/৭বি)

লক্ষণীয়, ১৯৪৬ সনের মার্চ মাসে ইঙ্গ-মার্কিন গোয়েন্দা বাহিনী নেতাজির অন্তর্ধান রহস্যের সমাধান করতে পারেনি। তাদের হাতে প্রচুর তথ্য ছিল। জাপানিদের আত্মসমর্পণের কিছুদিন পরেই তারা সিঙ্গাপুর, ব্যাংকক, হ্যানয়, তাইপে এবং টোকিওতে তন্নতন্ন করে সব খুঁজেছিল। কিন্তু তবু ধরতে পারেনি যে নেতাজির কী হল। তাদের ওই শত্রু কোথায় পালিয়ে গেল?

খোসলা সাহেব কিন্তু তাইহোকুর বিমান দুর্ঘটনাকে এবং সেই দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যুকে 'সত্য ঘটনা' বলে মেনে নিয়েছিলেন। এবং সেইমতো রায় দিয়েছিলেন।

(চলবে

মমতার অস্বস্তি বাড়িয়ে ডেলোর বৈঠকের কথা স্বীকার মুকুলেরই

সমৃদ্ধ দত্ত • নয়াদিল্লি

১৩ জানুয়ারি: উত্তরবঙ্গের ডেলো ট্যুরিস্ট বাংলোয় একবার এবং পরে সারদা পরিচালিত মিডিয়া সংস্থাগুলির কর্মীদের বেতন সংকটের সময় কলকাতায় আর একবার। এই দু'বার ছাড়া আর কখনই তিনি সুদীপ্ত সেনের সঙ্গে কোনও বৈঠক করেননি বলে জানালেন তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড মুকুল রায়। সুদীপ্ত সেনের সঙ্গে তিনি যে বৈঠক করেছেন, সেকথা স্বীকার করে নিলেও সারদাকর্তা যখন পালাচ্ছিলেন কিংবা গা ঢাকা দিয়েছিলেন, তখনও তাঁর সঙ্গে মুকুলবাবুর যোগাযোগ ছিল—একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে দাবি করেছেন মুকুলবাবু। একের পর এক সংস্থা বন্ধ হওয়ার মুহূর্তে সারদা কর্তা কলকাতা ছেড়ে পালানোর সময় এবং পরেও তাঁর সঙ্গে বৈঠক করেছেন বলে যে অভিযোগ উঠেছে, সেই প্রসঙ্গে আজ মুকুলবাবু দিল্লিতে জোর গলায় বলেছেন, নেভার, নেভার এবং নেভার। ওই দু'বার ছাড়া আমি কোনওদিনও সুদীপ্ত সেনের সঙ্গে দেখা করিনি। তাঁর অফিস কোথায় সেটা আমি আজও চিনি না। আবার বলছি দলীয়ভাবে এবং ব্যক্তিগতভাবে আমি কোনওরকম বেআইনি কাজ করিনি।

এদিকে, ডেলোয় সুদীপ্ত সেনের সঙ্গে বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন বলে আগেই মমতাকে বিরোধীপক্ষ চেপে ধরেছে। মুকুলবাবু কার্যত ডেলোর বৈঠকের কথা স্বীকারই করে নিলেন। যদিও সেখানে মুখ্যমন্ত্রীও ছিলেন, এমন কথা তিনি নিজে মুখে বলেননি। তবে তাঁর এই বক্তব্য নিয়ে জোর জল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছে। অনেকেই মনে করছেন, সিবিআইয়ের কাছে হাজির হয়েও তিনি ডেলো বাংলোয় ওই বৈঠকের কথা জানাবেন। যদিও আজ মুকুলবাবু একবারও মমতার প্রসঙ্গ উত্থাপনই করেননি।

সারদাকাণ্ডে একের পর এক তৃণমূল নেতাকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে এবং রাজ্য সরকারকেও জড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে কেন, এই প্রশ্নের উত্তরে মুকুলবাবু বলছেন, এ নিয়ে আমার কোনও বক্তব্যই নেই। তবে রাজ্য সরকার কিংবা দল যদি জড়িতই থাকবে, তাহলে রাজ্য পুলিশ কেন কাশ্মীরে গিয়ে সুদীপ্ত সেনকে গ্রেপ্তার করল?

আগামীকাল সকালেই দিল্লি থেকে কলকাতায় ফিরছেন মুকুলবাবু। আর তারপর বৃহস্পতিবার সম্ভবত সিজিও কমপ্লেকসে সিবিআই দপ্তরে যাচ্ছেন তিনি। তিনি বলেছেন, আমাকে ডাকা হয়েছে, আমি দেখা করতে যাব। যা জিজ্ঞাস্য সবকিছুরই জবাব দেব। কারণ সিবিআই দেশের সর্বোচ্চ তদন্তকারী সংস্থা। আমার গোপন করার কিছুই নেই। দিল্লিতে আজ মুকুলবাবু তাঁর সরকারি বাসভবন ১৪১ নং সাউথ অ্যাভিনিউতে থাকলেও একাধিকবার 'ব্যক্তিগত' কাজে বেরিয়ে যান। নিজের মারুতি রিংজ গাড়িতে চেপে তিনি একবার দিল্লির একটি মন্দিরে গিয়ে পুজো দিয়ে আসেন। এবং তারপর আবার সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবীদের সঙ্গে আলোচনা করেন। এদিকে গতকাল পর্যন্ত দিল্লির সরকারি ফ্ল্যাটে তাঁর সহকারী ও এক আত্মীয় ছাড়া একাই ছিলেন মুকুলবাবু। গতকাল রাতে দিল্লিতে এসেছেন তাঁর পুত্র বিধায়ক শুভ্রাংশু রায়। তিনি অবশ্য বাবাকে সিবিআইয়ের ডাকা নিয়ে কোনও উচ্চবাচ্যই করেননি। অন্যদিকে সিবিআই ডেকে পাঠালেও মুকুলবাবু কিন্তু এখনও আসন্ন বনগাঁ লোকসভা এবং কৃষ্ণগঞ্জ বিধানসভার নির্বাচন নিয়েও দলীয় কর্মীদের সঙ্গে কথা বলছেন দিল্লি থেকেই। যেভাবে সারদাকাণ্ডে একের পর এক তৃণমূল নেতা গ্রেপ্তার হচ্ছেন এবং বিজেপি'র জনপ্রিয়তা বাড়ছে তার জেরে ওই দুই কেন্দ্রের ভোট যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা বলাই বাহুল্য। মুকুলবাবু কিন্তু ১০০ শতাংশ আশাবাদী যে, ওই দুই কেন্দ্রেই তৃণমূল জয়ী হবে। তিনি বলেছেন, ১৬ ফেব্রুয়ারি এই দুই কেন্দ্রের ভোটের ফলপ্রকাশ হলেই সেই সত্যটা জানা যাবে। মুকুল রায়কে সিবিআই এর ডেকে পাঠানো নিয়ে দিল্লির রাজনৈতিক মহলেও জোর চর্চা শুরু হয়েছে। কারণ রাজনীতিতে মুকুলবাবু মমতার সবথেকে ঘনিষ্ঠ। সুতরাং মুকুলবাবুকে জেরা করার পর আগামীদিনে সিবিআই কী পদক্ষেপ করবে এবং পরবর্তী টার্গেট কে, তা নিয়ে এখন জল্পনা শুরু হয়েছে।

সারদায় ফের তৃণমূলের এক শীর্ষনেতার নাম

সারদাকাণ্ডে এবার উঠে এল তৃণমূলের আরও এক শীর্ষনেতার নাম। বিধায়ক হিসাবে যিনি সকলের কাছেই অত্যন্ত পরিচিত মুখ। সারদা তদন্তে মদন মিত্র, মুকুল রায়সহ শাসক দলের একাধিক নেতার নাম উঠে এলেও, তাঁর নাম কোথাও একবারের জন্য আলোচনাতেও আসেনি। এতবড় কেলেঙ্কারির তদন্তে তাঁকে একেবারে নতুন মুখ বলছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। কার্যত ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকা শাসক দলের ওই নেতা এখন সিবিআইয়ের নজরে। দলে মুকুল রায় কোণঠাসা হয়ে পড়ার পর বিভিন্ন ক্ষেত্রে ওই শীর্ষনেতাকে সামনে থেকে একাধিক দায়িত্ব পালন করতেও দেখা গিয়েছে। সারদা কর্তা সুদীপ্ত সেন পালিয়ে যাওয়ার সময় সারদার ৭২ কোটি টাকা তাঁর জিম্মায় রেখে গিয়েছিলেন বলে জেনেছে সিবিআই। সারদাকর্তার কেনা আজাদ হিন্দ ও কলম পত্রিকা যাতে চালাতে অসুবিধা না হয়, তার জন্যই ওই টাকা পেয়েছিলেন তিনি। এ সম্পর্কে নির্দিষ্ট তথ্যপ্রমাণ হাতে এসেছে তদন্তকারী সংস্থার। আরও নথি জোগাড়ের কাজ চলছে। তা শেষ হলেই ডাক পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে ওই নেতারও।

(পৃঃ ১৩ (ফাইল চিত্র)

ওই ডাক্তারদের কথা শুনলেই কি বোঝা যায় না, তাঁরা সব বানিয়ে বলেছেন?

বরুণ সেনগুপ্ত

একই আহত ব্যক্তি সম্পর্কে দুই ডাক্তারের বিবৃতিতে এত পরস্পর-বিরোধিতা কেন?

তাছাড়া, তাঁরা নিজেরাই বিভিন্ন সময়ে 'আহত' সুভাষচন্দ্র বোস সম্পর্কে যেসব বক্তব্য হাজির করেছেন, তাতেও প্রচুর পার্থক্য রয়েছে।

যেমন, ডাঃ তানেওসি ইয়োসিমি ১৯৬৯ সনে 'ইয়োমিউরি সিমবু' পত্রিকাকে বলেছিলেন : ১৮ আগস্ট বেলা তিনটে নাগাদ খুব মারাত্মকভাবে দগ্ধ অবস্থায় একজনকে অ্যাম্বুলেন্সে করে হাসপাতালে নিয়ে আসা হল.....। তাঁর সর্বাঙ্গ পুড়ে গিয়েছিল। মাথার সব চুলও পুড়ে গিয়েছিল। তাঁর গায়ের তাপ তখন ৩৯ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এবং পালস রিট ১২০। যখন তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় তখন তাঁর পরিষ্কার জ্ঞান ছিল। তিনি সন্ধে সাতটা নাগাদ অজ্ঞান হয়ে যান। ইঞ্জেকশন দিয়েও কোনও লাভ হল না। রাত ১০টায় তিনি মারা যান।

অর্থাৎ, ডাঃ তানেওসি ইয়োসিমির বক্তব্যকে যদি বিশ্বাস করতে হয় তাহলে মানতে হয় যে, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসকে প্লেন দুর্ঘটনার পরে তিনটের সময় হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছিল এবং সন্ধে সাতটা নাগাদ তিনি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। আর, রাত ১০টায় তিনি মারা যান।

কিন্তু, খোসলা কমিশনে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে এই জাপানি ডাক্তারই যেসব কথা বলেছিলেন তা অনেকটাই অন্যরকম ছিল।

যেমন, তিনি বলেছিলেন : ১৮ আগস্ট অপরাহ্নে চন্দ্রবোসকে আমাদের হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। তিনি তখন উলঙ্গ এবং তাঁকে একটা কম্বল দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছিল। তারপরও সাত-আট ঘণ্টা তিনি জ্ঞান হারাননি। হাসপাতালে নিয়ে আসার পরও তিনি প্রায় ১২ ঘণ্টা বেঁচেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর সময় আমি পাশে ছিলাম।

তাহলে ডাঃ তানেওসি ইয়োসিমির কোন বক্তব্যটা সত্যি? আহত নেতাজিকে হাসপাতালে আনার যে বিবরণ তিনি 'ইয়োমিউরি সিমবু'কে দিয়েছিলেন, তার সঙ্গে কিন্তু খোসলা কমিশনের সামনে দেওয়া বিবৃতির বিস্তর পার্থক্য! তাছাড়া, আমরা হাসপাতালে নেতাজির তথাকথিত মৃত্যুর সময় সম্পর্কেও ডাঃ তানেওসি ইয়োসিমির দু'রকম বক্তব্য দেখতে পাচ্ছি। একটা বিবৃতিতে তিনি বলেছেন, নেতাজি ১০টার সময় মারা গিয়েছিলেন। তাঁর আর একটা বিবৃতি যদি সত্যি হয় তাহলে তিনটের সময় হাসপাতালে নিয়ে আসার পর থেকেও নেতাজি ১২ ঘণ্টা, অর্থাৎ ভোর তিনটে পর্যন্ত বেঁচেছিলেন।

যে লোক বলছেন, নেতাজিকে হাসপাতালে নিয়ে আসার পর সবসময় তিনি তাঁর পাশে ছিলেন এবং তাঁর ডেথ সার্টিফিকেটও লিখে দিয়েছিলেন, তাঁর বিবৃতিতে 'মৃত্যুর' সময়ের এত ফারাক হওয়া কি উচিত?

রাত ১০টায় মারা যাওয়া, আর ভোর তিনটেয় মারা যাওয়া নিশ্চয় এক জিনিস নয়? যে ডাক্তার বলছেন, তিনি হাসপাতালে নিয়ে আসার পর সবসময় আহত নেতাজির পাশে ছিলেন এবং তাঁর ডেথ সার্টিফিকেট লিখে দিয়েছিলেন, কয়েক বছরের মধ্যে তাঁর বিবৃতিতে এতটা পার্থক্য কেন?

আরও একবার উঠে এসেছে নেতাজির অন্তর্ধান প্রসঙ্গ। এর আগে যখন এই ইস্যু নিয়ে গোটা দেশে তোলপাড় পড়ে গিয়েছিল, তখন বর্তমানের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক বরুণ সেনগুপ্ত নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের অন্তর্ধান নিয়ে কলম ধরেছিলেন। ২০০৫ সালের ৫ ডিসেম্বর থেকে প্রকাশিত সেই ধারাবাহিক আজও প্রাসঙ্গিক।

তৃতীয়ত, ডাঃ ইয়োসিমি খোসলা কমিশনের সামনে বলেছিলেন যে, ১৯ আগস্ট খুব ভোরে নেতাজির মৃতদেহ হাসপাতাল থেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু শাহনওয়াজ কমিটিকে তিনি জানিয়েছিলেন, ২০ আগস্ট সকালে তাঁর মৃতদেহ সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। খোসলা কমিশনে ডাঃ ইয়োসিমিকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, আপনার কোন বিবৃতিটা ঠিক? আগেরটা, না এখনটা? জবাবে ইয়োসিমি বলেছিলেন, আমি ঠিক বলতে পারছি না, কোনটা ঠিক। (আই অ্যাম নট সিওর, হুইচ স্টেটমেন্ট ইজ কারেক্ট, খোসলা কমিশনে সাক্ষ্যের বিবরণ, পৃঃ ২৪৬৫-২৪৭২)

যদি সেই ডাক্তার সত্যিই 'নেতাজির মৃত্যুর সময়' হাসপাতালে তাঁর পাশে উপস্থিত থাকবেন, তাহলে তাঁর বিবৃতি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকমের হবে কেন?

এরপর আমরা যদি ডাঃ ইয়োসিও ইসি'র বিবরণে আসি, তাহলে আরও অসঙ্গতি এবং অমিল দেখতে পাব। এই ডাক্তারও ১৯৬৯ সনে 'ইয়োমিউরি সিমবু'কে বলেছিলেন : ১৮ আগস্ট বেলা তিনটের কিছুক্ষণ পরে আমি হাসপাতালের সামনের ঘর থেকে গোঙানি শুনতে পেলাম। তৎক্ষণাৎ সেখানে গেলাম। গিয়ে দেখলাম, জনা পাঁচেক আহত জাপানি সামরিক অফিসার বিছানায় শুয়ে। আর, তাঁদেরই উলটো দিকে দু'জন খুব লম্বা লোক। তাঁদের দু'জনেরই সারা দেহ এবং মুখে ব্যান্ডেজ বাঁধা। একজন নার্স আমাকে বলেন, ওই দু'জন লম্বা লোকের একজন হলেন ভারতবর্ষের চন্দ্রবোস। সেই নার্স আমাকে আরও বলেছিলেন, শিরা পাচ্ছেন না বলে চন্দ্রবোসকে রক্ত দেওয়া যাচ্ছে না। রক্ত দেওয়ার জন্য তিনি আমার সাহায্য চেয়েছিলেন। আমি তখন চন্দ্রবোসকে প্রায় ১০০ সিসি রক্ত দিয়েছিলাম।

ডাঃ ইয়োসিও ইসি'কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, কেন রক্ত দেওয়া হচ্ছে তা আপনি জানতে চেয়েছিলেন, নার্স বা কারও কাছে? তাঁকে আরও জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, কোন ডাক্তারের নির্দেশে রক্ত দেওয়া হয়েছিল, আপনি কি তা জানতে চেয়েছিলেন? দুটো প্রশ্নের উত্তরেই ডাঃ ইয়োসিও ইসি বলেছিলেন, না।

এটা কি অদ্ভুত ব্যাপার নয়? একজন ডাক্তার আর একজন মরণাপন্ন ব্যক্তিকে ইঞ্জেকশন করে রক্ত দিচ্ছেন। তিনি জানেন না, কেন সেই রক্ত দেওয়া হচ্ছে! নার্স বললেন, তিনি তাঁকে রক্ত দিতে পারছেন না। আর, অমনি সেই ডাক্তার তাঁকে রক্ত দিতে এগিয়ে গেলেন! তিনি নার্সকে একবার জিজ্ঞাসা করলেন না যে, কোন ডাক্তার ওই রোগীর চিকিৎসা করছেন।

এই ধরনের বক্তব্য কোনও সুস্থ মানুষ বিশ্বাস করতে পারে?

আরও একটা জিনিস এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ডাঃ ইয়োসিও ইসি বলেছিলেন, তিনি রক্ত দেওয়ার সময় বুঝতে পারছিলেন, আহত ব্যক্তির অবস্থা ভালো নয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি এও দেখতে পাচ্ছিলেন যে, চন্দ্রবোস 'গোঁঙাচ্ছেন না'। তিনি দোভাষীর মাধ্যমে সামরিক অফিসারদের সঙ্গে কথা বলছিলেন, জিজ্ঞাসা করছিলেন, এখানে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন কিনা, ওখানে খবর দিয়েছেন কিনা। অথচ, যিনি তাঁকে ওই হাসপাতালের প্রধান ডাক্তার বলে দাবি করেছিলেন সেই তানেওসি ইয়োসিমি কিন্তু এরকম কোনও কথাই বলেননি। হাসপাতালে এসেও আহত সুভাষচন্দ্র বোস দোভাষীদের মাধ্যমে জাপানি অফিসারদের জিজ্ঞাসা করছিলেন, তাঁরা এখানে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন কিনা, ওখানে খবর দিয়েছেন কিনা, এসব কথা ডাঃ তানেওসি ইয়োসিমি একবারও বলেননি।

যদি আহত সুভাষচন্দ্র বসুর অতটা জ্ঞানই ছিল, তাহলে দুই ডাক্তার দোভাষীর মাধ্যমে তাঁকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করেননি বা কেন?

(চলবে)

এয়ার এশিয়া বিমানের ব্ল্যাক বক্সের পরীক্ষা শুরু জাকার্তায়

জাকার্তা, সিঙ্গাপুর, ১৩ জানুয়ারি (পিটিআই): জাভা সাগরের অতল থেকে এয়ার এশিয়ার জেটের ককপিট ভয়েস রেকর্ডার উদ্ধার করে এনেছেন ডুবুরিরা। কীভাবে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল ওই বিমান, তা জানতেই এবার ব্ল্যাক বক্সটি খুঁটিয়ে পরীক্ষা করবেন বিশেষজ্ঞরা। সাধারণত উজ্জ্বল কমলা রংয়ের হয় ব্ল্যাক বক্স। যার দু'টি অংশের মধ্যে অন্যতম ককপিট ভয়েস রেকর্ডার। পাইলট এবং বিমান ট্রাফিক নিয়ন্ত্রকের মধ্যে শেষ দু'ঘণ্টার কথোপকথন মিলতে পারে এই ককপিট থেকেই।

এয়ারবাস এ ৩২০-২০০ বিমানের ভেঙে পড়ার রহস্য সমাধানে ব্ল্যাক বক্স অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে দাবি বিশেষজ্ঞদের। সোমবার সকালেই জাভার প্রায় ৩০ মিটার তলদেশ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ককপিট ভয়েস রেকর্ডার। উদ্ধারকারী টিমের অন্যতম ডিরেক্টর টনি বুদিওনো জানিয়েছেন, বিমানটির ভেঙে যাওয়া ডানার নীচে চাপা পড়েছিল ককপিটটি। খারাপ আবহাওয়ার জন্য বারবার বিঘ্নিত হয়েছে উদ্ধারকাজ। অবশেষে ব্ল্যাক বক্সের সম্পূর্ণ অংশ উদ্ধার হওয়ায় আশাবাদী উদ্ধারকারীরা। বিমান ভেঙে পড়ার তদন্তে এটি একটি ভালো খবর বলে দাবি করেছেন টনি বুদিওনো।

ককপিট ভয়েস রেকর্ডার আপাতত জাকার্তা নিয়ে যাওয়া হয়েছে পরীক্ষার জন্য। বিমানটির ডাটা রেকর্ডার এবং ভয়েস রেকর্ডার থেকে তথ্যগুলি ডাউনলোড করে তা পরীক্ষা করবেন বিশেষজ্ঞরা। সমস্ত তথ্য দেখে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে আরও একমাস লেগে যাবে বলে জানা গিয়েছে। অন্যদিকে, সোমবার ইন্দোনেশিয়ার উদ্ধারকারী দলের প্রধান বামব্যাং সোলিস্তেয়ো দাবি করেছেন, পরিবেশের ক্রমাগত চাপের পরিবর্তনের ফলেই এয়ার এশিয়ার বিমানে বিস্ফোরণ হয়।

তথাকথিত সহযাত্রীদের বক্তব্যে এত পার্থক্য কেন?

বরুণ সেনগুপ্ত

এরপর আসুন আমরা প্রথমেই বিশ্লেষণ করে দেখি, নেতাজির তথাকথিত সহযাত্রীরা 'ওই বিমান দুর্ঘটনা' সম্পর্কে বিভিন্ন সময় যেসব বিবরণ দিয়েছেন তাতে কত পার্থক্য? একটা বিমান দুর্ঘটনায় পড়ার পর ১০-১২ বছরের মধ্যে সেই বিমানের যাত্রীদের বিবরণে কখনও কি বিরাট পার্থক্য হতে পারে? কোনও মানুষই তো আর বার বার বিমান দুর্ঘটনায় পড়ে না!

তারপর আমরা দেখব, 'বিমান দুর্ঘটনায় আহত' নেতাজিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর বিভিন্ন জাপানি ডাক্তার এবং মিলিটারি অফিসার যেসব কথা বলেছেন তার ভেতরেও কত পার্থক্য এবং কত পরস্পর-বিরোধিতা!

সেই তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনা সম্পর্কে প্রথমেই আসা যাক, হবিবুর রহমানের বিবরণে।

ইঙ্গ-মার্কিন কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের লোকজন ১৯৪৫ সনের ২৬ ডিসেম্বর, অর্থাৎ সেই তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনার ৩৫-৩৬ দিনের মাথায় হবিবুর রহমানকে এই বিষয়ে জেরা করেছিলেন। জেরার জবাবে হবিবুর বলেছিলেন : ২-৩৫ মিনিটে তাইহোকু ছেড়ে যাত্রা করলাম। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই প্লেন ভেঙে পড়ল। প্লেনটি তখনও তেমন ওপরে ওঠেনি। হঠাৎ একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনলাম। দেখলাম, বিমানটি ভীষণভাবে একবার একাত হচ্ছে, আর একবার ওকাত হচ্ছে। পরে জেনেছিলাম যে, প্লেনের একটা ইঞ্জিন থেকে প্রপেলার ভেঙে পড়েছিল। এবং সেজন্যই তাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যাচ্ছিল না। পাইলট প্লেনখানা নামানোর চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পারেননি। বিমানবন্দরের শেষ সীমান্তে গিয়ে প্লেনটি ভেঙে পড়েছিল। হবিবুর রহমান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের লোকদের তখনই জানিয়েছিলেন, বিমান ভেঙে পড়ার সময় তাঁর জ্ঞান ছিল। তিনি জানিয়েছিলেন, প্লেন পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সামনে ও পিছনে দু'দিকে আগুন লেগে গিয়েছিল।

কিছু দিন পরে দিল্লিতে ব্রিটিশ সরকারের গোয়েন্দাদের জেরার উত্তরেও মোটামুটি একই কথা জানিয়েছিলেন হবিবুর রহমান। সেখানেও বলেছিলেন, আমার প্রথমে মনে হয়েছিল একটা কামানের আওয়াজ শুনতে পেলাম। প্লেন তখন মাত্র শ' তিনেক ফুট ওপরে উঠেছে। মনে হয়েছিল, কেউ প্লেনটা আক্রমণ করেছে। প্লেন এরপর আর ওপরে উঠতে পারেনি। মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়েছিল। প্লেনের ইঞ্জিন ও পিছনের দিকটা আগুন লেগে গিয়েছিল।

১৯৫৬ সনেও হবিবুর রহমান শাহনওয়াজ খানের তদন্ত কমিটির কাছে অনেকটা একই কথা বলেছিলেন। শাহনওয়াজ খান কমিটিতে তাঁর বক্তব্য ছিল: প্লেন তখনও খুব ওপরে ওঠেনি। সবে দু'-তিন মিনিট উড়েছে। এই সময় হঠাৎ কানফাটানো আওয়াজ শুনলাম। যেন প্লেনের পাখায় কামানের গোলা লেগেছে। আমার প্রথমে মনে হয়েছিল, শত্রু পক্ষের কোনও বিমান কামানের গোলা ছুঁড়ে আমাদের আক্রমণ করেছে। তারপরই প্লেনটা গোঁত্তা মেরে নীচের দিকে দ্রুত নেমে গেল। আমি সেইসময় দু' হাত দিয়ে নিজের মুখ চেপে ধরেছিলাম। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই প্লেনখানা মাটিতে আছড়ে পড়ল। দু' টুকরো হয়ে গেল এবং আগুন জ্বলে উঠল।

হবিবুর রহমান বরাবরই প্লেন দুর্ঘটনার মোটামুটি এই বিবরণ দিয়েছেন। কিন্তু তথাকথিত জাপানি প্রত্যক্ষদর্শী এবং সহযাত্রীরা অনেকেই প্লেন দুর্ঘটনার অন্য রকম বিবরণ দিয়েছেন।

প্লেনের চিফ পাইলট নোনোগাকি 'ইয়োমিউরি সিমবু'তে ১৯৬৯ সনে এই দুর্ঘটনা সম্পর্কে যা বলেছিলেন তা এইরকম: প্লেন ছাড়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সেটা ডানদিকে কাত হতে আরম্ভ করল। আমি বুঝলাম, জোরে প্লেনের পাখা চালানো মাত্রই সেটা ভেঙে পড়ে গিয়েছে। প্লেনটাও তখন ভেঙে মাটিতে পড়ল। তার পিছনের একটা অংশ একেবারে খুলে বেরিয়ে এল।

কয়েক বছর পরে খোসলা কমিশনের সামনে এই প্লেন দুর্ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে নোনোগাকি বলেছিলেন: প্লেনটি আকাশে ওড়ার দু' মিনিটের মধ্যেই ডানদিকে কাত হয়ে ভেঙে পড়েছিল। নোনোগাকি আরও বলেছিলেন, প্লেন যখন পড়ে তখন তাঁর জ্ঞান ছিল। তিনি প্লেন থেকে বেরিয়ে এসে দেখেন, পেছনের দিকটা আগুন ধরে গিয়েছে। এই নোনোগাকি খোসলা কমিশনে তিরিখা নামক কৌঁসুলির প্রশ্নের উত্তরে খুব পরিষ্কার করে জানিয়েছিলেন যে, বিমান পড়ার সময় বা তার আগে তিনি কোনও বিস্ফোরণের আওয়াজ শোনেননি।

আরও একবার উঠে এসেছে নেতাজির অন্তর্ধান প্রসঙ্গ। এর আগে যখন এই ইস্যু নিয়ে গোটা দেশে তোলপাড় পড়ে গিয়েছিল, তখন বর্তমানের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক বরুণ সেনগুপ্ত নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের অন্তর্ধান নিয়ে কলম ধরেছিলেন। ২০০৫ সালের ৫ ডিসেম্বর থেকে প্রকাশিত সেই ধারাবাহিক আজও প্রাসঙ্গিক।

হবিবুর রহমানের বিবৃতির সঙ্গে নোনোগাকির বিবরণে আরও বড় একটা পার্থক্য ছিল। হবিবুর বলেছিলেন, প্লেন গোঁত্তা খেয়ে মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়েছিল। চিফ পাইলট নোনোগাকি বলেছেন, প্লেন গোঁত্তা খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়েনি, ডানদিকে কাত হয়ে পড়ে গিয়েছিল।

তারো কোনো নামে আরও একজন জাপানি সামরিক অফিসার এই প্লেনে ছিলেন বলে একাধিকবার দাবি করে তথাকথিত দুর্ঘটনা সম্পর্কে বেশ কিছু কথা বলেছিলেন। ১৯৬৯ সনে তিনি 'ইয়োমিউরি সিমবু'কে বলেছিলেন, আমরা তাইহোকু বিমানবন্দর থেকে যাত্রা শুরু করার পরেই দেখলাম, রোটেশন নম্বর দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে। ২৫০০, ৩০০০, ৩৩০০ এবং তারপরেই বিপদসীমা অতিক্রম করে গেল রোটেশন নম্বর। ভাবলাম, ট্যাংক ভর্তি করে তেল নেওয়া হয়েছে তাই প্লেনের ওজন বেশি হয়ে গিয়েছে। এবং সেজন্যই রোটেশন নম্বর বিপদসীমার ওপরে চলে যাচ্ছে। প্লেন ২০-৩০ মিটার ওপরে উঠে গিয়েছিল। আমার তারপরই মনে হল, প্লেনের বাঁদিকের ইঞ্জিনে কোনও গণ্ডগোল হচ্ছে। জানলা দিয়ে সেদিকে তাকালাম। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে হঠাৎ দেখলাম, বাঁদিকের প্রপেলার ও ইঞ্জিন ভেঙে গেল। প্লেনটা ভারসাম্য হারিয়ে গেল। ডানদিকে কাত হয়ে পড়ল। প্লেন দ্রুত গতিতে নীচে নেমে গেল। মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেল এবং আগুন জ্বলে উঠল। রানওয়ের শেষ সীমায় একটা বাঁধের মতো ছিল। প্রথমে সেখানে গিয়ে প্লেনটা ধাক্কা খেল। প্লেনের পিছনের সব মালপত্রও সামনের দিকে ধাক্কা খেল। প্লেন মাটিতে পড়ার মিনিট দুয়েক পরেই আগুন জ্বলে ওঠে।

এই তারো কোনোই খোসলা কমিশনের সামনে সাক্ষ্য দিতে এসে বলেছিলেন: আমরা ২০-৩০ মিটার ওপরে উঠেছি। প্লেনের বাঁদিকে প্রপেলার ও ইঞ্জিন ভেঙে পড়ল। প্লেনটা ডানদিকে একটু কাত হল। এবং গোঁত্তা মেরে মুখ থুবড়ে নীচে পড়ে গেল। দু'-তিন মিনিটের মধ্যেই প্লেনে আগুন ধরে গেল। আমি লাফিয়ে নেমে পড়লাম। খোসলা কমিশনে তারো কোনো আরও জানিয়েছিলেন যে, দুর্ঘটনায় পড়ার আগে প্লেনে তিনি কোনও বড় বিস্ফোরণের আওয়াজ শোনেননি। কিন্তু হবিবুর রহমান বার বার এই বিরাট বিস্ফোরণের আওয়াজের কথা বলেছিলেন।

লেফটেন্যান্ট তাড়াও সাকাই আর একজন তথাকথিত সহযাত্রী। তিনিও খোসলা কমিশনের সামনে বলেছিলেন: দু'-তিন মিনিট সবে প্লেনটা আকাশে উড়েছে। আমি দেখলাম, প্লেনের চাকা ওইরকম কী যেন একটা পিছনের দিকে উড়ে যাচ্ছে। আমার শুধু এইটুকুই মনে আছে। তারপরই অজ্ঞান হয়ে গেলাম। তিনিও বলেছিলেন, প্লেন ওড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বা তার কয়েক মুহূর্ত পরে তিনি কোনও বিরাট বিস্ফোরণের আওয়াজ শোনেননি। ওই বিমানের আর একজন তথাকথিত সহযাত্রী তাকাহাসিও খোসলা কমিশনে এবং বিভিন্ন সময় জানিয়েছিলেন যে, প্লেন ভেঙে পড়ার আগে কোনও বিরাট আওয়াজ তিনি শুনতে পাননি। তাকাহাসি আরও একটা ভিন্ন কথা বলেছিলেন। অন্য তথাকথিত জাপানি সহযাত্রীরা অধিকাংশই বলেছেন, প্লেনটা কাত হয়ে পড়েছিল। তাকাহাসি বলেছিলেন, প্লেনটি সোজা মুখ থুবড়ে পড়েছিল।

হবিবুর রহমান এবং তথাকথিত জাপানি সহযাত্রীরা যদি সবাই ওই বিমানেই ছিলেন তাহলে তাদের বিবরণে এত পার্থক্য কেন? হবিবুর রহমান প্লেনটা পড়ে যাওয়ার আগে একটা বিরাট বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলেন বলে বার বার জানিয়েছেন। কিন্তু, তথকথিত জাপানি সহযাত্রীরা কেউই কোনও বিরাট বিস্ফোরণের আওয়াজ বা সামান্য আওয়াজও শুনতে পাননি। বরং, তাঁরা দুর্ঘটনার পূর্ব মুহূর্তে প্লেনের কিছু কিছু অংশকে উড়ে যেতে দেখেছেন। প্লেনের ভিতরেই বসে, জানলা দিয়ে। যদি সবাই ওই বিমানের যাত্রী ছিলেন, তাহলে তাঁরা সকলেই কেন বিরাট বিস্ফোরণের আওয়াজটা শুনতে পেলেন না? *(চলবে)*

১৯৪৭-এও বেঁচেছিলেন নেতাজি, সব জানতেন নেহেরু, দাবি বিজেপি নেতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: ১৯৪৫ সালে বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু মারা যাননি। ১৯৪৭ সালেও নেতাজি বেঁচেছিলেন এবং সেটা জওহরলাল নেহেরু জানতেন। এমনটাই দাবি বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা ডঃ সুব্রহ্মণ্যম স্বামীর। তাঁর মতে, সোভিয়েত ইউনিয়নে গ্যাস চেম্বারেই নেতাজিকে হত্যা করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, নেতাজি সম্পর্কিত গোপন ফাইলগুলি প্রকাশিত হওয়া উচিত। এ ব্যাপারে তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে কথা বলবেন বলেও জানিয়েছেন। শনিবার শহরের একটি বিলাসবহুল হোটেলে 'ভিশন অব ইন্ডিয়া: ২০২০' শীর্ষক এক আলোচনাচক্রের আয়োজন করেছিল এমসিসি চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি। সেখানে প্রধান বক্তা ছিলেন ডঃ স্বামী।

এদিন এই বিজেপি নেতা রাজ্য রাজনীতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন, গেরুয়া শিবিরের সেই অগ্রগতিতে ভয় পেয়েই সারদা কেলেঙ্কারি নিয়ে সিবিআই তদন্তে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের অভিযোগ করছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একইসঙ্গে তাঁর কটাক্ষ, সাড়ে তিন বছর আগে রাজ্যে সিপিএম তথা বামফ্রন্টের অস্তিত্ব কার্যত নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার পর মমতা নিজেকে 'বাঘের বাচ্চা' বলে দাবি করেছিলেনা দয়া করে, সেই বাঘ এখন সার্কাসে নিজের খাঁচায় ফিরে আসুক। নাহলে রাজ্যজুড়ে যে রাজনৈতিক হানাহানির ঘটনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে, তা বন্ধ হবে না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর কালীমূর্তি ছেড়ে অম্বিকা মূর্তিতে ফিরে আসুন। সারদা ইস্যুতে রাজ্য সরকারকে তীব্র আক্রমণ ছাড়াও এদিন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ নিয়েও সরব হয়েছেন বিজেপি'র ওই শীর্ষ নেতা।

এদিন আলোচনাচক্র চলাকালীন সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, টুজি কেলেঙ্কারির তদন্ত প্রসঙ্গে সোনিয়া গান্ধী রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের গন্ধ পেয়েছিলেন। সুনন্দা পুকর মৃত্যুরহস্য মামলাতে কংগ্রেস নেতা শশী থারুরও রাজনৈতিক চক্রান্তের অভিযোগ করেছেন। সারদা নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাই করছেন। এটি অস্বাভাবিক

কলকাতায় বণিকসভার এক অনুষ্ঠানে বিজেপি নেতা সুব্রহ্মণ্যম স্বামী। -নিজস্ব চিত্র

নয়। রাজনৈতিক নেতানেত্রীদের কাছে এটি একটি অত্যন্ত 'স্ট্যান্ডার্ড ফ্রেজ'। আসলে রাজ্যে বিজেপি ক্রমশ শক্তিশালী হচ্ছে। তাই মুখ্যমন্ত্রীকেও ষড়যন্ত্রের অভিযোগ করতে হচ্ছে। বিজেপি সরকার কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার আগেই কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট সারদায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। স্বামীর দাবি, সিবিআই তদন্ত ঠিকভাবেই এগচ্ছে। এই মুহূর্তে সরাসরি আদালতের নজরদারিতে সারদা তদন্ত চালানোর কোনও অর্থ হয় না। যদিও খাগড়াগড় বিস্ফোরণকাণ্ডে তৃণমূল-জামাত যোগ নিয়ে রাজ্য বিজেপি যে অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরেই করে আসছে, তা নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি সুব্রহ্মণ্যম।

তাঁর দাবি, বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ এই রাজ্য তো বটেই, বিশেষ করে অসমের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক। তিনি বলেন, বাংলাদেশ থেকে প্রচুর অনুপ্রবেশ ঘটছে বাংলায়। এই ঘটনা যত বৃদ্ধি পাবে, পশ্চিমবঙ্গ তত তার অর্থনৈতিক ভারসাম্য হারাবে। বাংলাদেশ সরকারের উদ্দেশে তাঁর বার্তা, হয় এইসব অনুপ্রবেশকারী মানুষকে ওই দেশের সরকার ফিরিয়ে নিয়ে যাক। অথবা ভারতকে সমপরিমাণ জমি দেওয়া হোক। তাঁর হিসাব অনুসারে, এখনও পর্যন্ত বাংলাদেশের এক-তৃতীয়াংশ মানুষের অনুপ্রবেশ ঘটেছে এপারে। আলোচনাচক্রে অংশ নিয়ে এদিন আয়কর ব্যবস্থাই তুলে দেওয়ার পক্ষে সওয়াল করেছেন এই বিজেপি নেতা।

এই বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদের ব্যাখ্যা, এই মুহূর্তে আয়কর বাবদ কেন্দ্রীয় সরকারের বার্ষিক দু'লক্ষ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় হয়। কিন্তু এর বোঝা সবথেকে বেশি বহন করতে হয় মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষকেই। স্বামী বলেন, যদি আমরা বিদেশি ব্যাংকে গচ্ছিত সমস্ত কালো টাকা ফিরিয়ে আনতে পারি, তাহলে আগামী ৬০ বছর পর্যন্ত কোনও আয়কর দেওয়ারই প্রয়োজন হবে না। কারণ এই মুহূর্তে বিদেশি ব্যাংকে প্রায় ১২০ লক্ষ কোটি কালো টাকা গচ্ছিত আছে। আগামী জুন মাসের গোড়া থেকে ওই কালো টাকা দেশে ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে বলে বিজেপি নেতা জানান। তাঁর দাবি, আয়কর দেওয়ার প্রথাই এখন পিছনের সারিতে চলে যাচ্ছে। এটি সাধারণ মানুষকে হেনস্তার একটি উপায়ও বটে। বদলে ব্যাংকে আর্থিক লেনদেনে করদানের প্রক্রিয়া শুরু করা উচিত। অবশ্য করদানের ক্ষেত্রে এরকম ব্যাপক সংস্কার করতে হলে আমাদের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। এসব একদিনে হবে না। দেশের আর্থিক সমৃদ্ধির জন্য শিল্পের পাশাপাশি কৃষিক্ষেত্রের উপরও জোর দিতে বলেন তিনি। এই ইস্যুতে তুলে ধরেন গুজরাতের আর্থিক বৃদ্ধির প্রসঙ্গও। কংগ্রেস পার্টি ক্রমশ সোনিয়া এবং রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে একটি বেসরকারি সংস্থায় পরিণত হচ্ছে বলেও কটাক্ষ করেন স্বামী।

বহু প্রশ্নের কোনও স্পষ্ট জবাব না পেয়েও খোসলা বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলেন!

বরুণ সেনগুপ্ত

সাধারণত প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছে মানুষ যা আশা করে, তা 'মোটামুটি' কোনও বিবরণ নয়, সবাই তাঁদের কাছে 'বিস্তারিত' বিবরণ শুনতে চায়। প্রত্যক্ষদর্শী মানে, যিনি নিজে সব কিছু দেখেছেন এবং ঘটনাস্থলে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত ছিলেন সেইরকম লোক। এই জন্যই বলা হয়, কোনও বিরাট গণ্ডগোলে কিছু ব্যাপার না হলে, অর্থাৎ যে গণ্ডগোলে শত শত মানুষ জড়িত তেমন কিছু না ঘটলে কোনও প্রত্যক্ষদর্শীরই বিস্তারিত বিবরণ দিতে কোনও অসুবিধা হওয়া উচিত নয়। এবং এইরকম প্রত্যক্ষদর্শী যদি সাতজন বা আটজন হন এবং তাঁরা যদি সত্যিই প্রত্যক্ষদর্শী হন, তাহলে তাঁদের বিবরণেও বিরাট এদিক-ওদিক হওয়া অসম্ভব। বিশেষ করে যদি সেই ঘটনা তাঁর বা তাঁদের জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হয়ে থাকে।

তাই আমার প্রশ্ন, তাইহোকুর বিমান দুর্ঘটনা, সেই দুর্ঘটনায় নেতাজি এবং জেনারেল সিদেয়ির মৃত্যু, নেতাজিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর তাঁর অবস্থা এবং তাঁর মৃত্যুর সময় সম্পর্কে বিভিন্ন তথাকথিত প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে এত পার্থক্য হওয়া কি এক অদ্ভুত এবং অবিশ্বাস্য ব্যাপার নয়?

আমি অন্যান্য বিষয় ছেড়ে দিয়ে একেবারে 'শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের' সময় নিয়ে বিভিন্ন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে অসংগতি নিয়ে প্রথমে কিছুটা আলোচনা করতে চাই।

হবিবুর রহমান বারবার বলেছেন, তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের সময়ও নেতাজির পাশেই ছিলেন। তিনি সর্বত্র জানিয়েছেন, নেতাজি মারা গিয়েছেন ১৯৪৫ সনের ১৮ আগস্ট, রাত ৯টায়। এই সময়টার কথা তিনি ইঙ্গ-মার্কিন কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স গ্রুপের কাছে ১৯৪৫ সনেও বলেছিলেন। তাদের হাতে ধরা পড়ার ঠিক পরেই। তারপর ওই বছরেরই একেবারে শেষ দিকে তাঁকে ভারতে নিয়ে আসা হয়েছিল এবং ভারতের ব্রিটিশ সরকারের গোয়েন্দারা যখন তাঁর কাছে নেতাজির মৃত্যুর সময় জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তখনও তিনি একই তারিখ এবং একই সময়ের কথা বলেছিলেন। আবার ১৯৫৬ সনে শাহনওয়াজ কমিটির কাছেও তিনি ওই সময়েই নেতাজির মৃত্যু হয়েছে বলে উল্লেখ করেছিলেন।

এরপরেই দেখা যাক, ডাক্তার তানেওসি ইয়োসিমির বক্তব্য। তিনি দাবি করেছেন, নেতাজিকে তাইহোকু হাসপাতালে আনার পর থেকে তিনি সব সময় তাঁর পাশে উপস্থিত ছিলেন। তিনি আরও দাবি করেছেন, তিনিই তাইহোকুর ওই হাসপাতালে ইনচার্জ ডাক্তার ছিলেন। তিনি বিভিন্ন জায়গায় এমনও দাবি করেছেন যে, মৃত্যুর সময়ও নেতাজির পাশেই ছিলেন। এমনকী, তাঁর বক্তব্য, নেতাজির ডেথ সার্টিফিকেটও তিনিই লিখে দিয়েছিলেন। সেই ডাক্তার ইয়োসিমি ১৯৬৯ সনে বলেছিলেন: ১৯৪৫ সনের ১৮ আগস্ট বেলা তিনটে নাগাদ বোসকে হাসপাতালে আনা হয়েছিল। রাত ১০টা নাগাদ তিনি মারা গিয়েছিলেন।

আরও একবার উঠে এসেছে নেতাজির অন্তর্ধান প্রসঙ্গ। এর আগে যখন এই ইস্যু নিয়ে গোটা দেশে তোলপাড় পড়ে গিয়েছিল, তখন বর্তমানের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক বরুণ সেনগুপ্ত নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের অন্তর্ধান নিয়ে কলম ধরেছিলেন। ২০০৫ সালের ৫ ডিসেম্বর থেকে প্রকাশিত সেই ধারাবাহিক আজও প্রাসঙ্গিক।

কিন্তু সেই ডাক্তারই আবার ১৯৭১ সনে খোসলা কমিশনের সামনে বলেছিলেন: ১৯৪৫ সনের ১৮ আগস্ট বেলা সাড়ে ১২টা নাগাদ চন্দ্রবোসকে হাসপাতালে আনা হল। হাসপাতালে আনার পরও তিনি প্রায় ১২ ঘণ্টা বেঁচেছিলেন। অর্থাৎ, ডাক্তার তানেওসি ইয়োসিমির বক্তব্য অনুসারে নেতাজি রাত ১২টা সাড়ে ১২টা নাগাদ মারা গিয়েছিলেন।

এরপর আসুন আমরা দেখি, তারো কোনো নেতাজির মৃত্যুর সময় নিয়ে কী বলেছিলেন? তিনি দাবি করেছেন, তিনিও ওই বিমানেই ছিলেন। এবং দুর্ঘটনার পর আহত অবস্থায় তাঁকেও ওই হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে নেতাজির পাশের ঘরেই রাখা হয়েছিল। তিনি পরে একাধিকবার বলেছেন, আমি ওই দিন সন্ধে সাতটা নাগাদ শুনলাম, শ্রীবোস মারা গিয়েছেন।

আবার, ১৯৪৫ সনের ২২ আগস্ট বেলা ২টোয় জাপানি গোয়েন্দা দপ্তর ফরমোজায় ঘোষণা করেছিল: ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধান শ্রী নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস জাপানি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনার উদ্দেশ্যে টোকিও যাওয়ার জন্য ১৬ আগস্ট চো নেন (সিঙ্গাপুর) থেকে বিমানে যাত্রা করেন। তাইপে বিমানবন্দরের কাছে ১৮ আগস্ট দুপুর ২টোয় সেই বিমান ভেঙে পড়ে। শ্রীবোস গুরুতর আহত হন। চিকিৎসার জন্য তাঁকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেইখানেই ১৯ আগস্ট ০ ঘণ্টায়, অর্থাৎ ১৮ আগস্ট রাত ১২টার একটু পরেই তিনি মারা যান। ("The Chief of the Independent Movement of Free India, Mr. Netaji Subhas Chandra Bose, desirous of discussion with Japanese authorities, took plane from Cho Nan (Singapore) enroute to Tokyo on August 16. The plane crashed at the vicinity of the Taipei airport at 2 o'clock p.m. on August 18. Mr. Bose suffered from severe injury and was sent to the local hospital for treatment. He died at 0 o'clock on August 19".)

জাপানিরা ওই বিমান দুর্ঘটনা সম্পর্কে এবং ওই দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যু সম্পর্কে প্রথমে এই সরকারি ঘোষণাই দিয়েছিল। এই ঘোষণা ফরমোজার সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশিতও হয়েছিল। এবং এই জাপানি সরকারি ঘোষণায় বলা হয়েছিল যে, নেতাজি রাত ১২টায় মারা গিয়েছিলেন।

প্রশ্ন হল, তাই যদি হয়ে থাকবে তাহলে নেতাজির সহকারী হবিবুর রহমান কেন বলেছিলেন যে, নেতাজি রাত ৯টায় মারা গিয়েছিলেন? আর একজন তথাকথিত প্রত্যক্ষদর্শী ডাক্তার ইয়োসিমি একবার বলেছেন, নেতাজি রাত ১০টার সময় মারা গিয়েছিলেন। আর একবার তিনি বলেছিলেন, নেতাজি রাত ১২টায় মারা গিয়েছিলেন। এই ডাক্তার ইয়োসিমিই দাবি করেছিলেন, তিনিই নেতাজির ডেথ সার্টিফিকেট লিখে দিয়েছিলেন।

নেতাজি সাতটায় মারা গিয়েছেন, না সাতটা বেজে পাঁচ মিনিটে মারা গিয়েছেন, না সাতটা বেজে দশ মিনিটে মারা গিয়েছেন বা সাতটা বাজার তিন-চার মিনিট আগে মারা গিয়েছেন— এরকম মতপার্থক্য হওয়া কিছু অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু হবিবুর রহমান বলছেন, নেতাজি ৯টায় মারা গিয়েছিলেন। আর, যে ডাক্তার দাবি করেছেন তিনি প্রথম থেকেই হাসপাতালে নেতাজির পাশে পাশে ছিলেন এবং তাঁর ডেথ সার্টিফিকেটও লিখে দিয়েছিলেন, তিনি একবার দাবি করেছেন নেতাজি ১০টায় মারা গিয়েছিলেন, আর একবার বলেছেন, নেতাজি ১২টায় মারা গিয়েছিলেন। নেতাজির মতো একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির যদি সত্যিই ওই বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়ে থাকবে তাহলে সময়ের এত পার্থক্য হওয়া কি সম্ভব?

খোসলা তাঁর রায়ে বলেছিলেন, তাঁর কোনও সন্দেহ নেই, নেতাজি তাইহোকু বিমান দুর্ঘটনায়ই মারা গিয়েছিলেন। এবং তিনি যে বিভিন্ন সহযাত্রী এবং ডাক্তারের বক্তব্য থেকেই এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছিলেন, তাও তাঁর রিপোর্টে খোসলা লিখেছিলেন।

তবে, নেতাজির মৃত্যুর সময়টা খোসলা সাহেব তাঁর রিপোর্টে লেখেননি। সম্ভবত তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে যখন মৃত্যুর সময়ের ব্যাপারে এত পার্থক্য, তখন ওই বিষয়ে নির্দিষ্ট কোনও বক্তব্যে না যাওয়াই ভালো।

অথচ, এই খোসলাই তাঁর চূড়ান্ত রিপোর্টে নেতাজির শেষ যাত্রার সময়সূচি দিতে গিয়ে লিখেছেন: ১৭ আগস্ট সকাল ৮টায় তিনি সিঙ্গাপুর থেকে সায়গনে যাত্রা করেন। বেলা ১১টায় সায়গনে পৌঁছান। বিকেল ৫টায় আবার সায়গন থেকে যাত্রা করলেন। এবং রাত ৭-৪৫ মিনিটে তুরিন গিয়ে পৌঁছালেন। পরদিন, অর্থাৎ ১৮-৮-১৯৪৫ সনের সকালে তুরিন ত্যাগ, দুপুর ২টোয় তাইহোকু বিমানবন্দরে পৌঁছালেন। দুপুর ২-৪৫ মিনিটে আবার যাত্রা শুরু এবং কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই বিমান দুর্ঘটনা। সেই দিন রাতেই নেতাজি মারা যান। (খোসলা রিপোর্ট, পৃঃ ১২৩-১২৪)।

খোসলা সাহেব সব সময় সঠিক বলতে পারলেন; শুধু 'মৃত্যু'র সময়টা তিনি তাঁর রিপোর্টে এড়িয়ে গেলেন কেন, তা বুঝতে কি কারও অসুবিধা হতে পারে?

(চলবে)

রয়েছে ২০ বিঘা সম্পত্তি, মন্তেশ্বরে খসে পড়ছে মসজিদের পলেস্তারা

রবিউল ইসলাম

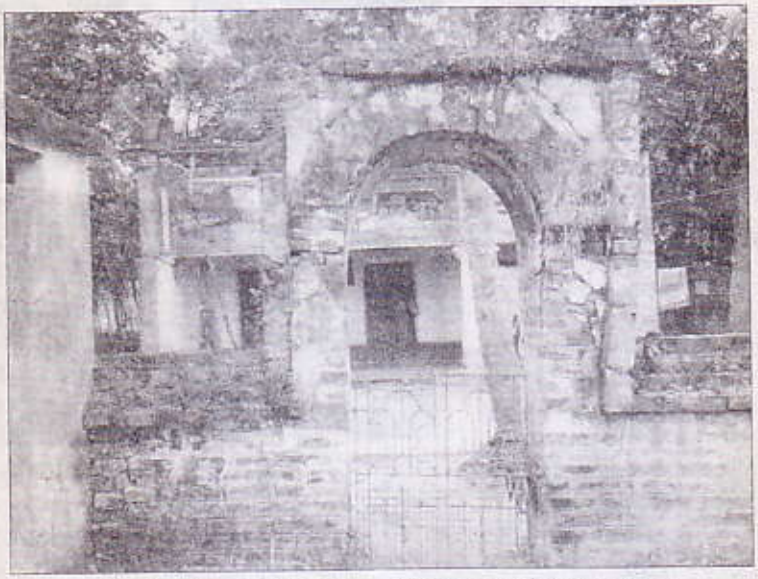

মসজিদের নামে ২০ বিঘা ওয়াকফ সম্পত্তি রয়েছে। অথচ সেই মসজিদের এমনই ভগ্নদশা যে, বাড়ি থেকে মুসল্লা নিয়ে নামায আদায় করতে হয় মুসল্লিদের। যে কোনও সময় মাথার ওপর চুনসুরকির তৈরি ছাদের পলেস্তারা ভেঙে পড়ার আশঙ্কা নামাজিদের।

বর্ধমানের মন্তেশ্বর থানার খরমপুর গ্রামের সাফাতুল্লাহ ওয়াকফ এস্টেটের (ইসি নং- ৪২০২) অধীন মসজিদটির এমনই অবস্থা। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, ২০০৫ সালে আইনানুগ মুতাওয়াল্লি পদ থেকে অপসৃত হলেও এখনও পর্যন্ত গায়ের জোরে 'মোতাওয়াল্লি' হয়ে বসে রয়েছেন মুন্সি খায়রুল ইসলাম। ওয়াকফ বোর্ডের পক্ষ থেকে ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০০০ সালে তাঁকে অস্থায়ীভাবে মোতাওয়াল্লি হিসাবে নিয়োগ করা হয়। ওয়াকফ বোর্ডের দেওয়া সার্টিফায়েড কপিতে পরিষ্কার লেখা আছে পূর্বতন মোতাওয়াল্লি এবং অন্যান্যদের হাত থেকে সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করার শর্তে তাকে পাঁচ বছরের জন্য দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। ২০০৫ সালে সেই মেয়াদ শেষ হয়ে গেলেও দায়িত্ব ছাড়েননি খায়রুল সাহেব।

গ্রামবাসীদের অভিযোগ, ক্ষমতার অপব্যবহার করে মসজিদের সম্পত্তি যেখানে সেখানে বন্ধক দেওয়া বা তার ওপর থাকে তাকে বসবাসের অবৈধ ব্যবস্থা করে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন ওই ব্যক্তি। এ দিকে জরাজীর্ণ মসজিদটির সংস্কারের জন্য বারবার দাবি জানালেও এক পয়সা খরচ করতে রাজি হননি মুন্সি খায়রুল ইসলাম। এমনকী গ্রামবাসীরা চাঁদা তুলে মসজিদটির সংস্কার করতে চাইলে তাতেও আপত্তি জানান তিনি। বাধ্য হয়ে গ্রামবাসীরা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে একটি মসজিদ কমিটি তৈরি করে।

সম্প্রতি কমিটির একটি প্রতিনিধিদল ওয়াকফ বোর্ডে এ নিয়ে অভিযোগ জানায়। ওয়াকফ বোর্ডের সিইও মৌখিকভাবে গ্রামবাসীদের কমিটিকে মসজিদের জমি চাষ করার ও মসজিদ মেরামত করার অনুমতি দিয়েছে। তা সত্ত্বেও খায়রুল সাহেব গ্রামবাসীদের চরম বাধা দিচ্ছেন। ফলে মসজিদ পুনর্নির্মাণ বা সংস্কার এবং জমি চাষ কাজ ব্যাহত হচ্ছে। ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান আশ্বাস দিয়েছেন শীঘ্রই তিনি গ্রামবাসীদের নিয়ে বসবেন।

হাজি মুহাম্মদ মহসিনের নামে বিশ্ববিদ্যালয়, রাস্তা করার দাবি

কলম প্রতিবেদক: দানবীর হাজি মুহাম্মদ মহসিনের নামে এ রাজ্যে একটি বিশ্ববিদ্যালয়, শহর কলকাতার একটি রাস্তা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি চেয়ার করার দাবি উঠল। সোমবার হাজি মুহাম্মদ মহসিনের মৃত্যুর দ্বিশত-শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে তাঁর কাজ ও জীবন নিয়ে সংকলিত ' হে মহাজীবন' শীর্ষক বইয়ের উদ্বোধনে এসে উল্লিখিত দাবি তোলেন ড মুহাম্মদ শাহীদুল্লাহ, সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান ড এস্তাজ আলি শা, পশ্চিমবঙ্গ লোকসেবা আয়োগ(পিএসসি)-এর চেয়ারম্যান ড নুরুল হক প্রমুখ। বক্তারা প্রত্যেকেই এই দানবীরের জীবন নিয়ে আরও চর্চার প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেন। হাজি মুহাম্মদ মহসিনের বিভিন্ন লেখা, তাঁর জীবন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য ঠাঁই পেয়েছে 'হে মহাজীবন' শীর্ষক সংকলনে। হাজি মুহাম্মদ মহসিন স্মরণ সমিতি ও বিশ্ব কোষ পরিষদের যৌথ উদ্যোগে প্রকাশিত এই বই আগামী দিনে গবেষণার কাজে প্রভূত সাহায্য করবে বলে মত বক্তাদের। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখতে গিয়ে ড আমজাদ হোসেন বলেন, হাজি মুহাম্মদ মহসিনের অবদান, ভাবনা এখনকার প্রজন্মের কাছে প্রায় অপরিচিত। তাই তাঁর জীবন নিয়ে আরও চর্চার অবকাশ রয়েছে। ধর্ম, বর্ণ, জাতি নির্বিশেষে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনোর জন্য হুগলির ইমামবাড়াতে স্কুল, কলেজ তৈরি করেছিলেন। বর্তমান সময়ে তাঁর এই সম্প্রীতির ভাবনা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক, মুহাম্মদ মহসিনকে। তিনি হুগলি জেলায় যে মাদ্রাসা ১৮০৪ সালে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাই ১৮১৭ সালে সরকারি মাদ্রাসার রূপ পায়। হুগলি মহসিন কলেজে একসময়ে যে আরবি, ফারসি ও আধ্যাত্মবাদ পড়ানো হত, তা আরও একবার চালু করার দাবিও জানান তিনি। মহসিন বিশ্ববিদ্যালয় করার দাবি জানিয়ে হুগলি জেলার সমস্ত কলেজকে তার আওতায় আনার কথা বলেন, সেইসঙ্গে কলকাতার একটি রাস্তাও হাজি মুহাম্মদ মহসিনের নামে করার প্রস্তাব রাখেন। ইমামবাড়া সদর হাসপাতালের একটি ওয়ার্ড এই দানবীরের নামে খোলার কথাও বলেন তিনি। বইটির উদ্বোধন করে অধ্যাপক সুরজিত দাশগুপ্ত বলেন, হাজি মুহাম্মদ মহসিন সেইযুগে শিক্ষার প্রসার ঘটিয়েছিলেন। তিনি মানবজাতির কাছে শিক্ষার বোধ জাগ্রত করেছিলেন। ইসলামের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, মানবজাতির কল্যাণের জন্যই ইসলামের জন্ম হয়েছিল। নবী হযরত মুহাম্মদ চেয়েছিলেন গোটা মানবজাতির শান্তি। তোমার ধর্ম তোমার কাছে,আমার ধর্ম আমার কাছে-প্রথম ধ্বনিত হয়েছিল ইসলাম ধর্মগ্রন্থে। হাজি মুহাম্মদ মহসিনও তাই সকলের জন্য শিক্ষা ও শান্তি চেয়েছিলেন। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান আইএএস নুরুল হক বলেন, হাজি মুহাম্মদ মহসিনের আদর্শ ছিলেন হারুন অল রশিদ, অ্যারিস্টটল, প্লেটো। তাঁর জীবনে আদর্শদের প্রভাব পড়েছিল। হাজি মুহাম্মদ মহসিন সম্পর্কে আরও জানা

নিঃসন্তান হাজিন ফিরোজা স্কুলকে দিলেন ৩ কোটি টাকার সম্পত্তি

শফিকুল ইসলাম, দেবগ্রাম

পুরো বাড়ি ও জমি দান করেছেন স্বামীর ইচ্ছানুসারে। কিন্তু স্কুল চালুর অনুমোদন মিলছিল না। অবশেষে অনুমোদন মিলল কালীগঞ্জ থানার অধীন দেবগ্রামের যমপুকুর হাজি ফিরোজা ওদুদ গার্লস জুনিয়র হাইস্কুলের। সম্প্রতি রাজ্য স্কুল শিক্ষা দফতর ওই স্কুলের পঠন-পাঠন শুরু করার অনুমোদন দিয়েছে। নদিয়ার জেলাশাসক পিবি সেলিম জানান, আগামী সেশন থেকে স্কুল চালু হয়ে যাবে। স্ত্রী ফিরোজা বেগম জানান, আমার স্বামীর স্বপ্ন ছিল একটা মহিলা স্কুলের জন্য জায়গা দেওয়ার। সেই মতো শিক্ষা দফতরেও আবেদন করেছিলাম। তারপর ২৩ শতকের উপর আমাদের বাড়িটি স্কুল হওয়ার জন্য দান করি। আমি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকে সাড়া দিয়ে নারী শিক্ষার প্রসার ঘটাতে চেয়েছি। অনুমোদন পেয়ে খুশি হলাম। এলাকার মেয়েরা পড়তে পারবে। দেবগ্রামের হাজী আবদুল ওদুদ ব্যবসায়ী ছিলেন। তিন বছর আগে তিনি মারা যান। ২৩ শতক জমির উপর এক হাজার বর্গফুট জুড়ে ঘর, ২ হাজার বর্গফুট গোডাউন। বিশাল বাড়িতেই ছিল এই পরিবারের বসবাস।

জেলা স্কুল পরিদর্শক দফতর জানিয়েছে, জেলায় বেশ কয়েকটি নতুন জুনিয়র স্কুলের অনুমোদন মিলেছে। তার মধ্যে দেবগ্রামের যমপুকুর হাজি ফিরোজা ওদুদ গার্লস জুনিয়র হাইস্কুলও আছে। শিক্ষা দফতরের সম্মতি পেয়ে প্রত্যাশিতভাবে খুশি ফিরোজা বেগম ও এলাকাবাসী। দীর্ঘদিন ধরে বালসির বাসিন্দারা এলাকায় একটি বালিকা উচ্চবিদ্যালয় নির্মাণের জন্য দাবি জানিয়ে আসছিলেন। তাঁদের সেই দাবি মেনেই যমপুকুর হাজি ফিরোজা ওদুদ গার্লস জুনিয়র হাইস্কুল তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়। নিঃসন্তান ফিরোজা বেগম জানান, গ্রামের মেয়েরা পড়াশোনা করবে। স্কুলে যাবে তেমনটাই চাইতেন তাঁর স্বামী। সে কারণে বিদ্যালয় স্থাপনের কথাও ভেবেছিলেন তিনি। স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব অভিযোগ তুলেছিল তৎকালীন সিপিএম নেতারা স্কুল চালুর উদ্যোগ নিলেও শিক্ষা দফতরের কাছে প্রয়োজনীয় অনুমোদনই করাতে পারেনি। এলাকার বিধায়ক নাসিরউদ্দিন আহমেদ কলমকে জানান, ফিরোজা বেগম প্রায় ৩ কোটি টাকার সম্পত্তি দান করেছেন, কিন্তু শিক্ষা দফতর এখনও কোনও শিক্ষিকা নিয়োগ করে উঠতে পারেননি। ফলে চলতি শিক্ষাবর্ষে কোনও ছাত্রী ভর্তি করা গেল না।

অনুষ্ঠান হয়।

ওয়াকফ নিয়ে গণির প্রশংসায় এএইচআরসি

কলম প্রতিবেদক: পশ্চিমবঙ্গের ওয়াকফ সম্পত্তি পুনরুদ্ধার ও রক্ষণাবেক্ষণের সদর্থক উদ্যোগের জন্য রাজ্য ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান জাস্টিস আবদুল গণির ভূয়সী প্রশংসা করল মানবাধিকার সংগঠন এশিয়ান হিউম্যান রাইটস সোসাইটি। সোসাইটির মহাসচিব কাজি সাদিক হোসেন জানান, রাজ্য ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান ওয়াকফ সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করে তাতে বহুবিধ সমাজকল্যাণ মূলক কাজের যে উদ্যোগ নিয়েছেন, তা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য। সাদিক হোসেন জানান, ওয়াকফ সম্পত্তি পুনরুদ্ধার লোক আদালত, মানবাধিকার প্রভৃতি বিষয় নিয়ে এক ভ্রাম্যমাণ প্রচার কর্মসূচি চলছে। রাজ্য ওয়াকফ বোর্ড, কলকাতা পুলিশ ও ইমাম মোয়াজ্জেনদের সহযোগিতায় ৭ থেকে ১৪ জানুয়ারি এই প্রচার কর্মসূচি চালাচ্ছে এশিয়ান হিউম্যানরাইটস সোসাইটি। রাজ্য ওয়াকফ বোর্ডের দফতরের সামনে ৯ জানুয়ারি দুপুর থেকে সন্ধে পর্যন্ত এই প্রচার কর্মসূচি চলছে।

ওয়াকফ নিয়ে গণির প্রশংসায় এএইচআরসি

কলম প্রতিবেদক: পশ্চিমবঙ্গের ওয়াকফ সম্পত্তি পুনরুদ্ধার ও রক্ষণাবেক্ষণের সদর্থক উদ্যোগের জন্য রাজ্য ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান জাস্টিস আবদুল গণির ভূয়সী প্রশংসা করল মানবাধিকার সংগঠন এশিয়ান হিউম্যান রাইটস সোসাইটি। সোসাইটির মহাসচিব কাজি সাদিক হোসেন জানান, রাজ্য ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান ওয়াকফ সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করে তাতে বহুবিধ সমাজকল্যাণ মূলক কাজের যে উদ্যোগ নিয়েছেন, তা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য। সাদিক হোসেন জানান, ওয়াকফ সম্পত্তি পুনরুদ্ধার লোক আদালত, মানবাধিকার প্রভৃতি বিষয় নিয়ে এক ভ্রাম্যমাণ প্রচার কর্মসূচি চলছে। রাজ্য ওয়াকফ বোর্ড, কলকাতা পুলিশ ও ইমাম মোয়াজ্জেনদের সহযোগিতায় ৭ থেকে ১৪ জানুয়ারি এই প্রচার কর্মসূচি চালাচ্ছে এশিয়ান হিউম্যানরাইটস সোসাইটি। রাজ্য ওয়াকফ বোর্ডের দফতরের সামনে ৯ জানুয়ারি দুপুর থেকে সন্ধে পর্যন্ত এই প্রচার কর্মসূচি চলছে।

এস কে সিনহাকে ২১তম প্রধান বিচারপতি নিয়োগ

ঢাকা, ১২ জানুয়ারি: আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠতম বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহাকে দেশের ২১তম প্রধান বিচারপতি পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে সোমবার আইন মন্ত্রণালয় থেকে প্রজ্ঞাপন জারি হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা আবদুল্লাহ আল শাহীন। দু'একদিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতি বঙ্গভবনে নবনিযুক্ত প্রধান বিচারপতিকে শপথবাক্য পাঠ করাবেন বলে জানা গেছে। আগামী ১৬ জানুয়ারি অবসরে যাচ্ছেন বর্তমান প্রধান বিচারপতি মো. মোজাম্মেল হোসেন। ১৫ জানুয়ারি তার শেষ কার্যদিবস। তিনি ২০১১ সালে ১৮ মে সাবেক প্রধান বিচারপতি এবিএম খায়রুল হকের স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন।

২০১৮ সালের ৩১ জানুয়ারি বিচারপতি এস কে সিনহা অবসরে যাবেন। তার বাড়ি মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জের আলিনগর ইউনিয়নের তিলকপুর গ্রামে। তার বাবা প্রয়াত ললিত মোহন সিনহা ও মা ধনবতী সিনহা। বিচারপতি এস কে সিনহা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এলএলবি পাশ করার পর ১৯৭৪ সালে সিলেট জেলা জজ আদালতে অ্যাডভোকেট হিসেবে কাজ শুরু করেন। এরপর ১৯৭৮ সালে হাইকোর্টে এবং ১৯৯০ সালে আপিল বিভাগে আইনজীবী পেশায় আত্মনিয়োগ করেন।

বিচারপতি এস কে সিনহা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এলএলবি পাশ করার পর ১৯৭৪ সালে সিলেট জেলা জজ আদালতে অ্যাডভোকেট হিসেবে কাজ শুরু করেন। এরপর ১৯৭৮ সালে হাইকোর্টে এবং ১৯৯০ সালে আপিল বিভাগে আইনজীবী পেশায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৯৯ সালের ২৪ অক্টোবর তিনি হাইকোর্ট বিভাগের বিচারক হিসেবে নিয়োগ পান। ২০০৯ সালের ১৬ আগস্ট তাঁকে আপিল বিভাগে বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। বিচারপতি এস কে সিনহা বর্তমানে জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনেরও চেয়ারম্যান।

জাপানিদের বহু বক্তব্যই অবিশ্বাস্য, কিন্তু বিচারপতি খোসলার তাতে কোনও অসুবিধা হয়নি

বরুণ সেনগুপ্ত

জাপানিরা নেতাজির মৃত্যুসংবাদ প্রচারের সময় অন্য কয়েকটা দিকেও লক্ষ রেখেছিল। চট করে ইঙ্গ-মার্কিন সামরিক জোট যাতে তাদের বিবৃতিতে কোনও খুঁত ধরতে না পারে বা সন্দেহজনক কিছু না পায়, সে জন্য তারা 'বিমান দুর্ঘটনায় নিহত নেতাজির সৎকারেরও' ব্যবস্থা করেছিল।

এই 'সৎকারের' ব্যাপারে হবিবুর রহমানের বিবরণটা সবচেয়ে আগে দেখা দরকার।

ব্রিটিশ গোয়েন্দা দপ্তর জাপান থেকে হবিবুরকে ধরে নিয়ে এসেছিল দিল্লিতে। সেখানে তাঁকে বেশ কয়েকদিন ধরে জেরাও করেছিল। সেইসব জেরায় হবিবুর নেতাজির 'সৎকার' সম্পর্কে যে বিবরণ দিয়েছিলেন তা এইরকম: ১৯ আগস্ট সারাদিন সারারাত নেতাজির মৃতদেহ হাসপাতালেই রইল। একজন জাপানি কর্নেল এসে আমার সঙ্গে দেখা করলেন। আমি তাঁকে বললাম, নেতাজির মৃতদেহ সিঙ্গাপুরে নিয়ে যেতে চাই। আমাকে জানানো হল যে, একটি ট্রান্সপোর্ট বিমানে মৃতদেহ সিঙ্গাপুরে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। পরদিন অর্থাৎ ২০ আগস্ট চন্দনকাঠের একটা কফিন হাসপাতালে নিয়ে আসা হল এবং নেতাজির মৃতদেহ তার ভিতরে রাখা হল। ২১ আগস্ট আমাকে জানানো হল যে, কফিনটা খুব বড় হয়ে গিয়েছে। এবং অত বড় কফিন বিমানে ঢোকানো যাচ্ছে না। জাপানিরা আমাকে আরও জানাল যে, মৃতদেহ অ-বিকৃত রাখার কোনও ব্যবস্থাও তারা করতে পারছে না। আমি তখন তাদের মৃতদেহ সৎকারের ব্যবস্থা করতে বললাম। জাপানিরা সেই প্রস্তাবে রাজি হল। শুধু কফিনের একটা ছবি নেওয়া হল। কফিনের পাশে আমি বসে আছি— এরকম আর একটা ছবিও নেওয়া হল। জাপানি রীতি অনুসারে কফিনের ওপর কিছু ফলও রাখা হল। ২২ আগস্ট সকাল ১০টা নাগাদ নেতাজির 'মৃতদেহ' শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে খুব ভালো ইংরেজি বলতে পারেন এমন একজন জাপানি ধর্মযাজক ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলির আয়োজন করলেন। তারপর মৃতদেহ কফিন থেকে বের করে আনা হল। এবং একটি চুল্লির ভিতর নিয়ে রাখা হল। চুল্লির দরজা বন্ধ করে চাবি দিয়ে দেওয়া হল। একজন জাপানি সামরিক অফিসার চাবিটি রাখলেন। আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করে আমরা সবাই সেখান থেকে চলে গেলাম। পরদিন সেই জাপানি ধর্মযাজক এবং তিন-চারজন জাপানির সঙ্গে আমি আবার শ্মশানে গেলাম। নেতাজির চিতাভস্ম সংগ্রহ করা হল। এবং একটি নবনির্মিত কাঠের বাক্সে তা রাখা হল। তারপর শহরের একটি জাপানি মন্দিরে সেই ভস্মাধার নিয়ে যাওয়া হল। (খোসলা কমিশন, একজিবিট নং ২৮/জে)

বন্দি হয়ে ভারতে আসার পরই, অর্থাৎ ১৯৪৫ সনের নভেম্বর মাসে হবিবুর রহমান ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের কাছে এই বিবরণ দিয়েছিলেন।

কিন্তু, ১৯৪৬ সনে এপ্রিল মাসে ব্রিটিশ গোয়েন্দারা আবার যখন হবিবুরকে জেরা করল তখন তিনি বলেছিলেন: ২৩ আগস্ট নেতাজির মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আমরা সবাই দুটো ট্রাকে করে সেখানে গিয়েছিলাম। (খোসলা কমিশন, একজিবিট নং ২৮/কিউ)

প্রথম বিবরণে হবিবুর বলেছিলেন, ২২ আগস্ট নেতাজির মৃতদেহ দাহ করা হয়েছিল। পাঁচ মাস পরেই তিনি বললেন, ২৩ আগস্ট নেতাজির মৃতদেহ দাহ করা হয়েছিল।

আরও মজা, জাপানিদের বিবরণের সঙ্গে হবিবুরের দেওয়া বিবরণ অনেক ক্ষেত্রেই মিলছে না।

তাইহোকু বিমানবন্দরের কাছে হাসপাতালের প্রধান ডাক্তার ডাঃ ইয়োসিমি বলেছিলেন: হবিবুর রহমান ১৯ আগস্ট সকালেই হাসপাতাল থেকে নেতাজির মৃতদেহ নিয়ে গিয়েছিলেন। অথচ, হবিবুর রহমান প্রথমে বলেছিলেন, ২২ আগস্ট নেতাজির মৃতদেহ দাহ করা হয়েছিল। পাঁচ মাস পরে তিনি বলেছিলেন, ২৩ আগস্ট নয়, ২৩ আগস্ট হবিবুর বলেছিলেন, ২০ আগস্ট মৃতদেহ কফিনে ভরা হয়। আর, ২২ আগস্ট মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে অবশ্য তিনি শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার তারিখটা ২৩ আগস্টও বলেছিলেন। কিন্তু, ডাঃ ইয়োসিমি খোসলা কমিশনের সামনে বলেছিলেন, হবিবুর ১৯ আগস্ট সকালেই হাসপাতাল থেকে নেতাজির মৃতদেহ নিয়ে চলে গিয়েছিলেন।

আরও একবার উঠে এসেছে নেতাজির অন্তর্ধান প্রসঙ্গ। এর আগে যখন এই ইস্যু নিয়ে গোটা দেশে তোলপাড় পড়ে গিয়েছিল, তখন বর্তমানের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক বরুণ সেনগুপ্ত নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের অন্তর্ধান নিয়ে কলম ধরেছিলেন। ২০০৫ সালের ৫ ডিসেম্বর থেকে প্রকাশিত সেই ধারাবাহিক আজও প্রাসঙ্গিক।

খোসলা তাঁর কমিশনে ডাঃ ইয়োসিমিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: নেতাজির সহকারী হবিবুর রহমান কতদিন আপনার হাসপাতালে ছিলেন?

ডাঃ ইয়োসিমি: মিঃ বোস মারা যাওয়ার পরদিন সকাল পর্যন্ত তাঁর সহকারী হাসপাতালে ছিলেন। তারপর তিনি বোসের মৃতদেহ নিয়ে চলে যান।

খোসলা: কোথায় গেলেন জানেন?

ডাঃ ইয়োসিমি: আমি ঠিক জানি না। কারণ, তিনি সেনাবাহিনীর সদর দপ্তরের লোকদের সঙ্গে চলে গিয়েছিলেন। আমার মনে হয়, তাঁরা বোসের মৃতদেহ নিয়ে শ্মশানে বা কোনও মন্দিরে গিয়েছিলেন।

ফরওয়ার্ড ব্লকের কৌসুলি অমর চক্রবর্তী ডাঃ ইয়োসিমিকে খুব স্পষ্টভাবেই এই ব্যাপারে প্রশ্ন করেছিলেন। তিনি জানতে চেয়েছিলেন, 'মৃতদেহ' ঠিক কখন হাসপাতাল থেকে সরানো হয়েছিল?

ডাঃ ইয়োসিমি: আমার সময়টা ঠিক মনে নেই। তবে, আমার মনে আছে যে, মৃত্যুর পরদিন বেশ সকালেই মৃতদেহ হাসপাতাল থেকে সরানো হয়েছিল।

অমর চক্রবর্তী: তাহলে আপনি বলছেন যে, ১৯ আগস্ট সকালেই মৃতদেহ হাসপাতাল থেকে সরানো হয়েছিল।

ডাঃ ইয়োসিমি: হ্যাঁ। (খোসলা কমিশনে সাক্ষ্যের বিবরণ, পৃঃ ২৪৫৮)

আরও মজার ব্যাপার হল, খোসলা কমিশনে যেসব সাক্ষী বক্তব্য রাখতে এসেছিলেন, তাঁরা কেউই বলার সাহস পাননি যে, সৎকারের সময় তাঁরা উপস্থিত ছিলেন। ডাঃ ইয়োসিমির পক্ষে শ্মশানে না যাওয়ার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু নেই। কিন্তু টাডা ও সাকাই, লেফটেন্যান্ট কর্নেল সিবুইয়া তাঁরা কেউই কেন শ্মশানে গেলেন না? তাঁরা তো বরাবরই খোসলা কমিশনের সামনে বলেছিলেন, ওপরের নির্দেশেই তাঁরা নেতাজির সঙ্গে ছিলেন। লেফটেন্যান্ট কর্নেল সিবুইয়া তো ফরমোজায় জাপানি সামরিক সদর দপ্তরেরই একজন অফিসার ছিলেন। এবং খোসলা কমিশনে তিনি এ কথাও জানিয়েছিলেন যে, জাপানি সদর দপ্তরের নির্দেশেই তিনি নেতাজির দেখাশোনা করার জন্য হাসপাতালে গিয়েছিলেন।

আরও বিচিত্র ব্যাপার, 'নেতাজির সৎকারের' সময়ও কোনও উচ্চপদস্থ জাপানি সামরিক অফিসার সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। এ জিনিস কি একেবারেই অস্বাভাবিক নয়? কৌসুলি মুখুটি এবং অমর চক্রবর্তী সওয়াল করার সময় খোসলা কমিশনের সামনে বার বার এই প্রসঙ্গ তুলেছিলেন। খোসলা একই জবাব দিয়েছিলেন বার বার: এটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। কারণ, ফরমোজার সদর দপ্তরে তখন চরম বিশৃঙ্খলা চলছে।

কিন্তু খোসলা কমিশনেই একাধিক জাপানি অফিসার বলে গিয়েছিলেন যে, ১৮ আগস্টের সাতদিন পরেও যখন কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তি তাইপে হয়ে টোকিও গিয়েছেন তখন তাঁদের প্রত্যেককেই অভ্যর্থনা জানানোর জন্য বিমানবন্দরে জাপানি জেনারেলরা উপস্থিত ছিলেন। এঁদের মধ্যে একজন ছিলেন বর্মার অস্থায়ী সরকারের প্রধান ব.ম।

সাতদিন পরেও জাপানি জেনারেলরা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্য বিমানবন্দরে যেতে পেরেছিলেন, আর বিমান দুর্ঘটনার খবর পেয়েও তাঁরা কেউ বিমানবন্দরে গেলেন না? নেতাজিকে দেখতে হাসপাতালেও গেলেন না? এমনকী, শ্মশানেও কেউ গেলেন না? জাপানিদের বিবরণ যদি সত্যি হয়, তাহলে বলতে হবে, নেতাজির সৎকারের সময়ও তাঁরা কোনও জাপানি লেফটেন্যান্ট কর্নেলকেও শ্মশানে পাঠাননি।

এ জিনিস বিশ্বাস করা যায়?

(চলবে)

‘আহত’ বা ‘মৃত’ নেতাজির কোনও ছবি কেউ তুলে রাখেনি কেন?

বরুণ সেনগুপ্ত

ডাক্তার ইয়োসিমি খোসলা কমিশনের সামনে একাধিকবার বলেছিলেন যে, তিনি তাইহোকু হাসপাতালে নেতাজির ‘মৃত্যু’র পর ডেথ সার্টিফিকেট লিখে দিয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি অবশ্য এ কথাও বলেছিলেন যে, জাপানি সেনাবাহিনীর অফিসাররা তাঁকে যেভাবে ডেথ সার্টিফিকেট লিখতে বলেছিলেন, সেভাবেই তিনি তা লিখে দিয়েছিলেন।

ডেথ সার্টিফিকেট ছাড়া সম্ভবত পৃথিবীর কোনও সভ্য দেশেই মৃতদেহের সৎকার হতে পারে না। সৎকারের আগে ডেথ সার্টিফিকেট একান্তই আবশ্যক। ফরমোজায়ও তখন ডেথ সার্টিফিকেট প্রয়োজন হত। এখনও হয়।

শাহনওয়াজ কমিটির সামনে ১৯৫৬ সনে এই ডেথ সার্টিফিকেটের প্রশ্ন উঠেছিল। তখনও জেরার উত্তরে ডাঃ ইয়োসিমি বলেছিলেন, তিনি নেতাজির ডেথ সার্টিফিকেট লিখে দিয়েছিলেন। খোসলা কমিশনের সামনেও সেই কথাই বলেছিলেন। কিন্তু ১৯৫৬ সনে শাহনওয়াজ কমিশন বা ১৯৭০-৭১ সনে খোসলা কমিশন ‘বহু খোঁজাখুঁজি করেও’ ফরমোজায় সেই ডেথ সার্টিফিকেট বের করতে পারেনি! অথচ, ওইদিন ফরমোজায় অন্যান্য যাদের সৎকার করা হয়েছিল, তাদের সকলেরই ডেথ সার্টিফিকেট পাওয়া গিয়েছিল। ডাঃ ইয়োসিমি কিন্তু খোসলা কমিশনে বার বার বলেছেন, তিনি ডেথ সার্টিফিকেট লিখে দিয়েছিলেন এবং জাপানি সামরিক দপ্তরের একজন অফিসার তাঁর কাছ থেকে সেই ডেথ সার্টিফিকেটটি নিয়ে গিয়েছিলেন। ডাঃ ইয়োসিমি অবশ্য সেই জাপানি সামরিক অফিসারের নাম বলতে পারেননি। অমর চক্রবর্তী ডাঃ ইয়োসিমিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: ডেথ সার্টিফিকেটে আপনি কি চন্দ্রবোসের নাম লিখেছিলেন? না, অন্য কোনও নাম লিখেছিলেন?

ডাঃ ইয়োসিমি: আমি জাপানি ভাষায় চন্দ্রবোসের নাম লিখেছিলাম।

অমর চক্রবর্তী: আপনি সুভাষচন্দ্র বোস লিখেছিলেন, না শুধু চন্দ্রবোস লিখেছিলেন?

ডাঃ ইয়োসিমি: আমি শুধু চন্দ্রবোস লিখেছিলাম। কারণ, আমাকে ওই অফিসার চন্দ্রবোস লিখতেই বলেছিলেন। (খোসলা কমিশনে সাক্ষ্যের বিবরণ, পৃঃ ২৪৫৭)

অথচ, ১৯৫৬ সনে শাহনওয়াজ কমিটি বা তার পরে অন্য কেউ ফরমোজার কোথাও সেই ডেথ সার্টিফিকেট খুঁজে পাননি।

১৯৫৬ সনে ফরমোজায় নিযুক্ত জাপানি রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে ভারত সরকারের পররাষ্ট্র দপ্তর এই সার্টিফিকেট খোঁজার চেষ্টা করেছিল। জাপানের ভারতীয় দূতাবাসে তখন এ কে দার প্রথম সেক্রেটারি। এই সম্পর্কে জাপানি পররাষ্ট্র দপ্তরকে তিনি চিঠি লিখেছিলেন এবং সেই ডেথ সার্টিফিকেটখানা খুঁজে দেখার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন।

১৯৫৬ সনের ২৪ জুন তার জবাব দিয়েছিল জাপানের পররাষ্ট্র দপ্তর। সেই জবাবে জানানো হয়েছিল: তাইপে'তে যিনি আমাদের রাষ্ট্রদূত তিনি বলেছেন,

(১) তাইপে'তে সর্বতোভাবে চেষ্টা করেও ডাক্তার বা পুলিশ রিপোর্ট পাওয়া গেল না।

(২) সৎকারের অনুমতিপত্র আমরা যা পেয়েছি, তাতে চন্দ্রবোস নামে কারও ডেথ সার্টিফিকেট নেই। তাইপে মিউনিসিপ্যালিটির হেল্‌থ অ্যান্ড হাইজিন ব্যুরো থেকে আমরা একটি সার্টিফিকেট পেয়েছি যাতে মৃতের নাম আছে, ইচিরো আকুরা। এবং এই ডেথ সার্টিফিকেট লিখেছিলেন ডাঃ ইয়োসিমি। যেহেতু সেই সময় সুভাষচন্দ্র বসুর মৃত্যুসংবাদ গোপন রাখা হয়েছিল তাই মনে হয়, ইচিরো আকুরার সৎকারের অনুমতিপত্র নিশ্চয় পরলোকগত মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে মিলে যাবে। এই ইচিরো আকুরার ডেথ সার্টিফিকেটে লেখা ছিল: মৃত্যুর সময় ১৯ আগস্ট, ১৯৪৫। সৎকারের তারিখ ২২ আগস্ট। জন্ম ১৯০০। মৃত্যুর কারণ: হার্ট অ্যাটাক। পেশা: সৈনিক।

আরও একবার উঠে এসেছে নেতাজির অন্তর্ধান প্রসঙ্গ। এর আগে যখন এই ইস্যু নিয়ে গোটা দেশে তোলপাড় পড়ে গিয়েছিল, তখন বর্তমানের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক বরুণ সেনগুপ্ত নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের অন্তর্ধান নিয়ে কলম ধরেছিলেন। ২০০৫ সালের ৫ ডিসেম্বর থেকে প্রকাশিত সেই ধারাবাহিক আজও প্রাসঙ্গিক।

একমাত্র সৎকারের তারিখ ছাড়া আর কোনওটাই কি মিলছে? এমনকী, মৃত্যুর কারণ এখানে বলা হচ্ছে ‘হার্ট অ্যাটাক’। অথচ, তাইহোকু বিমানবন্দরের কাছের হাসপাতালের ডাক্তাররা সবাই বলেছিলেন, বিমান দুর্ঘটনায় তাঁর সর্বাঙ্গ পুড়ে গিয়েছিল।

জাপানি পররাষ্ট্র দপ্তর ইচিরো আকুরার ডেথ সার্টিফিকেটকে নেতাজির ডেথ সার্টিফিকেট বলে চালাতে চাইলেও ইঙ্গ-মার্কিন জোটের গোয়েন্দারা কিন্তু কখনও ফরমোজায় বা অন্য কোথাও বহু অনুসন্ধান করেও নেতাজির ডেথ সার্টিফিকেট পায়নি। তারা শুধু তিনটি সিগন্যাল পেয়েছিল। যার একটিতে বলা হয়েছিল, নেতাজির মৃতদেহ বিমানে টোকিও নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ব্রিটিশ ও মার্কিন দুই গোয়েন্দা দপ্তরই বলেছিল যে, জাপানিরা ইচ্ছা করেই এই কথা লিখে রেখেছিল। উদ্দেশ্য ছিল, ভুল তথ্য দিয়ে অনুসন্ধানকারীদের বিপথে চালিত করা।

কিন্তু, আমাদের মহামান্য বিচারপতি খোসলা সাহেব ইচিরো আকুরার ডেথ সার্টিফিকেটকে নেতাজির ডেথ সার্টিফিকেট বলে মেনে নিয়েছিলেন!

খোসলা ১৯৭৪ সনে যেসব তথ্যের ভিত্তিতে রায় দিয়েছিলেন যে, তাইহোকুর বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যু সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত, তার চেয়েও অনেক বেশি তাজা তথ্য হাতে পেয়েও কিন্তু ব্রিটিশ গোয়েন্দাবাহিনী ওই বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যু সম্পর্কে কখনও নিশ্চিত হতে পারেনি। পরবর্তীকালে দেখা গিয়েছে, ১৯৫০ সন পর্যন্ত ব্রিটিশ ও মার্কিন গোয়েন্দাবাহিনী ওই বিমান দুর্ঘটনার ব্যাপারে নানা খোঁজখবর নিয়েছে। এবং তাদের সকলেরই ধারণা যে, জাপানিরা বিমান দুর্ঘটনার খবরটা এবং মৃতদেহ সৎকারের সব কিছু বানিয়ে বলেছে।

১৯৪৫ সনের ১৭ অক্টোবর ইঙ্গ-মার্কিন গোয়েন্দাবাহিনীর যৌথ দপ্তর যে রিপোর্ট দিয়েছিল তাতে বলা হয়েছিল: তিনটি কারণে মনে হচ্ছে বিমান দুর্ঘটনায় বোসের মৃত্যুসংবাদ বানানো হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। (১) এই ব্যাপারে ব্যাংকক এবং সায়গনে যেসব কাগজপত্র ছিল তা সবই জাপানিরা নষ্ট করে দিয়েছে। রেখে গিয়েছে শুধু একটি ফাইল। যে ফাইলে এই ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চারটি সাংকেতিক বার্তা ছিল। এতে মনে হয়, এই ফাইল রেখে যাওয়ার মূল লক্ষ্য ছিল, অনুসন্ধানকারীদের বিপথে চালিত করা। (২) জাপানি জেনারেল ইশোদা মনে হয় অনেকটা ইচ্ছে করেই আগে থেকে নেতাজির যাত্রার খবর ভারতীয়দের মধ্যে রটাচ্ছিল। যেন বিমান দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যুর খবর এলে সকলেই তা বিশ্বাস করেন। (৩) জাপানিরা একবার বলছে, বোস ফরমোজায় মারা গিয়েছেন, আর একবার বলছেন, বোস জাপানেই মারা গিয়েছেন। এই দুটো কিছুতেই সত্য হতে পারে না। এই মিলিটারি রিপোর্টও খোসলা কমিশনের সামনে একজিবিট হিসাবে পেশ করা হয়েছিল। তার নম্বর ছিল ২৯/আই।

আরও প্রশ্ন, যদি নেতাজি বিমান দুর্ঘটনায় আহত হয়ে থাকবেন বা তারপর যদি তাঁর মৃত্যু হয়ে থাকবে, তাহলে ‘আহত’ এবং ‘মৃত’ নেতাজির কোনও ছবি জাপানিরা তুলে রাখল না কেন? ইঙ্গ-মার্কিন গোয়েন্দাদের হাতে ধরা পড়ার পর ১৯৪৫ সনে হবিবুর রহমান বলেছিলেন যে, আহত নেতাজির ছবি তোলা হয়েছিল এবং সেসব ছবি জাপ সামরিক দপ্তরে জমা আছে। জাপানিরা কিন্তু বার বার সেকথা অস্বীকার করেছে। ইঙ্গ-মার্কিনবাহিনী তন্ন তন্ন করে খুঁজেও দুর্ঘটনায় আহত বা পরে হাসপাতালে মৃত নেতাজির কোনও ছবি বের করতে পারেনি। জাপানিরা তাদের বারবার বলেছে, আমাদের রীতি নয় মৃত ব্যক্তির ছবি তোলা। আর, আহত অবস্থায় তাঁর ছবি তোলার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। কারণ, তখন সবাই তাঁর চিকিৎসা নিয়ে ব্যস্ত।

ইঙ্গ-মার্কিন গোয়েন্দারা জাপানিদের এই বক্তব্য কখনও মানতে পারেনি।

(চলবে)

তাইহোকু হাসপাতালের আর একজন তথাকথিত ডাক্তারের বিচিত্র বিবৃতি!

বরুণ সেনগুপ্ত

আরও একজন ডাক্তারকে হাজির করা হয়েছিল খোসলা কমিশনের সামনে। তাঁর নাম ডাঃ ইয়োসিও ইসি।

মজার ব্যাপার হল, এঁরা সবাই ১৯৬৯ সনে, অর্থাৎ তাইহোকুর তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনার বহু বছর পরে জাপানের 'ইয়োমিউরি সিমবু'কে ওই 'দুর্ঘটনা'র ব্যাপারে তাঁদের অভিজ্ঞতার 'প্রত্যক্ষ বিবরণ' দিয়েছিলেন! সেই ডাক্তারদের খোসলা কমিশনের সামনেও হাজির করা হয়েছিল।

ডাঃ ইয়োসিও ইসি ১৯৬৯ সনে 'ইয়োমিউরি সিমবু'কে বলেছিলেন : ১৮ আগস্ট বেলা তিনটের কিছুক্ষণ পরে আমি হাসপাতালে বসেছিলাম। সামনের ঘর থেকে গোঙানি শুনতে পেলাম। আমি তৎক্ষণাৎ সেখানে গেলাম। গিয়ে দেখলাম, জনাপাঁচেক জাপানি সামরিক অফিসার বিছানায় শুয়ে। আর, তাঁদেরই উলটো দিকে দু'জন খুব লম্বা লোক। তাঁদের দু'জনেরই সারা মাথা এবং বুকে ব্যান্ডেজ বাঁধা। একজন নার্স আমাকে বলেছিলেন যে, ওই দু'জন লম্বা লোকের একজন হলেন ভারতবর্ষের চন্দ্রবোস। সেই নার্স আমাকে আরও বলেছিলেন, শিরা পাচ্ছেন না বলে রক্ত দিতে পারছেন না। তিনি আমার সাহায্য চাইলেন। আমি তখন চন্দ্রবোসকে প্রায় ১০০ সিসি রক্ত দিলাম। আমি তারপর ২০-৩০ মিনিট তাঁর ওপর নজর রাখলাম। কারণ, তাঁর অবস্থা তখন ভালো মনে হচ্ছিল না। দেখলাম, জাপানি অফিসাররা সবাই গোঙাচ্ছেন, কিন্তু চন্দ্রবোস গোঙাচ্ছেন না। তিনি দোভাষীর মাধ্যমে সামরিক অফিসারদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। জিজ্ঞাসা করছিলেন, এখানে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন কি না, ওখানে খবর দিয়েছেন কি না ইত্যাদি। (খোসলা কমিশন, একজিবিট নম্বর ৪৬/বি)

খোসলা কমিশনের সামনে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে কিন্তু এই ডাঃ ইয়োসিও ইসি অনেকটা অন্যরকম বিবরণ দিয়েছিলেন। খোসলা কমিশনে তিনি বলেছিলেন : ১৮ আগস্ট বিকেল তিনটে নাগাদ আমি আমার ঘরের প্রায় ২০ মিটার দূর থেকে গোঙানি শুনতে পাই। সেখানে গেলাম। গিয়ে দেখলাম, একজন নার্স একজন রোগীকে রক্ত দেওয়ার চেষ্টা করছেন। সমস্ত শরীর ব্যান্ডেজ করা। নার্স আমাকে বললেন, ইনি অজ্ঞান। আমি তাঁকে ১০০ সিসি রক্ত দিলাম। আমি তখনই দেখলাম, তাঁর অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। পরদিন সকাল ৮টা নাগাদ হাসপাতালে গিয়ে দেখলাম, ট্রাকে করে একটা কফিন নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। নার্সরা বললেন : এটা চন্দ্রবোসকাকার কফিন। (খোসলা কমিশনে সাক্ষ্যের বিবরণ, পৃঃ ২৪১৫)

এরপর দু'জন কৌঁসুলি এই ডাক্তারকে জেরা শুরু করেন। একজন তিরিখা, আর একজন ফরওয়ার্ড ব্লকের অমরপ্রসাদ চক্রবর্তী। পরে তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রীও হয়েছিলেন।

তিরিখা : রক্ত দেওয়ার আগে কি আপনি নার্সের কাছে জানতে চেয়েছিলেন, রোগীর কী চিকিৎসা হচ্ছে?

ডাঃ ইসি : না।

অমর চক্রবর্তী : কেন রক্ত দেওয়া হচ্ছে তা আপনি জানতে চেয়েছিলেন?

ডাঃ ইসি : না।

অমর চক্রবর্তী : কোন ডাক্তারের নির্দেশে রক্ত দেওয়া হচ্ছিল, আপনি কি তাও জানতে চাননি?

ডাঃ ইসি : না।

অমর চক্রবর্তী : কিছু না জেনেশুনে নার্স বললে বলে আপনি রোগীকে রক্ত দিতে গেলেন?

ডাঃ ইসি : হ্যাঁ। (খোসলা কমিশনে সাক্ষ্যের বিবরণ, পৃঃ ২৪১৮)

মজা হল, তাঁর তদন্তের চূড়ান্ত রায় লেখার সময় বিচারপতি খোসলা বলেছেন : ডাঃ ইয়োসিও ইসি'র মতো একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি বলেছেন, নেতাজিকে মরণাপন্ন অবস্থায় আমি দেখেছি। তাঁর মতো লোকের কথা আমি উড়িয়ে দিই কী করে?

এই জাপানি ডাক্তার কতটা দায়িত্বশীল ব্যক্তির মতো আচরণ করেছিলেন, তা আমরা একটু আগেই তাঁর কথাবার্তায় টের পেয়েছি। অথচ খোসলা তাঁর বক্তব্যকেও যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। এবং যে যে ব্যক্তির বিবৃতির ভিত্তিতে তিনি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে তাইহোকুর বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যু হয়েছে, ডাঃ ইয়োসিও ইসি তাঁদের মধ্যে একজন!

আরও একবার উঠে এসেছে নেতাজির অন্তর্ধান প্রসঙ্গ। এর আগে যখন এই ইস্যু নিয়ে গোটা দেশে তোলপাড় পড়ে গিয়েছিল, তখন বর্তমানের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক বরুণ সেনগুপ্ত নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের অন্তর্ধান নিয়ে কলম ধরেছিলেন। ২০০৫ সালের ৫ ডিসেম্বর থেকে প্রকাশিত সেই ধারাবাহিক আজও প্রাসঙ্গিক।

খোসলা সাহেব অবশ্য রায় লিখতে গিয়ে স্বীকার করেছেন যে, 'কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী ও সহযাত্রীর বিবরণে কিছুটা অসংগতি রয়েছে। কিন্তু এটা বলাই যথেষ্ট যে, এইসব অসংগতি কোনও গুরুত্বপূর্ণ বা তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় নয়।' (But it is sufficient to say that the discrepancies do not relate important and significant matters—খোসলা কমিশনের রায় পৃঃ ৩৪)

প্রশ্ন হল, খোসলা সাহেব রায় লেখার সময় কোন কোন বিষয়কে গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় বলে ধরেছেন? তিনি যদি মনে করে থাকেন যে, বিমান দুর্ঘটনার তারিখ এবং দুর্ঘটনার পর হাসপাতালে নেতাজির মৃত্যুর কথা বলাটাই যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ এবং তারপর আর কারও কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না, তাহলে বিভিন্ন সাক্ষীর বক্তব্য যে 'বিশ্বাসযোগ্য' তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এবং তাঁদের সেই বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষ্যের ওপর ভিত্তি করে খোসলা সাহেব যদি রায় দিয়ে থাকেন যে, তাইহোকু বিমানবন্দরে ১৯৪৫ সনের ১৮ আগস্ট একটা বিমান ভেঙে পড়েছিল, সেই বিমানে সুভাষচন্দ্র বোসও ছিলেন, বিমানটি ভেঙে যাওয়ার পরই তাতে আগুন ধরে গিয়েছিল, আগুনে সুভাষচন্দ্র ভীষণভাবে পুড়ে গিয়েছিলেন, তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, এবং সেদিনই তিনি ওই হাসপাতালে মারা গিয়েছিলেন। কিন্তু, আমরা এঁদের প্রত্যেকের সাক্ষ্য এবং বিবরণ বিশ্লেষণ করিয়ে দেখিয়েছি যে, কারও কথার সঙ্গে কারও কথার কোনও মিল নেই। তাছাড়া, বিভিন্ন সময় এই তথাকথিত দুর্ঘটনার তাঁরা যে বিবরণ দিয়েছেন তা পরস্পর-বিরোধী। এবং সেগুলিতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অমিল ধরা পড়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শী মানে, যিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। এক্ষেত্রে দু'রকমের প্রত্যক্ষদর্শী দেখছি। একদল প্রত্যক্ষদর্শী, যাঁরা ওই তথাকথিত বিমানে নেতাজির সহযাত্রী ছিলেন। আর একদল প্রত্যক্ষদর্শী যাঁরা বিমান দুর্ঘটনার পর ওখানে এসেছিলেন এবং সব দেখেছিলেন।

এর আগে আমরা বার বার দেখেছি, প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পরস্পর-বিরোধিতা। তাছাড়া, একই ব্যক্তি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ব্যক্তি বা সংবাদপত্রের কাছে সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা বলেছেন।

বিভিন্ন প্রত্যক্ষদর্শী এবং তথাকথিত দুর্ঘটনাগ্রস্ত বিমানটির সহযাত্রী এত অসংগতিপূর্ণ এবং পরস্পর-বিরোধী কথা বলেছেন যে, তাঁদের বক্তব্য বিশ্বাস করা খুবই কঠিন। সত্যিই যদি তাঁরা প্রত্যক্ষদর্শী হবেন তাহলে সামান্য এদিক-ওদিক হতে পারে, কিন্তু বিভিন্ন জনের বিবৃতিতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এত পার্থক্য কেন?

আমার আরও প্রশ্ন, একটা বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজির মতো একজন লোক যদি সত্যিই মারা গিয়ে থাকেন এবং সেই বিমান দুর্ঘটনায় যদি সত্যি জেনারেল সিদেয়ির মতো আর একজন জাপানি জেনারেলও মারা গিয়ে থাকেন, তাহলে সেই সময় ফরমোজার উপস্থিত অন্যান্য জাপানি জেনারেলদের কেউই বিমানবন্দরে বা হাসপাতালে ছুটে এলেন না কেন? এটা কি স্বাভাবিক?

আমার আরও প্রশ্ন, যদি নেতাজি সেদিন তাইহোকু বিমানবন্দরের কাছের হাসপাতালে মারাই গিয়ে থাকবেন, তাহলে তার কোনও ছবি জাপানিরা রাখল না কেন? আত্মসমর্পণের পরও কয়েকদিন ধরেই দেখা গিয়েছে, জাপানি সেনাবাহিনীর লোকেরা এবং জাপানি সাংবাদিকরা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এবং ব্যক্তিত্বের ছবি তুলে রেখেছেন।

এক্ষেত্রে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, তাইহোকু বিমানবন্দরে প্লেনে ওঠার সময় বা প্লেন দুর্ঘটনার পরে বা হাসপাতালে নেতাজি বা জেনারেল সিদেয়ি'র কোনও ছবি জাপানিরা রাখেননি।

এটা কি একটা অদ্ভুত এবং রহস্যজনক ব্যাপার নয়?

খোসলা সাহেব কিন্তু তাঁর রায়ে এই দিকগুলি নিয়ে কোনও আলোচনাই করেননি।

(চলবে)

ডাক্তারের বিবৃতিতেও নানা অসংগতি

বরুণ সেনগুপ্ত

'তাইহোকু হাসপাতালে দুর্ঘটনার পরে নেতাজির চিকিৎসা করেছিলেন' বলে দাবি জানিয়ে দু'জন জাপানি ডাক্তার খোসলা কমিশনের সামনে এসেছিলেন। তাঁরা শাহনওয়াজ কমিটিতেও সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। 'ইয়োমিউরি সিমবু' কাগজের প্রতিনিধির কাছেও তাঁরা অনেক কিছু বলেছিলেন।

প্রথমেই শোনা যাক, ডাক্তার তানেওসি ইয়োসিমির বক্তব্য।

তিনি 'ইয়োমিউরি সিমবু' পত্রিকার প্রতিনিধিকে ১৯৬৯ সনে বলেছিলেন: ১৮ আগস্ট বেলা তিনটে নাগাদ খুব মারাত্মকভাবে দগ্ধ অবস্থায় একজনকে অ্যাম্বুলেন্সে করে হাসপাতালে নিয়ে আসা হল। স্ট্রেচারে শুইয়ে আমরা ৮ জন লোক তাঁকে সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্ট রুমে নিয়ে গেলাম। তাঁর সর্বাঙ্গ পুড়ে গিয়েছিল। মাথার সব চুলও পুড়ে গিয়েছিল। আমি দেখেই বুঝেছিলাম, তিনি বাঁচবেন না। তাঁর গায়ের তাপ তখন ৩৯ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এবং পালস বিট ১২০। আমি এবং ডাক্তার তসুরুতা মিলে তাঁর প্রাথমিক চিকিৎসা করলাম। তাঁর সারা শরীরে ব্যান্ডেজ করে দেওয়া হল। আমরা তাঁকে চারটি ভিটা-ক্যামফোর্ট ইঞ্জেকশনও দিয়েছিলাম। আর, তাঁর হার্ট দুর্বল হয়ে আসছিল বলে দুটো ডিগিটামিন ইঞ্জেকশনও দিলাম। আমরা তাঁকে তিনবার পাঁচশো সিসি করে রিঙ্গারের সালডশনও দিয়েছিলাম। তাঁকে যখন হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়, তখন তাঁর জ্ঞান পরিষ্কার ছিল। তিনি সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ অজ্ঞান হয়ে গেলেন। ইঞ্জেকশন দিয়েও কোনও কাজ হল না। রাত ১০টায় তিনি মারা গেলেন। (খোসলা কমিশন, একজিবিট নং ৪৬/বি)

১৯৭১ সনে কিন্তু এই ডাক্তার তানেওসি ইয়োসিমিই কিছুটা অন্য রকম কথা বলেছিলেন। খোসলা কমিশনে তাঁর বক্তব্য ছিল: ১৮ আগস্ট অপরাহ্নে চন্দ্রবোসকে আমাদের হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। তিনি তখন উলঙ্গ এবং তাঁকে একটা কম্বল দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছিল। স্ট্রেচারে করে তাঁকে আনা হয়েছিল। তবে, তাঁর তখনও জ্ঞান ছিল। তারপরেও সাত-আট ঘণ্টা তিনি জ্ঞান হারাননি। প্রথমে আমি তাঁর সারা দেহে পোড়া জায়গাগুলির চিকিৎসা করলাম। রিঙ্গার সালডশন ইঞ্জেকশন দিলাম। রক্ত দিলাম। তারপর ক্যামফোর্ট ইঞ্জেকশনও দেওয়া হল। চোখ, নাক এবং মুখ ছাড়া সারা দেহ ব্যান্ডেজ করেও দেওয়া হল। হাসপাতালে আনার পরও তিনি প্রায় ১২ ঘণ্টা বেঁচে ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর সময় আমি তাঁর পাশে ছিলাম। হাসপাতালে আনার পর থেকে আমি সব সময়ই শ্রীবোসের পাশে ছিলাম। মৃত্যুর পরে আমিই তাঁর ডেথ সার্টিফিকেট লিখে দিয়েছিলাম। তাঁর সহকারী পরদিন ভোরে শ্রীবোসের মৃতদেহের সঙ্গে চলে যান। মৃত্যুর আগে বা পরে তাঁর কোনও ছবি নেওয়া হয়েছিল বলে আমি শুনিনি।

এরপরে ফরওয়ার্ড ব্লকের কৌসুলি অমরপ্রসাদ চক্রবর্তী খোসলা কমিশনে তাঁকে জেরা করেছিলেন। সেই জেরার বিবরণ এইরকম নিম্নরূপ।

অমর চক্রবর্তী: নেতাজিকে কখন হাসপাতালে আনা হয়েছিল?

ডাঃ ইয়োসিমি: বেলা সাড়ে ১২টা নাগাদ।

অমর চক্রবর্তী: তখন তাঁর জ্ঞান ছিল?

ডাঃ ইয়োসিমি: হ্যাঁ, তাঁর জ্ঞান ছিল।

অমর চক্রবর্তী: আপনি বলেছেন, তাঁর দেহের সব অংশ পুড়ে গিয়েছিল। তাঁর হৃদপিণ্ড কি পুড়েছিল?

ডাঃ ইয়োসিমি: না, হৃদপিণ্ড পোড়েনি।

অমর চক্রবর্তী: হৃদপিণ্ড পুড়ে গেলে কোনও লোক কি তারপর কিছুক্ষণও বাঁচতে পারে?

ডাঃ ইয়োসিমি: না।

অমর চক্রবর্তী: কিন্তু, শাহনওয়াজ কমিটির কাছে আপনি বলেছিলেন, তাঁর হৃদপিণ্ডও পুড়েছিল।

ডাঃ ইয়োসিমি: ভুল হয়েছিল। মুখ হবে, হৃদপিণ্ড নয়।

অমর চক্রবর্তী: আগুনে পোড়ার পর রক্ত দূষিত হয়ে গিয়েছে বলে আপনি নেতাজির দেহ থেকে কতটা রক্ত বের করে নিয়েছিলেন?

ডাঃ ইয়োসিমি: শ্রীবোসের শরীর থেকে আমি তো কোনও রক্তই বের করিনি!

অমর চক্রবর্তী: কিন্তু শাহনওয়াজ কমিটিতে আপনি বলেছিলেন যে, শ্রীবোসের শরীর থেকে ২০০ সিসি রক্ত বের করে নিয়েছিলেন এবং ৪০০ সিসি নতুন রক্ত দিয়েছিলেন। আপনার আগের বক্তব্যটা ভুল ছিল, না আজকের বক্তব্যটা ভুল?

ডাঃ ইয়োসিমি: আগের বক্তব্যটা ভুল।

অমর চক্রবর্তী: আপনি বলেছিলেন, চিকিৎসার সময় আপনি সর্বদা নেতাজির পাশে উপস্থিত ছিলেন, আপনার এই কথাটা কি ঠিক?

ডাঃ ইয়োসিমি: না, রক্ত দেওয়ার সময় আমি উপস্থিত ছিলাম না।

অমর চক্রবর্তী: তাহলে কি এটা হতে পারে যে, আপনার বা আপনার সহকারীর অনুমতি না নিয়েই কেউ ওই আহত ব্যক্তিকে রক্ত দিয়েছিল?

ডাঃ ইয়োসিমি: তা হতে পারে না।

অমর চক্রবর্তী: ক'টা ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়েছিল?

ডাঃ ইয়োসিমি: গোটা তিরিশেক।

অমর চক্রবর্তী: তাঁর শরীরের কোথাও কেটে গিয়েছিল?

ডাঃ ইয়োসিমি: না।

অমর চক্রবর্তী: হাসপাতালে আনার পর তিনি কতক্ষণ বেঁচেছিলেন?

ডাঃ ইয়োসিমি: প্রায় ১২ ঘণ্টা।

অমর চক্রবর্তী: আপনি কি ডেথ সার্টিফিকেটে 'চন্দ্রবোস' নাম লিখেছিলেন?

ডাঃ ইয়োসিমি: হ্যাঁ। আমি 'চন্দ্রবোস' নাম লিখেছিলাম। স্টাফ অফিসার আমাকে যেভাবে ডেথ সার্টিফিকেট লিখে দিতে বলেছিলেন, আমি সেইভাবেই তা লিখে দিয়েছিলাম।

অমর চক্রবর্তী: মৃতদেহ কবে হাসপাতাল থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল?

ডাঃ ইয়োসিমি: ১৯ আগস্ট খুব ভোরে।

অমর চক্রবর্তী: কিন্তু শাহনওয়াজ কমিটিতে আপনি বলেছিলেন মৃতদেহ ২০ আগস্ট সকালে হাসপাতাল থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল? কোনটা ঠিক?

ডাঃ ইয়োসিমি: আমি ঠিক বলতে পারছি না, কোনটা ঠিক। ('আই অ্যাম নট সিওর, হুইচ স্টেটমেন্ট ইজ কারেক্ট', খোসলা কমিশন সাক্ষ্যের বিবরণ ২৪৬৫-২৪৭২)। *(চলবে)*

আরও একবার উঠে এসেছে নেতাজির অন্তর্ধান প্রসঙ্গ। এর আগে যখন এই ইস্যু নিয়ে গোটা দেশে তোলপাড় পড়ে গিয়েছিল, তখন বর্তমানের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক বরুণ সেনগুপ্ত নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের অন্তর্ধান নিয়ে কলম ধরেছিলেন। ২০০৫ সালের ৫ ডিসেম্বর থেকে প্রকাশিত সেই ধারাবাহিক আজও প্রাসঙ্গিক।

‘হাসপাতালে শেষ মুহূর্ত’: জাপানি সহযাত্রীদের আরও উলটোপালটা বক্তব্য

বরুণ সেনগুপ্ত

‘বিমানটি তাইহোকু বিমানবন্দরে ভেঙে পড়ার পর’ কী হয়েছিল সেটা আমরা এর আগের বিবরণে দেখেছি। এবার আসুন আমরা দেখি, সেই বিমান ভেঙে পড়ার পর ‘গুরুতর আহত নেতাজি’কে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরবর্তী ঘটনাবলী। মূলত হবিবুর রহমান এবং তথাকথিত জাপানি সহযাত্রীদের দেওয়া বিবরণ অনুসারে।

হবিবুর রহমান ’৪৫ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর বিদেশে ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের কাছে যে বিবরণ দিয়েছিলেন সেটা ছিল এইরকম: নেতাজির অবস্থা কিছুটা ভালো মনে হল। তিনি তখন কথাবার্তা বলতে শুরু করলেন। বললেন, মাথায় বেশ ব্যথা হচ্ছে। আর বললেন, ব্লাড প্রেসারটা ডাক্তারদের মেপে দেখতে বল। কিন্তু রাত ৯টা নাগাদ তিনি মারা গেলেন। বিদেশে ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের কাছে হবিবুর যে বিবরণ দিয়েছিলেন তার অল্প কিছু অংশ খোসলা কমিশনের সামনে পেশ করা হয়েছিল। খোসলা কমিশনে সেটা একজিবিট নং ৬/বি হিসাবে চিহ্নিতও হয়েছিল।

কয়েক সপ্তাহ পরে এই হবিবুর রহমানই দিল্লির ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের কিন্তু অনেকটা অন্যরকম কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, হাসপাতালে পৌঁছানোর পরই নেতাজির চিকিৎসা শুরু হল। তিন-চারজন জাপানি ডাক্তার তাঁকে দেখছিলেন। কয়েকটা ইঞ্জেকশনও দেওয়া হল। মাঝে মাঝে নেতাজির জ্ঞান ফিরে আসছিল। এক-আধটা কথাও বলছিলেন। কখনও বা জল চাইছিলেন, কখনও আবার বলছিলেন, তাঁকে ইঞ্জেকশন দেওয়া হোক। কয়েকজন জাপানি সামরিক অফিসারও হাসপাতালে এসেছিলেন নেতাজির অবস্থার খবরাখবর নিতে। আমি সব সময়ই তাঁর পাশে পাশে ছিলাম। তিনি রাত ৯টা নাগাদ মারা যান। (খোসলা কমিশন, একজিবিট নং ২৮/জে)।

আবার, বেশ কয়েক বছর পর শাহনওয়াজ কমিটির কাছে ওই সময়ের বিবরণ দিতে গিয়ে এই হবিবুরই বলেছিলেন: হাসপাতালের একটা বেশ বড় ঘরে আমাদের রাখা হল। ১০-১২টা বেড সেখানে বসতে পারে। নেতাজিকে, আমাকে যখন সেই ঘরে নেওয়া হল তখন সেখানে আর একজন মাত্র রোগী ছিলেন। নেতাজি এবং আমাকে পাশাপাশি বেডে রাখা হল। ডাক্তার নেতাজিকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে গেলেন। সম্ভবত তাঁর নাম ছিল ক্যাপ্টেন আয়োগি। ডাক্তার আমাকে বললেন, সেখানে তাঁকে অল্প কিছুক্ষণ কমফোর্ট দেওয়া হয়েছে। ডাক্তার আরও বললেন, তাঁর ক্ষত অত্যন্ত গভীর এবং হৃদপিণ্ডও পুড়ে গিয়েছে। অপারেশন থিয়েটার থেকে যখন নেতাজিকে ফিরিয়ে আনা হল তখন তাঁর খুব সামান্য জ্ঞান ছিল। এক ঘণ্টা পরেই তিনি একেবারে জ্ঞান হারালেন। দু’-তিনজন নার্স সবসময় তাঁর পাশে পাশে ছিলেন। আমার মনে পড়ে না যে, নেতাজিকে রক্ত দেওয়া হয়েছিল। নেতাজি একবার বা দু’বার জল চেয়েছিলেন। একবার তিনি হাসানের নাম ধরেও ডেকেছিলেন। এই সময়ের মধ্যে কয়েকজন জাপানি সামরিক অফিসার এসে আমাকে বলেছিলেন যে, তাঁরা দুর্ঘটনার জন্য দুঃখিত। ওই দিনই, অর্থাৎ ১৮ আগস্ট রাত ৯টা নাগাদ নেতাজি মারা গেলেন। আমি তখন নেতাজির পাশের বিছানায় শুয়ে।

নোনোগাকি, অর্থাৎ সেই তথাকথিত দুর্ঘটনাগ্রস্ত বিমানের চিফ পাইলট তাঁর সাক্ষ্যে যেসব কথা বলেছিলেন, তা অনেকটাই অন্যরকম ছিল। ১৯৬৯ সনে ‘ইয়োমিউরি সিমবু’ পত্রিকাতে তিনি বলেছিলেন: সৌভাগ্যবশত আমার খুব সামান্যই লেগেছিল। তাই প্রাথমিক চিকিৎসার পরেই আমি ফরমোজার সামরিক সদর দপ্তরে টেলিফোন করে মিলিটারি পুলিশের লোক পাঠাতে বললাম। একজন দোভাষীকে সঙ্গে নিয়ে ওখান থেকে লেফটেন্যান্ট কর্নেল তাকামিয়া এলেন। সেই দোভাষীকে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তাকামিয়া শ্রীবোসের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। এবং জানতে চাইলেন যে, তাঁর কিছু বলার আছে কিনা? বোস বললেন, তিনি জাপানের সম্রাট এবং জেনারেল তেরোচিকে শ্রদ্ধা জানাতে চান। বোসকে তারপর জিজ্ঞাসা করা হল, আই এন এ’র জন্য তাঁর কোনও বাণী আছে কি না? বোস বললেন, না, আই এন এ’র জন্য তাঁর কোনও বাণী নেই। কর্নেল তাকামিয়া জানিয়েছেন, বোসের সঙ্গে এইসব কথাবার্তা হচ্ছিল রাত ৮-৯টা নাগাদ। (খোসলা কমিশন, একজিবিট নং ৪৬/বি)।

আরও একবার উঠে এসেছে নেতাজির অন্তর্ধান প্রসঙ্গ। এর আগে যখন এই ইস্যু নিয়ে গোটা দেশে তোলপাড় পড়ে গিয়েছিল, তখন বর্তমানের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক বরুণ সেনগুপ্ত নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের অন্তর্ধান নিয়ে কলম ধরেছিলেন। ২০০৫ সালের ৫ ডিসেম্বর থেকে প্রকাশিত সেই ধারাবাহিক আজও প্রাসঙ্গিক।

নোনোগাকি খোসলা কমিশনকে আরও জানিয়েছিলেন, তিনি সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত ওই হাসপাতালে ছিলেন। তারপর তাঁদের অন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তিনি খোসলা কমিশনে বলেছিলেন, নতুন হাসপাতালে গিয়ে তিনি শুনেছিলেন যে, রাত ১১টা নাগাদ বোস মারা গিয়েছেন।

(খোসলা কমিশনের সাক্ষ্যের বিবরণ পৃঃ ২২১৬)

এরপর আসুন আমরা দেখি, নোনোগাকি এবং অন্যান্যরা সেই চরম মুহূর্তটা সম্পর্কে খোসলা কমিশনের সামনে কৌসুলি তিরিখার নানা প্রশ্নের জবাবে কী কী বলেছিলেন।

তিরিখা নোনোগাকির কাছে জানতে চেয়েছিলেন: সেই প্লেন দুর্ঘটনার খবর আপনি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছিলেন? নোনোগাকি: হ্যাঁ, আমি জানিয়েছিলাম। আমি সেদিন রাতেই টেলিগ্রাম করে দক্ষিণাঞ্চলের সামরিক সদর দপ্তরে জানিয়েছিলাম যে, বিমান দুর্ঘটনায় পড়েছে, সিদেয়ি মারা গিয়েছেন এবং বোসের অবস্থা খারাপ। তিরিখা তাঁকে তারপর জিজ্ঞাসা করেছিলেন: আপনি কি সেই বিধ্বস্ত বিমান বা তাঁর আহত যাত্রীদের কোনও ছবি নেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন? নোনোগাকি জবাবে বলেছিলেন: না, তা করিনি।

এরপর আসুন আমরা দেখি, এই দুর্ঘটনার পর প্লেনের আর একজন তথাকথিত যাত্রী তারো কোনো কী বলেছিলেন।

খোসলা সাহেব তাঁর কমিশনে তারো কোনোকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: দুর্ঘটনার পর চন্দ্রবোস সম্পর্কে আপনি কী কী শুনেছিলেন?

তারো কোনো: আমার মনে পড়ছে, আমি সেদিন সন্ধ্যায় হাসপাতালে শুনলাম যে, ৭টা নাগাদ চন্দ্রবোস মারা গিয়েছেন। আমিও তখন সেই হাসপাতালেরই অন্য একটা ঘরে ছিলাম। খোসলা: আপনার তখন কী অবস্থা? তারো কোনো: আমার গোটা মুখটা ব্যান্ডেজ করা। আমি চোখেও দেখতে পাচ্ছিলাম না। কৌসুলি তিরিখা তারো কোনোকে আরও জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আপনি শাহনওয়াজ কমিটিকে কিন্তু বলেছিলেন যে, আপনাকে সেই রাতেই অন্য একটা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এবং সেদিন বা তার পরের দিন আপনি শুনেছিলেন যে, চন্দ্রবোস মারা গিয়েছেন। আপনি আরও বলেছিলেন, আমি জানতে চেয়েছিলাম মারা যাওয়ার আগে চন্দ্রবোস কিছু বলে গিয়েছিলেন কি না?

তিরিখার এই প্রশ্নের উত্তরে তারো কোনো বলেছিলেন, হতে পারে আমি ওইসব কথা বলেছিলাম। যদি ওইসব বলে থাকি তাহলে আগের বিবরণটাই ঠিক। (খোসলা কমিশনের সাক্ষ্যের বিবরণ, পৃঃ ২২৮৪)।

এরপর আসুন আমরা দেখি, তাকাহাসি খোসলা কমিশনে কী বিবরণ দিয়েছিলেন।

তিনি বলেছিলেন: আমি ২৭ আগস্ট পর্যন্ত ওই হাসপাতালেই ছিলাম। বোসের পাশের ঘরেই। সেই ঘরে নোনোগাকিও ছিলেন। ২৭ তারিখের পর আমি আর নোনোগাকি দু’জনেই অন্য হাসপাতালে চলে যাই। আমি পরে নোনোগাকির কাছে শুনতে পেয়েছিলাম যে, বোস মারা গিয়েছেন। কৌসুলি তিরিখা তখন তাকাহাসিকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন, আপনি কিন্তু শাহনওয়াজ কমিটির সামনে বলেছিলেন, চন্দ্রবোসের ব্যাপারে ডাক্তার বা নার্সদের কাছে কিছুই শোনেননি। কোনটা সত্যি?

তাকাহাসি জবাবে বলেছিলেন: তাহলে আগেরটাই সত্যি।

কী বিচিত্র সব ‘সহযাত্রী’ দেখুন! *(চলবে)*

বারবার কেন আক্রান্ত পুলিশ, প্রশ্ন প্রাক্তনদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: ক্ষমতায় আসার আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একদা জানিয়েছিলেন, পুলিশ প্রশাসনের খোলচে-নোলচে বদল করা হবে তাঁর অন্যতম কর্তব্য। একইসঙ্গে, তিনি জানিয়েছিলেন, দিন-রাত পরিশ্রম করে যে পুলিশকর্মীরা শহরের মানুষকে রক্ষা করেন, তাঁদেরকেও নিরাপদে রাখা হবে সরকারেরই কর্তব্য। কিন্তু রাজ্যের পালাবদলের পর যে পুলিশ আক্রান্তের পরিমাণ কমেনি, তা সাম্প্রতিককালের ঘটনাগুলি থেকেই প্রমাণিত। অর্থাৎ বদল হয়েছে রাজ্য প্রশাসকের, বদল হয়নি পুলিশের আক্রান্তের চেহারা। খোদ কলকাতা পুলিশের তথ্যই বলছে, গত আগস্ট থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত শহরের রাস্তায় ১৭ বার আক্রান্ত হয়েছেন বিভিন্ন পুলিশকর্মী। কখনও শাসকদলের মন্ত্রীর হাতে, আবার কখনও নেতার হাতে। আর এই ঘটনাগুলিতে নয়া সংযোজন তৃণমূল এমপি প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুলিশকে মারধরের অভিযোগ। আর এই ধরনের ঘটনা বারবার হওয়ায় উঁচুতলার পুলিশকর্তাদের মেরুদণ্ডহীনতাকেই দায়ী করলেন প্রাক্তন পুলিশকর্তারা। কলকাতা পুলিশের প্রাক্তন কমিশনার তুষার তালুকদারের মতে, উঁচুতলার পুলিশকর্তাদের মেরুদণ্ড না শক্ত করলে এ ধরনের ঘটনা ঘটতেই থাকবে। আজ কনস্টেবলকে

গত বছরের শেষ চার মাসে শহরে পুলিশ আক্রান্তের খতিয়ান

৮ আগস্ট	বন্ডেল রোড	আক্রান্ত ট্রাফিক কনস্টেবল
৯ আগস্ট	গিরিশ পার্ক	আক্রান্ত কনস্টেবল
১৪ আগস্ট	পার্ক স্ট্রিট	প্রহৃত ট্রাফিক সার্জেন্ট
১৯ আগস্ট	হরিদেবপুর	আক্রান্ত সাব-ইন্সপেক্টর
২৩ আগস্ট	বড়বাজার	আক্রান্ত ট্রাফিক কনস্টেবল
২৪ আগস্ট	পার্কস্ট্রিট	আক্রান্ত এএসআই
২৬ আগস্ট	তিলজলা	আক্রান্ত কনস্টেবল
২৩ অক্টোবর	বেহালা	আক্রান্ত দুই পুলিশ
২৮ অক্টোবর	সন্তোষপুর	আক্রান্ত দুই সার্জেন্ট
২৯ অক্টোবর	হরিদেবপুর	আক্রান্ত কনস্টেবল
৯ নভেম্বর	কসবা	আক্রান্ত পুলিশ অফিসার
১৪ নভেম্বর	আলিপুর থানা	ভাঙচুরে অভিযুক্ত শাসকদল
১৪ নভেম্বর	গরফা	আক্রান্ত সার্জেন্ট
১৯ নভেম্বর	বারাসত	আক্রান্ত ট্রাফিক পুলিশ
১৯ নভেম্বর	প্রিন্সেপ ঘাট	আক্রান্ত ট্রাফিক সার্জেন্ট
৯ ডিসেম্বর	কালীঘাট	আক্রান্ত দুই পুলিশ
১১ ডিসেম্বর	হরিদেবপুর	পুলিশকে মেরে বন্দি ছিনতাই

মেরেছে। কাল কমিশনারকে মারবে। শাসকদলের কর্মীরা বুঝে গিয়েছেন, যতই পুলিশকে মার, ছাড় পেয়ে যাবে। তাই এই ঘটনা বেড়েই চলেছে। সরকারের আনুগত্যের কাজ করছেন উঁচুতলার পুলিশকর্তারা। যার জেরে শাসকদলের কর্মীরা বুঝেই গিয়েছেন, পুলিশ তাদেরই লোক। তাই তাদেরকে মারধরের মতো শত অন্যায় করলেও ছাড় ১০০ শতাংশ। অপর এক প্রাক্তন পুলিশকর্তা সন্ধি মুখোপাধ্যায় অবশ্য বারবার এভাবে পুলিশ আক্রান্তের ঘটনার জন্য উঁচু তলার কর্তাদেরই দায়ী করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় যে ঘটনা ঘটিয়েছেন, তা অত্যন্ত লজ্জার। একজন এমপি হোক বা এমএলএ, কেউ পুলিশের গায়ে হাত দিতে পারেন না। আইনের ঊর্ধ্বে কেউ নন। অত্যধিক পরিমাণে রাজনীতিকরণের জন্য নিচুতলার পুলিশকর্মীদের এত দুর্দশা। লালবাজারের কর্তাদের একাংশও জানিয়েছেন, দলদাসে পরিণত হতে বাধ্য করেছে রাজ্যের শাসকদল। যে যখন শাসকের আসনে বসেছে, তখনই তারা পুলিশকে স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষেত্রে বাধা তৈরি করেছে। ক্ষোভ জানাতে ভুলছেন না নিচুতলার কর্মীদের একাংশ। বারবার আক্রান্তের ঘটনাতে শাসকদলের মদত থাকায় এবার তাঁরা হয়তো বিদ্রোহের পথেই হাঁটতে পারেন বলে দাবি তাঁদের। পুলিশকে মারধরের প্রতিটি ঘটনায় অভিযুক্তদের চিহ্নিত করা হলেও শুধুমাত্র শাসকদলের ছত্রচ্ছায়ায় থাকায় সেই অভিযুক্তরা ছাড় পেয়ে যাচ্ছে। লালবাজার বা ভবানীভবনের কর্তারা হাত গুটিয়ে রাখা ছাড়া আর প্রায় কিছুই করছেন না। আর এক প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার গৌতমমোহন চক্রবর্তীর কথায়, কর্তব্যরত অবস্থায় পুলিশকর্মীকে যেই মারুক না কেন, তিনি যথেষ্ট অপরাধী। ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুযায়ী, অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার কথা রয়েছে। বারবার যদি এই ধরনের ঘটনা ঘটে, আমার মতে পুলিশের উচিত, আইনের ব্যাপারে আরও কঠোর হওয়া। জেলা পুলিশের এক কর্তা সেই সময় জানিয়েছেন, অনেক কিছু চোখে দেখলেও তা নিয়ে মুখ খুলতে নেই। চোখ বন্ধ করে রাখতে হয়। পুলিশ কর্তাদের কথায়, অতিরিক্ত রাজনীতিকরণের জন্যই তাঁদের নিচুতলার কর্মীরা বারবার আক্রান্ত হচ্ছেন। দলদাস না হতে পেরে যে পুলিশকর্মীরা প্রতিবাদী হচ্ছেন, হয় তাঁদের সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অথবা তাঁদের 'ক্লোজ' করে দেওয়া হচ্ছে। আনুগত্যের পুরস্কার হিসাবে কোনও পুলিশের জুটছে 'প্রোমোশন'। আবার প্রতিবাদী বা অন্যায়ের সঙ্গে আপস না করায় কোনও কোনও পুলিশকর্মীর কপালে জুটছে মারধর। নিচুতলার পুলিশকর্মীদের একাংশের ক্ষোভ, শহরের আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করতে গিয়ে তাঁরাই বিপদে পড়ছেন। তাঁদের রক্ষা করার কেউ থাকছে না। তাহলে কোন ভরসায় রাস্তায় নেমে তাঁরা দায়িত্ব সামলাবেন। কেউ বোমা মারার হুমকি দেন, কেউ আবার হাত

ডাক্তারদের বক্তব্যেও নানা অসংগতি এবং পরস্পর-বিরোধী তথ্য

বরুণ সেনগুপ্ত

অতঃপর আসুন আমরা দেখি, ডাক্তারদের বক্তব্য। এঁরা সকলেই বিভিন্ন সময় তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনার পর হাসপাতালে নিয়ে আসা সুভাষচন্দ্র বোস এবং হবিবুর রহমান সম্পর্কে পরস্পর-বিরোধী বিবৃতি দিয়েছেন।

এঁদের মধ্যে একজন ডাক্তার তানেওসি ইয়োসিমি। তিনি দাবি করেছিলেন, তাইহোকু বিমানবন্দরের কাছের হাসপাতালে আহত নেতাজিকে তিনিই চিকিৎসা করেছিলেন এবং ডেথ সার্টিফিকেটও তিনিই লিখে দিয়েছিলেন।

এই ডাক্তার তানেওসি ইয়োসিমি 'ইয়োমিউরি সিমবু' পত্রিকার প্রতিনিধিকে ১৯৬৯ সনে বলেছিলেন— ১৮ আগস্ট বেলা তিনটে নাগাদ খুব মারাত্মকভাবে দগ্ধ অবস্থায় একজনকে অ্যাম্বুলেন্স করে হাসপাতালে নিয়ে ... স্ট্রেচারে শুইয়ে ... জ্ঞান ছিল। তিনি সন্ধে সাতটা নাগাদ অজ্ঞান হয়ে যান। ইঞ্জেকশন দিয়েও কোনও কাজ হল না। রাত ১০টায় তিনি মারা যান। (খোসলা কমিশন, একজিবিট নং ৪৬/বি)

১৯৭১ সনে কিন্তু এই ডাক্তার তানেওসি ইয়োসিমিই কিছুটা অন্যরকম কথা বলেছিলেন খোসলা কমিশনের সামনে এসে। খোসলা কমিশনে তাঁর বক্তব্য ছিল : ১৮ আগস্ট অপরাহ্নে চন্দ্রবোসকে আমাদের হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। তিনি তখন উলঙ্গ এবং তাঁকে একটা কম্বল দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছিল। স্ট্রেচারে করে তাঁকে আনা হয়েছিল। তবে, তাঁর তখনও জ্ঞান ছিল। তারপরও সাত-আট ঘণ্টা তিনি জ্ঞান হারাননি।...... হাসপাতালে আনার পরও তিনি প্রায় ১২ ঘণ্টা বেঁচেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর সময় আমি তাঁর পাশে ছিলেন। হাসপাতালে আনার পর থেকে আমি সবসময়ই শ্রীবোসের পাশে ছিলাম। মৃত্যুর পরে আমিই তাঁর ডেথ সার্টিফিকেট লিখে দিয়েছিলাম। তাঁর সহকারী পরদিন ভোরে শ্রীবোসের মৃতদেহের সঙ্গে চলে যান। মৃত্যুর আগে বা পরে তাঁর কোনও ছবি নেওয়া হয়েছিল বলে আমি কখনও শুনিনি।

ডাঃ ইয়োসিমি খোসলা কমিশনে আরও বলেছিলেন, শ্রীবোসের দেহ থেকে তিনি কোনও রক্তই বের করেননি। অথচ, শাহনওয়াজ কমিটির সামনে এই জাপানি ডাক্তারই বলেছিলেন যে, শ্রীবোসের শরীর থেকে ২০০ সিসি রক্ত তিনি বের করে নিয়েছিলেন এবং ৪০০ সিসি নতুন রক্ত দিয়েছিলেন।

ডাক্তার ইয়োসিমিকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, আপনি কি তাঁর ডেথ সার্টিফিকেটে 'চন্দ্রবোস' নাম লিখেছিলেন? জবাবে ইয়োসিমি বলেছিলেন, হ্যাঁ, আমি 'চন্দ্রবোস' নাম

ডাঃ ইয়োসিমিকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, আপনার কোন বিবৃতিটা ঠিক? আগেরটা, না এখনকারটা? জবাবে ডঃ ইয়োসিমি বলেছিলেন, আমি ঠিক বলতে পারছি না, কোনটা ঠিক। (আই অ্যাম নট সিওর, হুইচ স্টেটমেন্ট ইজ কারেক্ট। খোসলা কমিশনে সাক্ষ্যের বিবরণ, পৃঃ ২৪৬৫-২৪৭২)

আরও একজন ডাক্তারকে হাজির করা হয়েছিল খোসলা কমিশনের সামনে। তাঁর নাম ইয়োসিও ইসি। এই ইয়োসিও ইসিও ১৯৬৯ সনে 'ইয়োমিউরি সিমবু'কে বলেছিলেন : ১৮ আগস্ট বেলা তিনটের কিছুক্ষণ পরে আমি হাসপাতালে বসেছিলাম। সামনের ঘর থেকে গোঙানি শুনতে পেলাম। আমি তৎক্ষণাৎ সেখানে গেলাম। গিয়ে দেখলাম, জনা পাঁচেক জাপানি সামরিক অফিসার বিছানায় শুয়ে। আর, তাঁদেরই উলটো দিকে দু'জন খুব লম্বা লোক। তাঁদের দু'জনেরই সারা মাথা এবং মুখে ব্যান্ডেজ বাঁধা। একজন নার্স আমাকে বলেছিলেন যে, ওই দু'জন লম্বা লোকের একজন হলেন ভারতবর্ষের চন্দ্রবোস। সেই নার্স আমাকে আরও বলেছিলেন, শিরা পাচ্ছেন না বলে তাঁকে রক্ত দেওয়া যাচ্ছে না। তিনি আমার সাহায্য চেয়েছিলেন। আমি চন্দ্রবোসকে ... দিয়েছিলেন।

আরও একবার উঠে এসেছে নেতাজির অন্তর্ধান প্রসঙ্গ। এর আগে যখন এই ইস্যু নিয়ে গোটা দেশে তোলপাড় পড়ে গিয়েছিল, তখন বর্তমানের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক বরুণ সেনগুপ্ত নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের অন্তর্ধান নিয়ে কলম ধরেছিলেন। ২০০5 সালের ৫ ডিসেম্বর থেকে প্রকাশিত সেই ধারাবাহিক আজও প্রাসঙ্গিক।

খোসলা কমিশনে তিনি বলেছিলেন : ১৮ আগস্ট বিকেল তিনটে নাগাদ আমি আমার ঘরের প্রায় ২০ মিনিট দূরে গোঙানি শুনতে পাই। সেখানে গিয়ে দেখতে পেলাম, একজন নার্স একজন রোগীকে রক্ত দেওয়ার চেষ্টা করছেন। তাঁর সমস্ত শরীর ব্যান্ডেজ করা। নার্স আমাকে জানালেন, ওই ভদ্রলোক চন্দ্রবোসকাকা। আমি তাঁকে ১০০ সিসি রক্ত দিলাম। আমি দেখলাম, তাঁর অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। পরদিন সকাল আটটা নাগাদ হাসপাতালে গিয়ে দেখলাম, ট্রাকে করে একটা কফিন নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। নার্স বললেন, এটা চন্দ্রবোসকাকার কফিন।

খোসলা কমিশনে তিরিখা ডাক্তার ইয়োসিওকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: রক্ত দেওয়ার আগে কি আপনি নার্সের কাছে জানতে চেয়েছিলেন, রোগীর কী চিকিৎসা হচ্ছে?

আর একজন কৌসুলি অমর চক্রবর্তীও ডাঃ ইসি'কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কেন রক্ত দেওয়া হচ্ছে তা আপনি জানতে চেয়েছিলেন, নার্স বা কারও কাছে?

ডাঃ ইসি জবাবে বলেছিলেন : না।

অমর চক্রবর্তী : কোন ডাক্তারের নির্দেশে রক্ত দেওয়া হচ্ছিল আপনি কি তাও জানতে চাননি?

ডাঃ ইসি : না।

অমর চক্রবর্তী : এ তো খুব আশ্চর্যের ব্যাপার! নার্স বলল, আর আপনি রোগীকে রক্ত দিতে গেলেন! কেন রক্ত দেওয়া হচ্ছে, কে রক্ত দিতে বলেছেন, আপনি কোনও খবর নিলেন না?

ডাঃ ইসি : না, আমি কোনও খবর নিইনি। (খোসলা

অবিলম্বে ওই তথাকথিত চিতাভস্ম ফেলে দেওয়া হবে না কেন?

বরুণ সেনগুপ্ত

১৯৭৪ সনের শেষদিকে আমি 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় খোসলা কমিশনের রিপোর্টের পর্যালোচনা করেছিলাম। ধারাবাহিক লেখায় দেখিয়েছিলাম খোসলা সাহেব যে রিপোর্ট দিয়েছেন এবং তিনি যে বলেছেন, তাইহোকু বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যু হয়েছিল, সেই রায় বিশ্বাসযোগ্য নয়। খোসলা কমিশনের সামনে বিভিন্ন তথাকথিত জাপানি প্রত্যক্ষদর্শী যেসব কথা বলেছেন, তা সম্পূর্ণ পরস্পর-বিরোধী। আমি সেই ধারাবাহিক পর্যালোচনায় আরও লিখেছিলাম, খোসলা কমিশনে পেশ করা বিভিন্ন তথ্য এবং দুই শতাধিক লোকের সাক্ষ্য পড়লে পরিষ্কার বোঝা যায়, বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যু বানানো গল্প। সম্ভবত নেতাজির পরিকল্পনামতোই জাপানিরা ওই গল্প বানিয়েছিল এবং তা প্রচারের ব্যবস্থা করেছিল।

আমি সেইসঙ্গে আরও লিখেছিলাম, ''১৯৪৫ সনের ১৮ আগস্টের পর সুভাষচন্দ্র বসু কোথায় গিয়েছিলেন বা তাঁর কী হয়েছিল, সে বিষয়ে আমার কিছু জানা নেই। যদি ভারত সরকার তৎকালীন ইঙ্গ-মার্কিন গোয়েন্দা বাহিনীর সব রিপোর্ট সংগ্রহ করতে পারত এবং যদি তা প্রকাশ করত, তাহলে হয়তো নেতাজির অন্তর্ধান রহস্য সম্পর্কে আরও বহু অজানা তথ্য জানা যেত।'' আমি 'আনন্দবাজার'-এর সেই ধারাবাহিকে আরও লিখেছিলাম, ''ভারত সরকারের ক্রিয়াকলাপ অত্যন্ত সন্দেহজনক। তারা তৎকালীন গোয়েন্দা দপ্তরের অধিকাংশ তথ্য প্রকাশ করতে রাজি হয়নি। খোসলা কমিশনের সামনে সামান্য কয়েকটি গোয়েন্দা রিপোর্ট পেশ করেছে এবং সেগুলিরও বহু অংশ বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে।''

আসলে, ইংরেজ রাজত্বের ভারতীয় গোয়েন্দা দপ্তরের তথ্যেই পাওয়া গিয়েছে, নেতাজিকে গ্রেপ্তার করে আনার জন্য ১৯৪৬ সনেও ভারত সরকার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় একটা বাহিনী পাঠিয়েছিল। কোন খবরের ওপর ভিত্তি করে ১৯৪৬ সনেও নেতাজিকে গ্রেপ্তার করার জন্য ভারতের তৎকালীন ইংরেজ সরকার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বাহিনী পাঠিয়েছিল, সেসব ফাইলও খোসলা কমিশনের সামনে পেশ করা হয়নি। ১৯৫০ সনেও কেন ইঙ্গ-মার্কিন গোয়েন্দা বাহিনী তাইহোকুর তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীদের ডেকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা জেরা করেছিল এবং কেন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে নেতাজির খোঁজ করেছিল, সে সম্পর্কেও কোনও তথ্য ভারত সরকার খোসলা কমিশনকে জানায়নি বা জানাতে পারেনি। খোসলা সাহেবও এইসব ব্যাপারে বিস্তারিত অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। কারণ, তিনি আগে থেকেই সিদ্ধান্ত করে রেখেছিলেন যে, তাইহোকু বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যু হয়েছে বলে চূড়ান্ত রায় দেবেনই। খোসলা আই সি এস ছিলেন। অধিকাংশ আই সি এস'ই ভালোভাবে জানতেন, কীভাবে মনিবদের খুশি রাখতে হয়। খোসলার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি।

তবে, খোসলার রিপোর্ট পাওয়ার পর 'নেতাজির মৃত্যু' নিয়ে কোনও কংগ্রেস সরকার খুব বেশি হইচই করেনি। তারা খোসলার রিপোর্টটা প্রকাশ করেই চুপচাপ বসেছিল। কিন্তু তাইহোকুর সেই তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনার বহু বছর পরে নরসিমা রাওয়ের নেতৃত্বে গঠিত কংগ্রেস সরকার একটা অদ্ভুত খেলা শুরু করে দেয়। নরসিমা সরকারের বিভিন্ন মুখপাত্র বলতে শুরু করেন: জাপানিরা বার বার বলছেন, রেনকোজির মন্দিরে নেতাজির যে চিতাভস্ম রাখা আছে তা অবিলম্বে ভারতে নিয়ে আসা উচিত। এ বিষয়ে নরসিমা রাও সরকারের বিভিন্ন কর্তা বহু সাংবাদিক সম্মেলনও করেছেন। এবং বিস্ময়ের ব্যাপার, বসু পরিবারেরও কিছু লোক নরসিমা রাও সরকারের এই প্রস্তাবের সঙ্গে গলা মিলিয়েছেন!

তারপর অনেকের দাবি মতো বাজপেয়ি সরকার যখন নেতাজির অন্তর্ধান রহস্য সম্পর্কে আরও ব্যাপক তদন্ত করার জন্য মুখার্জি কমিশনকে নিয়োগ করে, তখন আসল সত্যটা বেরিয়ে আসে। এতদিন ভারত সরকার বা কোনও তদন্ত কমিটি বা কমিশন ফরমোজার সরকারকে ওই বিমান দুর্ঘটনা প্রসঙ্গে কোনও প্রশ্ন করেনি। বা, তাদের কাছে কখনও লিখিতভাবে কিছু জানতে চায়নি। যদিও তাইহোকু ফরমোজারই একটি বিমানবন্দর।

মুখার্জি কমিশনের পক্ষ থেকে কিন্তু তাইহোকুর বিমান দুর্ঘটনা সম্পর্কে ফরমোজার কর্তৃপক্ষের কাছে আসল ঘটনাটি জানতে চাওয়া হয়েছিল এবং ফরমোজা কর্তৃপক্ষ মুখার্জি কমিশনকে জানিয়েছে যে, ১৯৪৫ সনের ১৪ আগস্ট থেকে ২৫ অক্টোবরের মধ্যে তাইহোকু বিমানবন্দরে কোনও বিমান দুর্ঘটনা ঘটেনি।

তাইওয়ান সরকারের এই জবাবের কথা জানার পর অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, বিমান দুর্ঘটনাই যদি না ঘটে থাকবে তাহলে রেনকোজির মন্দিরে নেতাজির চিতাভস্ম কিছুতেই থাকতে পারে না। ওই চিতাভস্মের গল্পটা নিশ্চয়ই সাজানো!

আত্মসমর্পণের পর জাপানিদের নিশ্চয় 'নেতাজির চিতাভস্ম' সংরক্ষণের গল্প বানানোর প্রয়োজন ছিল। কিন্তু প্রশ্ন, সেই ব্যাপারে এত বছর পরে কি জাপানের কোনও সরকার ভারত সরকারকে বার বার তাগিদ দিচ্ছিল? এবং বলছিল যে, আপনারা অবিলম্বে রেনকোজির মন্দির থেকে সসম্মানে সুভাষচন্দ্র বসুর চিতাভস্ম নিয়ে যান?

নরসিমা রাও তাঁর রাজত্বকালে অনেক বড় বড় ষড়যন্ত্রমূলক কাজ করে গিয়েছেন। যেমন, বাবরি মসজিদ ভাঙা, জৈন হাওলা কেস সাজানো এবং রেনকোজির মন্দির থেকে নেতাজির চিতাভস্ম নিয়ে আসার ব্যাপারে প্রচণ্ড উদ্যোগী হয়ে ওঠা।

বাবরি মসজিদ ভাঙার কাজটা যে নরসিমা রাওই ভারতীয় গোয়েন্দা বাহিনীর কোনও বিশেষ শাখাকে দিয়ে করিয়েছিলেন, তাতে আমার কোনও সন্দেহ নেই। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, এইভাবে বি জে পি'কে খতম করে দেওয়া। দ্বিতীয়ত, জৈন হাওলা কেসের মূল লক্ষ্য ছিল কংগ্রেসের বহু নেতাকে সেবারের লোকসভা নির্বাচনে কুপোকাত করা। শোনা যায়, তিনি তারপরেই নানা কৌশল এবং ছলচাতুরির মাধ্যমে সোনিয়া গান্ধীকেও বড় আঘাত হানার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। কিন্তু নরসিমা রাওয়ের পক্ষে দুঃখের বিষয়, দিল্লিতে আর কোনও সরকার গড়ার সুযোগ তিনি পাননি। রাও ক্রমে ক্রমে কংগ্রেস রাজনীতিতেও পিছিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন।

তবে, আমার কাছে এখনও এটা পরিষ্কার নয়, নরসিমা রাওয়ের সরকার কেন রেনকোজির মন্দির থেকে নেতাজির তথাকথিত চিতাভস্ম নিয়ে আসার জন্য এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল?

তাইহোকুর বিমান দুর্ঘটনা সম্পর্কে ফরমোজার সরকারের লিখিত বক্তব্য জানার পর কারও মনে অবশ্য এখন আর সন্দেহ থাকার কোনও কারণ নেই।

আরও একবার উঠে এসেছে নেতাজির অন্তর্ধান প্রসঙ্গ। এর আগে যখন এই ইস্যু নিয়ে গোটা দেশে তোলপাড় পড়ে গিয়েছিল, তখন বর্তমানের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক বরুণ সেনগুপ্ত নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের অন্তর্ধান নিয়ে কলম ধরেছিলেন। ২০০৫ সালের ৫ ডিসেম্বর থেকে প্রকাশিত সেই ধারাবাহিকটি আবার নতুন করে প্রকাশিত হচ্ছিল। আজ সেটির ২৮তম তথা শেষ কিস্তি।

তারা পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে, ১৯৪৫ সনের ১৪ আগস্ট থেকে ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত তাইহোকু বিমানবন্দরে কোনও বিমান দুর্ঘটনা ঘটেনি।

সুতরাং, রেনকোজি মন্দিরে যে চিতাভস্ম রয়েছে, তা কিছুতেই নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর চিতাভস্ম হতে পারে না। আমি আগেও বহুবার লিখেছি, আজও আবার লিখছি, তাইহোকুর বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজি মারা যাননি। ওই বিমান দুর্ঘটনার গল্পটা বানানো হয়েছিল। সম্ভবত, সুভাষচন্দ্র বসু এবং জাপানিরা একযোগে ওই গল্প বানিয়েছিলেন। নিঃসন্দেহে রেনকোজি মন্দিরে চিতাভস্ম সেই বানানো গল্পেরই একটা অঙ্গ।

আজ আমার প্রশ্ন, যখন তাইহোকুতে ওই বিমান দুর্ঘটনাটাই ঘটেনি, তখন রেনকোজির মন্দিরে রক্ষিত ওই চিতাভস্ম এখনই ফেলে দেওয়া হবে না কেন?

আজ আমার আরও প্রশ্ন, ভারত সরকারেরই কি এই চিতাভস্ম ফেলে দেওয়ার ব্যাপারে অবিলম্বে উদ্যোগী হওয়া উচিত নয়? (সমাপ্ত)

ওয়াকফ সম্পত্তি রক্ষার জন্য প্রয়োজনে আইন প্রয়োগ ঃ মহম্মদ আব্দুল গনি

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ রাজ্য জুড়ে ওয়াকফ সম্পত্তি পুনরুদ্ধারে সাধারণ মানুষ ইমাম মোয়াজ্জিনদের সঙ্গে এগিয়ে এসেছে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনের কর্মী ও সমাজসেবীরা বলে দাবি এশিয়ান হিউম্যান রাইটস্ সোসাইটির সর্বভারতীয় সেক্রেটারি জেনারেল কাজি সাদিক হোসেনের। রাজ্য ওয়াকফ বোর্ডের উন্নয়ন, সংখ্যালঘু জন ও সমাজ উন্নয়নে রাজ্য সরকার যে বহুমুখী পরিকল্পনা নিয়েছিল তা সর্বাঙ্গীন রূপ এনে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু মন্ত্রক, কেন্দ্রীয় ওয়াকফ কাউন্সিল, রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি দফতর সহ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়। লোক আদালত বেঞ্চ ও ওয়াকফ সচেতনতা শিবির, রাজ্যের সংখ্যালঘু মানুষের কাছে সুফল ও উন্নত বাংলা নির্মাণে আশাপ্রদ ফল দেবে বলে জানালেন রাজ্য ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান বিচারপতি মহম্মদ আব্দুল গনি। সোসাইটির দাবি অনুসারে চেয়ারম্যান তথা প্রাক্তন বিচারপতি মহম্মদ আব্দুল গনি আরও বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে রাজ্য ওয়াকফ বোর্ডে ও ওয়াকফ সম্পত্তি পুনরুদ্ধারে মূল সেতুর কাজ করেছে এশিয়ান হিউম্যান রাইটস্ সোসাইটি।' সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রাজ্য ওয়াকফ বোর্ড ও কেন্দ্রীয় ওয়াকফ কাউন্সিলের সেতু বন্ধনের রাজ্য ব্যাপী ওয়াকফ সম্পত্তি পুনরুদ্ধারে উদ্ধারে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাজ্য পুলিশ প্রশাসন, সিআইডি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক, সিবিআই ও কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু মন্ত্রকে সহযোগিতায় ওয়াকফ সম্পত্তি সচেতনতার শিবির চলছে।

ক্যানসারের 'যম' কালো চাল উৎপাদন শুরু হল রায়গঞ্জে

বিপুলশঙ্কর বসু, রায়গঞ্জ

ব্ল্যাক রাইস বা 'কালো চাল' হয়ে উঠতে পারে সুপার ফুড। চিনে এক সময়ে এই কালো রঙের চাল ছিল সাধারণ মানুষের কাছে নিষিদ্ধ খাদ্য। তা একমাত্র অভিজাতরাই খেতে পারতেন। দুনিয়ার বিভিন্ন জায়গায় এই কালো চাল-এর গুণ সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের তত্ত্ব প্রচলিত রয়েছে। বিজ্ঞানীরাও এই চালের গুণাগুণ নিয়ে বিভিন্ন ধরনের মতব্য করেছেন। বলা হয় এই চাল নাকি মানব দেহের ধমনি ও ডিএনএ-কে ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখে। যার ফলে ক্যানসারও ঠেকিয়ে রাখা যায়।

কালো চাল উৎপাদনের জন্য বিশেষ এক ধরনের ধান চাষ শুরু হয়েছে এ রাজ্যেও। উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ শহরের অদূরে ভটদিঘী এলাকায় একদল চাষি ওই কালো ধান চাষ করছেন। সম্পূর্ণ দেশীয় পদ্ধতিতে জৈব সার প্রয়োগ করে চাষ হচ্ছে কালো ধান। ওইসব কৃষকদের বক্তব্য, কালো ধান বা

রায়গঞ্জের ভটদিঘীয় চাষ হচ্ছে কালো ধান।

কালো ভাতের মধ্যে রয়েছে বিশেষ ঔষধি গুণ। এই চাল ক্যানসার প্রতিরোধ করার ক্ষমতা রাখে। উত্তর দিনাজপুরের কয়েকজন শিক্ষক ও অন্যান্য পেশার লোকজন তাদের দৈনন্দিন কাজের ফাঁকে ওই কালো ধান উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। 'ভটদিঘা এলাকার বেশকিছু চাষি এমনিতেই ধান চাষ করতে রাসায়নিক সার ব্যবহার বন্ধ করে দিয়েছেন। পাশাপাশি তারা এই 'অন্য ধরনের' ধান চাষও করছেন। এই চাষে প্রধান আকর্ষণ শুধুমাত্র পয়সা উপার্জন নয় বরং তার খাদ্যগুণ। এলাকার কৃষক রূপেশ পাল বিশ্বাস করেন, কালো ধানের খাদ্যগুণ অসামান্য। ওই ধান চাষ করতে বিভিন্ন ধরনের জৈব সার

এরপর দু'য়ের পাতায়

জাপানি পর্যটক গণধর্ষণ-কাণ্ডে ধৃত জাদুঘরের কর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: জাপানি মহিলাকে গণধর্ষণ-কাণ্ডে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দারা আরও এক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছেন। ধৃতের নাম মহম্মদ ওয়াসিম। ধৃত ব্যক্তি ভারতীয় জাদুঘরের চতুর্থ শ্রেণির কর্মী। কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান পল্লবকান্তি ঘোষ এই খবর জানিয়েছেন।

কলকাতা পুলিশের একটি সূত্র বলছে, ২২ নভেম্বর কলকাতার সদর স্ট্রিটের হোটেল থেকে ওই জাপানি মহিলা দীঘায় বেড়াতে গেলে ধৃত ওয়াসিম সঙ্গে গিয়েছিল। ওই মহিলা পর্যটকের অভিযোগ, দীঘাতে অভিযুক্তরা তাঁর শ্লীলতাহানি করে এবং পিন হাতিয়ে জোর করে এটিএম থেকে ৭৬ হাজার টাকা তুলে নেয়।

আবার ২৫ নভেম্বর দীঘা থেকে কলকাতা হয়ে বুদ্ধগয়ায় বেড়াতে যাওয়ার সময় ধৃত জাদুঘর কর্মী গাড়ির চালকের ভূমিকায় ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। জাপানি মহিলার অভিযোগ, বুদ্ধগয়া থেকে ৪৫ কিমি দূরে কারেপুরে একটি বাড়িতে তাঁকে জোর করে আটকে রেখে অভিযুক্তরা দু'সপ্তাহ ধরে গণধর্ষণ করে। এরপর ডিসেম্বর মাসের ১০-১২ তারিখে ওই জাপানি পর্যটককে বুদ্ধগয়া থেকে বেনারসগামী একটি বাসে তুলে দেওয়া হয়। বেনারসে জাপানের অন্য একটি পর্যটক দলের আলাপ হয় ওই নির্যাতিতার। ওই পর্যটক দলের পরামর্শে জাপান দূতাবাসের মাধ্যমে কলকাতার পুলিশ কমিশনারের কাছে অভিযোগ আসে। এরপর তদন্তে নামেন কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দারা। আন্তর্জাতিক মহলে সাড়া ফেলা এই গণধর্ষণ-কাণ্ডে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দারা এই নিয়ে মোট ছ'জনকে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছেন। উল্লেখ্য, গত ২০ নভেম্বর কলকাতায় আসেন ওই জাপানি মহিলা পর্যটক। সদর স্ট্রিটের হোটেলে ওই মহিলার সঙ্গে অভিযুক্ত গাইডদের আলাপ হয়েছিল।

• ধৃত মহম্মদ ওয়াসিম। -এএফপি

অভিষেককে মারধরের পর ফেসবু[ক]

ফের বিতর্কে নি[র্মল]

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: দলের নির্দেশ অমান্য করে সোশ্যাল মিডিয়াতে প্রতিহিংসার নিদান হেঁকে বিতর্কে জড়ালেন রাজ্যের পরিষদীয় সচিব এবং তৃণমূলের চিকিৎসক সংগঠনের শীর্ষ নেতা ডাঃ নির্মল মাজি। রবিবার পূর্ব মেদিনীপুরের চণ্ডীপুরে মুখ্যমন্ত্রীর ভাইপো তৃণমূল এমপি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে এক যুবকের চড় মারার ঘটনা ঘটে। এরপর ওই যুবককে ব্যাপক মারধর করে তৃণমূলকর্মীরা। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। রাজ্যের নানা জায়গায় পথ অবরোধ, বিক্ষোভ করেন তৃণমূলকর্মীরা। তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্ব দাবি করে, অভিষেককে চড়

সোমবার গভীর রাতেই নির্মলবাবুর ফেসবুক পেজে বিতর্কিত পোস্ট দেখা যায়। সেখানে বলা হয়, 'আর প্যানপ্যানানি নয়, এবার..' (ছাপার অযোগ্য শব্দ ব্যবহার করা হয়)। তাঁর ওই পোস্ট অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছে শাসকদলকে। একজন প্রতিমন্ত্রী পর্যায়ের জনপ্রতিনিধির পক্ষে উসকানিমূলক পোস্ট, তাঁর সতীর্থ একাধিক বিধায়কই দায়িত্বজ্ঞানহীন কাজ বলে দাবি করেছেন। শুধু হিংসার প্ররোচনা নয়, কুৎসিত ভাষাও ব্যবহৃত হয়েছে ওই পোস্ট-এ।

মারার ঘটনার পিছনে বিজেপির হাত আছে। দলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন, এই আক্রমণের মোকাবিলা আমরা রাজনৈতিকভাবে করব। প্রতিহিংসার পথে যাওয়া যাবে না। সাধারণ মানুষের অসুবিধা করে পথ অবরোধ, রেল অবরোধ করা যাবে না। দলীয় কর্মীদের সংযত থাকার নির্দেশ দেন পার্থবাবু।

যদিও সোমবার গভীর রাতেই নির্মলবাবুর ফেসবুক পেজে বিতর্কিত পোস্ট দেখা যায়। সেখানে বলা হয়, 'আর প্যানপ্যানানি নয়, এবার..' (ছাপার অযোগ্য শব্দ ব্যবহার করা হয়)। তাঁর ওই

নাগরিকত্ব অর্ডিন্যান্সে স্বাক্ষর করলেন রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ৬ জানুয়ারি (পিটিআই): গুজরাতে প্রবাসী ভারতীয় দিবসের ঠিক আগেই সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন নিয়ে জারি অর্ডিন্যান্সে স্বাক্ষর করলেন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়। ফলে পূরণ হল গত বছর নিউ ইয়র্কে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রতিশ্রুতি। তিনি ঘোষণা করেছিলেন, ভারতীয় বংশোদ্ভূত (পিআইও) এবং বিদেশে বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিক (ওসিআই) প্রকল্পকে এক করে দিতে চান তিনি। যার জেরে আজীবন ভিসা পাবেন ভারতীয় বংশোদ্ভূতরা। রাষ্ট্রপতি ভবনের প্রেস সচিব বেণু রাজামণি জানিয়েছেন, নাগরিকত্ব অর্ডিন্যান্সে স্বাক্ষর করে দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি। নতুন এই আইনের ফলে ভারতীয় বংশোদ্ভূতরা সবথেকে বেশি সুবিধা পাবেন। আজীবন ভিসার পাশাপাশি ভারতে আসলে আলাদা করে আর স্থানীয় থানায় হাজিরা দিতে হবে না। নিউ ইয়র্কের প্রবাসী ভারতীয়দের সভায় মোদি ঘোষণা করেছিলেন, পিআইও এবং ওসিআই প্রকল্পকে এক করে দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক কাজ শুরু করেছে। একইসঙ্গে বিশেষ ক্ষেত্রে মার্কিন নাগরিকদের ১০ বছরের ভিসা দেওয়া হতে পারে। নাগরিকত্ব আইন,১৯৫৫ পরিবর্তনের পিছনে রয়েছে ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের দীর্ঘদিনের একাধিক দাবি। প্রথমত, ভারতে আসলে প্রত্যেকবার স্থানীয় পুলিশ স্টেশনে

প্রবাসী ভারতীয় নাগরিকদের ভোটাধিকারের দাবিতে মান্যতা

বদায়ুঁতে কিশোরীকে গণধর্ষণে অভিযুক্ত এক কনস্টেবল গ্রেফতার

লখনউ, ৬ জানুয়ারি ঃ বিতর্ক কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না অখিলেশ যাদব সরকারের। নারী নিগ্রহে উত্তরপ্রদেশ এমনিতেই প্রথম সারিতে। তার মধ্যেই উত্তরপ্রদেশে বদায়ুঁতে এক কিশোরীকে ধর্ষণে অভিযুক্ত দুই কনস্টেবলের মধ্যে একজনকে মঙ্গলবার গ্রেফতার করল পুলিশ। বরেলি থেকে দিল্লি পালানোর সময় রাত ১টা নাগাদ অভিযুক্ত কনস্টেবল অবিনাশ যাদবকে গ্রেফতার করে স্পেশাল টাস্ক ফোর্স। অপর অভিযুক্ত বীরপাল যাদবেরও খোঁজ চলছে। ধর্ষণের ঘটনায় নাম জানবার পর এই দুই অভিযুক্তকেই চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ বর্ষশেষের রাতে এক কিশোরীকে অপহরণ করে মুসাজহগ পুলিশ স্টেশনে গণধর্ষণ করে এই দুই কনস্টেবল বলে অভিযোগ। সেই রাতেই মুসাজহগ পুলিশ স্টেশনের কর্তব্যরত অফিসার হিমাংশু শুক্লা ও হেড কনস্টেবল উদয়বীর সিংকেও সাসপেন্ড করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই অভিযুক্ত বীরপাল যাদবের খোঁজে চালানো হচ্ছে চিরুনি তল্লাশি। খুব শীঘ্রই তাকে খুঁজে বের করা হবে বলে প্রশাসনের তরফ থেকে আশ্বাসও দেওয়া হয়েছে। নির্যাতিতার পরিবারকে সরকারের তরফ থেকে ৫ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য করা হয়েছে।

OUR GOVERNING BODY &
CORE COMMITTEE (Honarary)

DR. POORABI ROY
Chief Patron & Chairman
AHRS - Advisory Board
Netaji Researcher & Prof.
Moscow University

SRI KAMAL BHATTACHARYA
Sr. Reporter & All India President

SMT. MOLI GANGULEE
Chief Architect & Ex-Chief Engineer
P.W.D., Govt. of West Bengal &
Vice Chairman - Advisory Board

SRI RANJIT KR. MONDAL
Ex- D.S.P., C.D.T.S. &
All India Vice President

QUAZI SADEQUE HOSSAIN
[redacted]
All India & All State of India
Secretary - General (Whole Life)

SRI DILIP NASKAR
All India Asst. Secretary

SK. ABDUL KABIR
All India Asst. Secretary

BORUN MAHATO
State Asst. Secretary

SRI SUJIT PAIK
State Asst. Secretary (A.I.)

KAZI SHAHNAJ SULTANA
Asst. Secretary - State Womens
Student Wings

SUDIP PATRA
All India Asst. Secretary

BOROMA SHOBHA HALDER
All India Vice-President (L.M.)
Women Action Wings)

RAFI AHMED
All India Asst. Secretary

Ref. No. AHRS/786/721 /W.B./I

Date : 14-01/15

To

The Hon'ble Chief Justice
Calcutta High Court
Kolkata - 700 001

Re : Complaint against Hon'ble Darashiko, WBHJS, aged about 60 yrs, Ex-Hon'ble Member Secy. West Bengal State Legal Service Authority, City Civil Court Building, 2 & 3, K.S Roy Road, Kolkata-700001, presently he is Registrar General of Calcutta High Court (His name also appeared in Panel of Justice, Calcutta High Court. for bringing false allegations against me and he has initiated a Case in Hare Street P.S.Case No. 660 Dt. 05.09.2012 U/s.120B/170/465 I.P.C.

R/Sir/Madam,

With due respect I, Quazi Sadeque Hossain, All India Secretary General of Asian Human Rights [redacted] would like to state as follows :

That I am rendering various welfare activities.

That the said Hon'ble Darashiko WBHJS has brought false allegations against me and also initiated the above case against me. It has caused lackadsisical to my feelings and contempt to my prestibe. There must be some misunderstanding between him and self. That could have easily solved by discussion. It is a case of violation of Human Rights, Before taking any such hasty action he not discussed with me.

That I want justice in this matter and hope you will take necessary action in this regard.

Thanking you,

Enclo : All relevant
pepers,

Yours faithfully

14/01/15

QUAZI SADEQUE HOSSAIN
[redacted]
All India & All State of India
Secretary - General (Whole Life)
(Asian Human Rights Society)

Wt:126grams.
Amt:52.00 . 16/01/2015 . 15:44
<<Track on www.indiapost.gov.in>>

भारतीय डाक India Post
RL KOLKATA GPO <700001>
RW618062404IN
Counter No:15,OP-Code:SAMIR
To:DR ABDUL HAMID ANSAR,UPA RASTRAPATI BHAWA
NEW DELHI, PIN:110001
From:ASIAN HUMAN RIGHTS SOCIETY , KOL-24
Wt:126grams,
Amt:52.00 , 16/01/2015 , 15:45
<<Track on www.indiapost.gov.in>>

भारतीय डाक India Post
RL KOLKATA GPO <700001>
RW618062395IN
Counter No:15,OP-Code:SAMIR
To:NARESH D MODI,P M OFFICE
NEW DELHI, PIN:110001
From:ASIAN HUMAN RIGHTS SOCIETY , KOL-24
Wt:126grams,
Amt:52.00 . 16/01/2015 . 15:46
<<Track on www.indiapost.gov.in>>

भारतीय डाक India Post
RL KOLKATA GPO <700001>
RW618062381IN
Counter No:15,OP-Code:SAMIR
To:PRANAB KR MUKHERJEE,RASTRAPATI BHAWAN
NEW DELHI, PIN:110001
From:ASIAN HUMAN RIGHTS SOCIETY , KOL-24
Wt:126grams,
Amt:52.00 . 16/01/2015 . 15:47
<<Track on www.indiapost.gov.in>>

भारतीय डाक India Post
RL KOLKATA GPO <700001>
RW618062378IN
Counter No:15,OP-Code:SAMIR
To:CF JUSTICE SUPREME COURT
NEW DELHI, PIN:110001
From:ASIAN HUMAN RIGHTS SOCIETY , KOL-24
Wt:115grams,
Amt:47.00 , 16/01/2015 . 15:48
<<Track on www.indiapost.gov.in>>

भारतीय डाक India Post
RL KOLKATA GPO <700001>
RW618062364IN
Counter No:15,OP-Code:SAMIR
To:CH,NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION
NEW DELHI, PIN:110023
From:ASIAN HUMAN RIGHTS SOCIETY , KOL-24
Wt:117grams,
Amt:47.00 . 16/01/2015 . 15:49
<<Track on www.indiapost.gov.in>>

Ref. No. AHRS/786/721 /W.B./I /15-20/ Date : 16-01-15

FOR INFORMATION Reminder Letter

Copy To
1) The Hon'ble President of India
2) The Hon'ble Vice President of India
3) The Hon'ble Prime Minister of India
4) The Hon'ble Chief Justice of Supreme Court
5) The Hon'ble Chairman - NHRC
6) The Hon'ble Chairman/Member Secy - NLSA
7) The Hon'ble Law & Judicial Minister of India

Special Sub: According to U.N.O. Human Rights Declaration Act., All India General Secretary, Human Rights Social Worker, Competent to act of behalf of U.N.O. Human Rights PROTECTION FOR HUMAN RIGHTS & LEGAL SERVICES.

Re : Complaint against Hon'ble Darashiko, WBHJS, aged about 60 years, Ex-Hon'ble Member Secretary, West Bengal State Legal Service Authority, City Civil Court Building, 2 & 3, K.S. Roy Road, Kolkata - 700001, presently he is Registrar General of Calcutta High Court (His name also appeared in Panel of Justice, Calcutta High Court, for bringing false allegations against me and he has initiated a Case in Hare Street, P.S. Case No. 660 Dt. 05.09.2012 U/s. 120B/170/465 I.P.C.

R/Sir/Madam,

With due respect I, Quazi Sadeque Hossain, All India Secretary General of Asian Human Rights would like to state as follows:

That I am rendering various Welfare activities.

That the said Hon'ble Darashiko WBHJS has brought false allegations against me and also initiated the above case against me. It has caused lackadaisical to my feelings and contempt to my prestige. There must be some misunderstanding between him and self. That could have easily solved by discussion. It is a case of violation of Human Rights. Before taking any such hasty action he not discussed with me.

That I want justice in this matter and hops you will take necessary action in this regard.

Thanking you,

Enclo : All relevant Papers. Yours faithfully,

QUAZI SADEQUE HOSSAIN
~~Judge - Lok Adalat &~~
All India & All State of India
Secretary - General (Whole Life)
(Asian Human Rights Society)

RS/786/721 /W.B./I Date : 15-12-2014

Hon'ble Chief Justice
Supreme Court of India
New Delhi - 110001
India.

Re: Complaint against Hon'ble Darashiko, WBHJS aged about 60 yrs, Ex-Hon'ble Member Secy. West Bengal State Legal Service Authority City Civil Court Building, 2 & 3, K.S.Roy Road, Kolkata - 700001, presently he is Registrar General of Calcutta High Court. (His name also appeared in Panel of Justice, Calcutta High Court.
for bringing false allegations against me and he has initiated a Case in Hare Street P.S. Case No.660 dt. 5-09-2012 U/s.120B/170/465 I.P.C.

---

h due respect I, Quazi Sadeque Hossain, All India General of Asian Human Rights and Judge Loke ould like to state as follows :-

t I am rendering various welfare activties.

t the said Hon'ble Darashiko WBHJS has brought egations against me and also initiated the e, against me. It has caused lackadaisical to my and contempt to my prestige. There must be nderstanding between him and self. That could have ved by discussion. It is a case of violation ights. Before taking any such hasty action he ssed with me.

I want justice in this matter and hope you will ssary action in this regard.

king you,

Yours faithfully,

relevant papers.

HUMAN RIGHTS SOCIETY

15/12/14

QUAZI SADEQUE HOSSAIN
All India Secretary - General

QUAZI SADEQUE HOSSAIN

All India & All State of India
Secretary - General (Whole Life)
(Asian Human Rights Society)

President (AHRS) STATE ...

NATIONAL LEGAL SERVICES AUTHORITY
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

Department of Legal Affairs, Ministry of Law & Justice, Govt. of India
विधि विभाग, कानून एवं विधि मंत्रालय, भारत सरकार
12/11, Jam Nagar House, Shahjahan Road New Delhi – 110011
12/11 जाम नगर हाउस, शाहजहाँ रोड, नई दिल्ली-110011

Tel. 011-23382778
011-23386176
Fax 011-23382121

Dy.No. 6169/NALSA/LA-2014/ 6696
December 24, 2014

To

The Member Secretary,
West Bengal State Legal Services Authority,
City Civil & Sessions Court Building,
1st Floor, 2&3, Kiran Shankar Roy Road,
Kolkata-700001.

Sir,

I am directed to forward herewith a copy of letter dated 15.12.2014 alongwith its enclosures received from Mr. Quazi Sadeque Hossain, Asian Human Rights Society, Kolkata, West Bengal with a request to take appropriate action in the matter. An Action Taken Report may please be sent to this Authority.

With regards

Yours faithfully

(R.V. SINGH)
UNDER SECRETARY

Encls: as above

Copy for information to: Mr. Quazi Sadeque Hossain, Asian Human Rights Society, B-40/8, Iron Gate, 3rd Floor (River side), Kolkata, West Bengal-700024.

24/12/14

(R.V. SINGH)
UNDER SECRETARY

CENTRAL WAQF COUNCIL

(Ministry of Minority Affairs Govt. of India)

Telephone No.:(Off.) 23384465
(Fax) 23070881
E-mail: central_wakf_council@vsnl.net

14/173, Jamnagar House,
Shahjahan Road,
New Delhi – 110011

F. No. 18(1)/2002-CWC

Dated: 30.09.2014

To

The Chief Executive Officer,
Office of the Board of Auqaf,
West Bengal,
6/2, Madan Street,
Kolkata-700 072

Subject: ***Retrieval of Waqf Property in West Bengal – Regarding***

Sir,

Enclosed please find a representation dated 04.10.2014 of Quazi Sadeque Hossain, Asian Human Rights Society, 18, G.R. Road., Kolkata (West Bengal) received from the office of the Hon'ble Minister of Minority Affairs, Government of India on the above cited subject which is self-explanatory. It has been requested that the waqf property in West Bengal be retrieved.

You are requested to look into the matter and take appropriate action under intimation to this office as well as to the applicant.

Yours faithfully,

Encl: as above

(Ali Ahmed Khan),
Secretary

Copy for information to:

Additional Private Secretary to
Hon'ble Minister of Minority Affairs,
Government of India,
New Delhi – 110003 – for kind information to his note FTS No. 3815MAM/2014 dated 02.12.14

Quazi Sadeque Hossain,
Asian Human Rights Society,
18, G.R. Road., Kolkata
(West Bengal)

To Hon'ble Mr MD DARASIKO Saheb.
The Hon'ble Registrar General -
Cal Cutta High Court -

Dated : 18-12.2014
Kolkata 16/12/14

To

প্রেসরিলিজ

The Chief Reporters/Editor/News Director/Programme Executive/News Reporters All Press & Electronic Media & Live Telecast Electronic Media Reporters.

তারিখ- ১৬/১২/২০১৪

কলকাতা

প্রেসরিলিজ এবং আমন্ত্রনপত্র

এশিয়ান হিউম্যান রাইট স সোসাইটির মানবাধিকার, আইন-বিচার ব্যবস্থা ও পুলিশ প্রশাসন সচেতনতা জনসভা-

স্থান ঃ- Opp :- S.B.I. Bank-South Eastern Railways Office P.S.- Westport Police Station B.N.R. Kol-43.

Date & Time:- 18th December 2014, Thursday- 3.00P.M. To 6.00P.M.

-ঃ আলোচ্য বিষয় ঃ-

১) আইন -বিচারব্যবস্থা, পুলিশ প্রশাসন, সি. বি. আই. সি. আই. ডি. এবং ন্যায় বিচারকের ওপর রাজনৈতিক দলের কর্মী ও আইনজীবিদের দ্বারা চাপ ও আতঙ্ক, হুমকি, সৃষ্টি হলে স্বত্বঃ প্রনোদিত হয়ে হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সংগঠিত মাবাধিকার সংগঠনগুলোর যৌথ প্রয়াস এবং আইনী পদক্ষেপ।

২) নবভারত নির্মানে মেক-ইন-ইন্ডিয়া ও টিম ইন্ডিয়াকে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করার উদ্দোগ গ্রহন।

৩) দূনীর্তিগ্রস্থ রাজনৈতিক কর্মী ও জনপ্রতিনিধিমুক্ত-
আমলা তান্ত্রিক শাসন কায়েমে-কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সক্রিয়

রাষ্ট্র সংঘের বিশ্বমানবাধিকার সনদচুক্তি সুরক্ষা ও রুপায়নে সম্পূর্ন- রাজনৈতিক ও জনপ্রতিনিধি হস্তক্ষেপ মুক্ত - ঝান্ডাহীন আইন- বিচারব্যবস্থা, মানবাধিকার ও পুলিশ প্রশাসনের আমলা তান্ত্রিক স্বচ্ছ, দূর্নীতি ও অপরাধমুক্ত পৌরুষদীপ্ত, মেরুদন্ডময়, বীর্যবান, কঠোর সু শাসনের প্রয়াস গ্রহন।

- বক্তাগন - ত্রিলোচন সিং, জগদীশ বেরিয়া

কাজি সাদিক হোসেন, কমল ভট্টাচার্য্য, সমীর চ্যাটার্জ্জী, তাপস চ্যাটার্জ্জী, কাজি সফিউল্লাহ, সুকুর খাঁন, রণজিৎ কুমার মন্ডল, বরুন মাহাতো, প্রিয় সরকার, সুজিত পাইক, ডঃ মঞ্জু মুখার্জ্জী, সেখ আব্দুল কবির, এবং শাহানশাহ জাহাঙ্গীর,

মহাশয়/মহাশয়ের নিকট সবিনয় আবেদন অনুগ্রহপূর্বক বিশ্ব মানবাধিকার সনদ চুক্তি ১০০% শতাংশই রুপায়নে, আপনার বলিষ্ঠ উদ্দোগ, কর্মমুখী সক্রিয় প্রচেষ্টা ও সহযোগিতা সহ উপস্থিতি একান্তভাবে কাম্য। ইহা আমন্ত্রনপত্র হিসাবে বিবেচিত হইবে।

ধন্যবাদান্তে-নমস্কার সহ

ASIAN HUMAN RIGHTS SOCIETY
16/12/14

কাজি সাদিক হোসেন
সর্বভারতীয় সেক্রেটারী জেনারেল
এশিয়ান হিউম্যান রাইটস্, সোসাইটি

ASIAN HUMAN RIGHTS SOCIETY
16/12/14
All India Secretary - General

OUR GOVERNING BODY &
CORE COMMITTEE (Honorary)

DR. POORABI ROY
Chief Patron & Chairman
AHRS - Advisory Board
Netaji Researcher & Prof.
Moscow University

SRI KAMAL BHATTACHARYA
Sr. Reporter & All India President

SMT. MOLI GANGULEE
Chief Architect & Ex-Chief Engineer
P.W.D., Govt. of West Bengal &
Vice Chairman - Advisory Board

SRI RANJIT KR. MONDAL
Ex- D.S.P., C.D.T.S. &
All India Vice President

QUAZI SADEQUE HOSSAIN
[illegible]
All India & All State of India
Secretary - General (Whole Life)

SRI DILIP NASKAR
All India Asst. Secretary

SK. ABDUL KABIR
All India Asst. Secretary

BORUN MAHATO
State Asst. Secretary

SRI SUJIT PAIK
State Asst. Secretary (A.I.)

KAZI SHAHNAJ SULTANA
Asst. Secretary - State Womens
Student Wings

SUDIP PATRA
All India Asst. Secretary

BOROMA SHOBHA HALDER
All India Vice-President (L.M.)
(Women Action Wings)

RAFI AHMED
All India Asst. Secretary

B. RASID, Sr. Advocate
All India Vice-President
KAZI SAFIULLAH
Ex. P.P. Cal. High Court
State President (AHRS)

Ref. No. AHRS/785/721/W.B./I/14-16/V.V.URGENT Date: 12/12/14

To

The Joint Commissioner of Police, (Crime)
Pallab Kanti Ghosh, I.P.S.
Lalbazar Police H.Qrs.
8, Lalbazar Street, Kolkata - 700001
West Bengal

Sub : Notice U/s. 41 A, Cr.P.C.

Ref : Hare Street P.S. C/No. 660 Dated 05.09.2012 U/s. 120B/170/165 I.P.C.

Complainant : Hon'ble Mir Darashiko, WBHJS Ex. Hon'ble Member Secretary, West Bengal State Legal Services authority' City Civil Court Building, 2 & 3, K.S. Roy Road, Kolkata 700 001, W.B., Presently - Hon'ble MIR DARA-SHIKO, Hon'ble Register General, Cal. High Court.

Sir,

On 06.09.2012 in your presence after discussing one matter, I, the undersigned had submitted one written application before Your goodself giving the true facts in details and for the purpose of your ascertaining in facts, I Want to say that I was holding one Honourable Rank as the Lok Adalat Judge at City Civil Court from the period of Mr. Milan Kr. Chatterjee, when he was Hon'ble Chief Judge, City Civil Court at Calcutta till the period of the Hon'ble Chief Judge, City Civil Court rewarded by Md. Abdul Ghani

That again I want to bring one true fact before your goodself that when Mr. Mir Dara Siko was holding Hon'ble Post as the Member Secretary (S.L.S.A) as his ordered, and as well as his requested upon me, I was one of the Lok Adalat Judge at Jhargram Ghatal Sub-

Contd/ 2

ASIAN HUMAN RIGHTS SOCIETY

12/12/14

QUAZI SADEQUE HOSSAIN
[redacted]
All India & All State of India
Secretary - General (Whole Life)
(Asian Human Rights Society)

OUR GOVERNING BODY &
CORE COMMITTEE (Honarary)

DR. POORABI ROY
Chief Patron & Chairman
AHRS - Advisory Board
Netaji Researcher & Prof.
Moscow University

SRI KAMAL BHATTACHARYA
Sr. Reporter & All India President

SMT. MOLI GANGULEE
Chief Architect & Ex-Chief Engineer
P.W.D., Govt. of West Bengal &
Vice Chairman - Advisory Board

SRI RANJIT KR. MONDAL
Ex- D.S.P., C.D.T.S. &
All India Vice President

QUAZI SADEQUE HOSSAIN
[redacted]
All India & All State of India
Secretary - General (Whole Life)

SRI DILIP NASKAR
All India Asst. Secretary

SK. ABDUL KABIR
All India Asst. Secretary

BORUN MAHATO
State Asst. Secretary

SRI SUJIT PAIK
State Asst. Secretary (A.I.)

KAZI SHAHNAJ SULTANA
Asst. Secretary - State Womens
Student Wings

SUDIP PATRA
All India Asst. Secretary

BOROMA SHOBHA HALDER
All India Vice-President (L.M.)
(Women Action Wings)

RAFI AHMED
All India Asst. Secretary

B. RASHID - Sr. Advocate
All India Vice-President
Kazi Sabiullah
Ex. P.P. Calcutta Court
State President (AHRS)

Ref. No. AHRS/786/721/W.B./1 V. URGENT. Date: 12/12/14

divisional Court, but all on a sudden Mr. Sudhika Bhattacharya, Hon'ble Deputy Secretary had given order to leave from the dining table at the time of lunch and as a result I felt uneasy and thought that my Honour as Lok Adalat Judge of the said Court is lost for which, one dispute arose for time being between me and Mr. Sudhika Bhattacharya as because he did not allow me even in the stage of one broad day light meeting and lstly in your presence, all disputes had been amicably settled and Hon'ble Mr. Dara Sika was duly agreed and lastly verbally accepted that he will withdraw the complaint but later on I came to know that Hon'ble Mir Dara Siko did not withdraw the said complaint.

That be it mentioned before your goodself that since 37 years against any higher Ranked Officers of the State of W.B. Government and Central Government of India never I used ill behaves, unparliamentary talks abuses in filthy languages, bad attitudes, etc., etc. & for which now I do personally request before your goodself that if it is required, kindly collect the report from S.B. and I.B. if any, against me.

That be it mentioned before your goodself as the Lok Adalat judge never I used my letter pad showing my poverty and honour as the Secretary General Asian Human Rights Society.

Contd/ 3

ASIAN HUMAN RIGHTS SOCIETY
12/12/14
QUAZI SADEQUE HOSSAIN
All India Secretary - General

QUAZI SADEQUE HOSSAIN
[redacted]
All India & All State of India
Secretary - General (Whole Life)
(Asian Human Rights Society)

ESTD - 1975

Asian Human Rights Society

Mailing Address:
QUAZI SADEQUE HOSSAIN
All India Secretary-General (AHRS)
Tel:9830254994
B-40/8, Iron Gate-3rd Floor,
Kolkata-700 024,West Bengal
Web:www.asianhumanrightssociety.com
E-mail:humanrightsmission-2020
humanrightmission-2020

SHAMIM AHMED
ASST SECRETARY STATE WINGS
Kolkata Dist: Office in chargs
H-18, Golam Abbas Lane,
P.S & P.O: Garden Reach, Kolkata-24
West Bengal, [illegible]

Thanking you,

ASIAN HUMAN RIGHTS SOCIETY
Hossain
12/12/14
QUAZI SADEQUE HOSSAIN
All India Secretary - General

Yours faithfully

Copy to :

1) Hon'ble Mir Dara Shiko (Signature)
   Registrar General
   High Court,
   C a l c u t t a

2) The Hon'ble Chairman /
   Registrar (Law)
   Manavadhikar Bhawan
   New Delhi - 110 001
   I N D I A

3) The Hon'ble Law &
   Judicial Minister
   Govt. of India.

Enclose:- Some Documents & photographs with Hon'ble President of India

Government of West Bengal
Office of the Joint Commissioner of Police (Crime)
Detective Department
18, Lalbazar Street, Kolkata-700001

Notice U/s. 41A Cr.P.C.

From: Mr. K. Bose,
Sub-Inspector of Police (I.O)
Anti Fraud section,
Detective Department, Kolkata

To : Quazi Sadeque Hossain (60),
S/o: Quazi Mohiuddin,
R/o: 18, G. R. Road, Kolkata: 700024 & G-204/A, Shyam Lal Lane, Kolkata-[illegible]
& B-40/8, Iron Gate, Kolkata - 24.

Ref. Hare Street P.S. Case No. 660 dated 05.09.2012 U/s. 120B/170/465 I.P.C.

In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 41A Cr.P.C. I hereby inform you that during the investigation of FIR No. 660 dated 05.09.2012 U/s. 120B/170/465 I.P.C. registered at Hare Street Police Station it is revealed that there are reasonable grounds to question you to ascertain facts and circumstances from you. Hence you are directed to appear before me during the office hours on [illegible].12.14 at the office of Anti Fraud Section, DD, Lalbazar, Kolkata.

K. Bose 11/12/14
(K. Bose)
S.I
Anti-fraud Section, [illegible]

প্রেসরিলিজ

Date : 18.12.2014
Kolkata

www.asianhumanrightssociety.com
Email- humanrights mission2020@gmail.com.

কাজি সাদিক হোসেন-

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন এ.এইচ.আর.এসের- মানবাধিকার অনুষ্ঠান কলকাতার- বি. এন. আর. এ.-

১৮ই ডিসেম্বর, ২০১৪ বিশ্ব মানবাধিকার সনদ চুক্তির ৬৬ বৎসর অতিক্রান্ত। অন্ন, বস্ত্র, গৃহ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কর্ম সংস্থান ও পরিশ্রুত পানীয় জল সহ ৩১টি মানবিক, সাংবিধানিক, মৌলিক অধিকার মানবাধিকার সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত - অবহেলিত, লাঞ্ছিত, রাজ্যের ৯০% শতাংশ মানুষ। গনতন্ত্র এখন ক্লাবতন্ত্র হয়েছে। সাম্যবাদ এখন রাজনৈতিক দলের সুবিধাবাদ হয়েছে, সংবিধান- আইন- বিচার ব্যবস্থা পুলিশ- প্রশাসন- রাজনৈতিক জালে অঙ্গুলী হেলনে ত্রাহি ত্রাহি রব ছড়াচ্ছে। ধর্ষনকারী- নারীপাচারকারী, জনগনের- সরকারের অর্থ সম্পদ লুঠেরা- চোর মহাডাকাতরা, অপরাধিরা প্রকাশ্য রাজপথে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যোগসাজস, ভাঁওতা, উৎকোচ ভেঙে চুরমার করেদিচ্ছে সমাজকে। মানুষ ভুলে যাচ্ছে তাঁর পৌরুষ, তেজদীপ্ত পৌরুষ, ভুলে যাচ্ছে- পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে বশে রাখার কৌশল। বনের পশু, বাঘ, সিংহ, শিকারের পশু ধরে বেশ কিছুক্ষন রেখে দিয়ে সবাই মিলে ভাগ- বাটোয়োরা করে খায়। রাস্তার কুকুর - কুক্কুরী প্রকাশ্যে যৌন সঙ্গম করে। মানুষরূপী গনধর্ষনকারীরা- রাস্তার নেড়ী কুত্তার চেয়েও অধম। মানুষের হায়- হায়- চাই-চাই-চাই রব কোন দিনই শেষ হবে না। দুগজ জমির মাটিতে কিংবা শ্বশানে যাবার আাগে পর্য্যন্ত। তদরূপ- পিঁপড়া খাদ্য সংগ্রহে- মৃত দেহকে আগলে বসে থাকে। আর থাকে ঈদুঁর- গর্ত্তে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করে রাখে। সারদাকান্ড- সাহারাকান্ড ও চিট ফান্ড কান্ডের- চোর- মহাডাকাতরা- সি.বি. আই এর পাতা জালে আস্তে আস্তে ধরা পড়ছে।

ভারতের জাতীয় বীর নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বলেছিলেন ভারতবাসীর নৈতিক শিক্ষা, মানবতা, সাম্যবাদ, গনতন্ত্র, মেনে আদর্শ পুরুষ মহিলা হতে অন্ততঃ আরোও দশ বছর লাগবে। বৃটিশের কুত্তারা- নেতাজীকে আড়াল করার জন্য নানা রকম ফন্দি ফিকির করেছে। কিন্তু ১৯৪৭'র স্বাধীনতা প্রকৃত মানবাধিকার সুরক্ষা স্বাধীনতা পেলাম না। দেশী বেনিয়া, ও রাজনৈতিক ক্রীতদাস ও দুর্নীতি গ্রস্থ অপরাধী- চোর ডাকাত জন প্রতিনিধিদের হাতে ভারতবর্ষ বিক্রী হতে- হতে শেষ পর্য্যায়ে পড়েছে। লুঠ- ডাকাতি- অপশাসন, রাজনৈতিক দলের শ্রীবৃদ্ধি, দুর্নীতি অপরাধের, ধর্ষনকারী, পাচারকারী, জঙ্গী, দেশদ্রোহী, অতংকবাদীদের স্বর্গরাজ্য এই বাংলা, লন্ডন স্যুইজারল্যান্ড- সিঙ্গাপুর, রোমনদীর স্বপ্ন দেখতে- দেখতে- ৭৫ শতাংশ - ৮০ শতাংশ মানুষকেই অনাহারে অর্দ্ধাহারে রেখে নিজের দলের জনপ্রতিনিধি ও রাজনৈতিক কর্মী, সমাজবিরোধী, গুন্ডা, কালোবাজারী, মজুতদার, অবৈধ টেন্ডারকারী, দুর্নীতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের সঙ্গে পাঁচতারা হোটেলে, রাজভোগ মন্ডা- মিঠাই- চিকেন বিরিয়ানী- খেতে- খেতে ড্রিংক করতে করতে নেশায় বুঁদ হয়ে- জনগনের নাগরিকদের মানবাধিকার সুরক্ষায় ঝুঠা, স্বপ্ন দেখেন দেশের নেতা নেত্রীরা। জনপ্রতিনিধি ও রাজনৈতিক কর্মীরা।